Peace

কুরআন ও হাদীসের আলোকে

নামাজের ৫০০ মাসয়ালা

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
Peace Publication

নামাজের
৫০০
মাসয়ালা

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

নামাজের ৫০০ মাসয়ালা

মূল

মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী

প্রফেসর কিং সউদ ইউনিভার্সিটি

কৃতজ্ঞতায়

মুহাম্মদ হারুন আযিযী নদভী

সংকলনে

মোঃ রফিকুল ইসলাম

সম্পাদক : কারেন্ট নিউজ

সম্পাদনায়

মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী

এম.এম, প্রথম শ্রেণী প্রথম

এম.এফ, এম.এ

মুফাসসির

তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা

ঢাকা।

হাফেজ মাও. আরিফ হোসাইন

বি.এ (অনার্স) এম.এ, এম.এম

পিএইচ ডি গবেষক, ঢাবি

আরবি প্রভাষক

নওগাঁও রাশেদিয়া ফাযিল মাদরাসা

মতলব, চাঁদপুর।

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট

বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

কুরআন ও হাদীসের আলোকে

নামাজের ৫০০ মাসয়ালা

প্রকাশক

মোঃ রফিকুল ইসলাম

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট, ঢাকা - ১১০০

মোবাইল: ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭৯৫, ০২-৯৫৭১০৯২

প্রকাশকাল : এপ্রিল - ২০১১ ইং

তৃতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি - ২০১৩ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ : পিস হ্যাভেন

বাধাঁই : আরজু বাধাঁই, সূত্রাপুর

মুদ্রণে : নিউ এস আর প্রেস, সূত্রাপুর

ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com

ইমেইল : peacerafiq56@yahoo.com

মূল্য : ১৬০.০০ টাকা।

সম্পাদকীয়

সমুদয় প্রশংসার মস্তক অবনত করছি মহান রাব্বুল আ'লামীনের জন্য, যিনি তাঁর একান্ত মেহেরবাণীতে **কুরআন ও হাদীসের আলোকে নামাজের ৫০০ মাসয়ালা** নামক গ্রন্থটি সম্পাদনা করার তাওফিক দান করেছেন। সালাত ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত রাসূল ﷺ-এর উপর। শহীদ ভাইদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে নামাজের ৫০০ মাসয়ালা নামক এ মূল্যবান গ্রন্থটি বিখ্যাত **কিং সউদ ইউনিভার্সিটির, প্রফেসর মুহাম্মদ ইকবাল কিলানীর** নামাজের মাসয়ালা থেকে সংকলিত। বইটি প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহর শোকর আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। নামাজের মাসয়ালা নামক গতানুগতিকভাবে বিভিন্ন বই থাকা সত্ত্বেও কেন আমরা এ গ্রন্থটি প্রকাশ করলাম? আমাদের সমাজে নামাজের উপর যে গ্রন্থগুলো আছে সেগুলোর বেশিরভাগই হাদীসভিত্তিক নয়। আর হাদীসভিত্তিক না হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষ না বুঝে সওয়াবের আশায় বিদআত আমল করে যাচ্ছে। যার কারণে তাদের মূল্যবান ঈমান ও আমল নষ্ট হচ্ছে।

এমতাবস্থায় কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক নামাজের উপর একটি গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনেক দিন থেকেই অনুভব করছি। আমরা এ গ্রন্থটিতে নামাজের উপর ৫০০টি প্রশ্নের হাদীসভিত্তিক উত্তর দিতে চেষ্টা করেছি। যেহেতু হাদীসের কোন নির্দেশনা না থাকলে কোন কাজই মনগড়া করার সুযোগ নেই বা হাদীসের দলিল ছাড়া কোন কাজ করার ইখতিয়ার কোন পীর-মাশায়েখ বা বুজুর্গেরও নেই। সেজন্যই

হাদীস ভিত্তিক এ গ্রন্থটি সম্পাদনা করা হল। তাছাড়া রাসূল ﷺ-এর মহাবাণীতো আছেই-

صَلُّوْا كَمَارَاَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ

আমাকে নামাজ পড়তে যেভাবে দেখেছ সেভাবে তোমরা নামাজ আদায় কর।

পরিশেষে, এ কাজে যারা সময় ও শ্রম কুরবানী করেছেন তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। পাঠকদের সূচিন্তিত পরামর্শ পরবর্তী সংস্করণে প্রতিফলিত হবে বলে প্রতিশ্রুতি রইল। বইটি ভাল হলে অন্তত একজনকে বলুন আর আপত্তি থাকলে আমাদের বলুন। আল্লাহ্ আমাদেরকে হাদীসভিত্তিক নামাজ আদায় করে দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা অর্জন করার তাওফিক দান করুন। আমীন ॥

সূচিপত্র

১. আল কুরআনের বর্ণিত সালাতের নির্দেশনা ২৯

مَسَائِلُ النِّيَّةِ

২. নিয়ত সম্পর্কিত মাসায়েল

فَرْضِيَّةُ الصَّلاَةِ

৩. সালাত ফরজ হওয়া

فَضْلُ الصَّلاَةِ

৪. সালাতের ফজিলত

أَهَمِّيَّةُ الصَّلٰوةِ

৫. সালাতের গুরুত্ব

مَسَائِلُ الطَّهَارَةِ

৬. তাহারাত বা পবিত্রতার মাছায়েল

اَلْوُضُوْءُ وَالتَّيَمُّمُ

৭. ওযু ও তায়াম্মুমের মাসায়েল

اَلسَّتْرُ

৮. সতর সম্পর্কিত মাসায়েল

مَسَاجِدُ وَمَوْضِعُ الصَّلاَةِ

৯. মসজিদ এবং সালাতের স্থানসমূহ প্রসঙ্গে মাসায়েল

مَوَاقِيْتُ الصَّلَاةِ

১০. সালাতের সময় প্রসঙ্গে মাসায়েল

اَلْاَذَانُ وَالْاِقَامَةُ

১১. আযান ও ইকামত সম্পর্কিত মাসায়েল

مَسَائِلُ السُّتْرَةِ

১২. সুতরা সম্পর্কিত মাসায়েল

مَسَائِلُ الصَّفِّ

১৩. সালাতে কাতার সম্পর্কিত মাসায়েল

مَسَائِلُ الْجَمَاعَةِ

১৪. জামায়াত সম্পর্কিত মাসায়েল

مَسَائِلُ الْاِمَامَةِ

১৫. ইমামতি প্রসঙ্গে মাসায়েল

مَسَائِلُ الْمَأْمُوْمِ

১৬. মুক্তাদির মাসায়েল

مَسَائِلُ الْمَسْبُوْقِ

১৭. মাসবুক সম্পর্কিত মাসায়েল

صِفَةُ الصَّلَاةِ

১৮. সালাত আদায়ের নিয়ম

مَسَائِلُ صَلَاةِ النِّسَاءِ

১৯. নারীদের সালাতের মাসায়েল

اَلْاَذْكَارُ الْمَسْنُوْنَةُ بَعْدَ الصَّلٰوةِ الْمَفْرُوْضَةِ

২০. ফরজ সালাতের পর মাসনূন দোয়াসমূহ

مَا يَجُوْزُ فِى الصَّلَاةِ

২১. সালাতে বৈধ কাজ সম্পর্কিত মাসায়েল

اَلْمَمْنُوْعَاتُ فِى الصَّلَاةِ

২২. সালাতে নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত মাসায়েল

فَضْلُ السُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ

২৩. সুন্নাত এবং নফল সালাতের ফজীলত

اَحْكَامُ السُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ

২৪. সুন্নাত এবং নফল সালাতের বিধি বিধান

مَسَائِلُ سَجْدَةِ السَّهْوِ

২৫. সিজদা সহু সম্পর্কিত মাসায়েল

مَسَائِلُ صَلَاةِ الْقَضَاءِ

২৬. কাজা সালাত সম্পর্কিত মাসায়েল

مَسَائِلُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

২৭. জুমার সালাত সম্পর্কিত মাসায়েল

مَسَائِلُ صَلَاةِ الْوِتْرِ

২৮. বেতরের সালাত সম্পর্কিত মাসায়েল

مَسَائِلُ صَلَاةِ التَّهَجُّدِ

২৯. তাহাজ্জুদের সালাত সম্পর্কিত মাসায়েল

مَسَائِلُ صَلَاةِ التَّرَاوِيْحِ

৩০. তারাবীর সালাত সম্পর্কিত মাসায়েল

مَسَائِلُ صَلَاةِ السَّفَرِ

৩১. কসরের সালাত সম্পর্কিত মাসায়েল

مَسَائِلُ جَمْعِ الصَّلَاةِ

৩২. সালাত জমা করার মাসায়েল

مَسَائِلُ صَلَاةِ الْجَنَائِزِ

৩৩. জানাযার সালাত সম্পর্কিত মাসায়েল

مَسَائِلُ صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ

৩৪. দুই ঈদের সালাত সম্পর্কিত মাসায়েল

مَسَائِلُ صَلاَةِ الاِسْتِسْقَاءِ

৩৫. এস্তেস্কার (বৃষ্টি চাওয়ার) সালাত সম্পর্কিত মাসায়েল

مَسَائِلُ صَلاَةِ الْخَوْفِ

৩৬. ভয়কালীন সালাত সম্পর্কিত মাসায়েল

مَسَائِلُ صَلاَةِ الْكُسُوْفِ وَالْخُسُوْفِ

৩৭. কুসূফ ও খুসূফের সালাত সম্পর্কিত মাসায়েল

مَسَائِلُ صَلاَةِ الْاِسْتِخَارَةِ

৩৮. এস্তেখারার (কল্যাণ কামনার) সালাত সম্পর্কিত মাসায়েল

مَسَائِلُ صَلاَةِ الضُّحٰى

৩৯. চাশতের সালাত সম্পর্কিত মাসায়েল

مَسَائِلُ صَلاَةِ التَّوْبَةِ

৪০. তাওবার সালাত সম্পর্কিত মাসায়েল

مَسَائِلُ تَحِيَّةِ الْوُضُوْءِ وَالْمَسْجِدِ

৪১. তাহিয়্যাতুল মসজিদ ও তাহিয়্যাতুল ওযুর মাসায়েল

مَسَائِلُ سَجْدَةِ الشُّكْرِ

৪২. সিজদায়ে শোকর সম্পর্কিত মাসায়েল

اَلْمَسَائِلُ الْمُتَفَرِّقَةُ

৪৩. বিবিধ মাসায়েল

১. আল কুরআনে বর্ণিত সালাতের নির্দেশনা

١. اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ۔

১. যারা অদৃশ্যে ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে ও তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা হতে ব্যয় করে। [সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-৩]

٢. وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ۔

২. আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো, যারা আমার সামনে অবনত হয় তাদের সাথে তোমরাও আমার আনুগত্য স্বীকার করো।

[সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-৪৩]

٣. وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلاَّ عَلَى الْخٰشِعِيْنَ۔

৩. তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ইহা বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে কঠিন। [সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-৪৫]

٤. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَاتَعْبُدُوْنَ اِلاَّ اللّٰهَ قف وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ط ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلاً مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ۔

৪. আর যখন আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীনদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, মানুষের সাথে সুন্দর কথা বলবে, সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে। অতঃপর তোমাদের মধ্যে সামান্য কিছুসংখ্যক লোক ছাড়া অধিকাংশই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছ। এভাবেই তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে।

[সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-৮৩]

٥. وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ـ

৫. আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো ও যাকাত আদায় করো এবং যে সব নেকী তোমরা আল্লাহর কাছে অগ্রিম পাঠাবে, তা তাঁর কাছে পাবে। তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই এর সব কিছু দেখতে পান।

[সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-১১০]

٦. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ـ

৬. হে মু'মিনগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। [সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-১৫৩]

٧. لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ـ

৭. আর তোমাদের মুখ পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরানোর মধ্যে কোন নেকী নিহিত নেই। তবে আসল কল্যাণ হচ্ছে একজন মানুষ ঈমান আনবে আল্লাহর ওপর, পরকালের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর, (আল্লাহর) কিতাবের ওপর, নবী-রাসূলদের ওপর এবং আল্লাহর দেয়া সম্পদ তাঁরই ভালোবাসা পাবার মানসে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন ও মুসাফিরের জন্যে ব্যয় করবে, সাহায্যপ্রার্থী (দুস্থ মানুষ, সর্বোপরি) মানুষকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করার কাজে অর্থ ব্যয় করবে, সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে– (তাছাড়াও রয়েছে সেসব পুণ্যবান মানুষ); যারা প্রতিশ্রুতি দিলে তা পালন করে, ক্ষুধা দারিদ্র্যের সময় ও দুর্দিনে ধৈর্য ধারণ করে মূলত এরাই হচ্ছে সত্যবাদী এবং প্রকৃত আল্লাহভীরু।

[সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-১৭৭]

٨. حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ق وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ـ

৮. তোমরা সালাতসমূহের ওপর (গভীরভাবে) যত্নবান হও, (বিশেষ করে) মধ্যবর্তী সালাত এবং তোমরা আল্লাহর জন্য বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে যাও।

[সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-২৩৮]

ব্যাখ্যা : এ আয়াত দ্বারা আছরের সালাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে

٩. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ

৯. যারা আল্লাহ তা'আলার ওপর ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, সালাত প্রতিষ্ঠা করেছে, যাকাত আদায় করেছে, তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা সেদিন চিন্তিতও হবে না। [সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-২৭৭]

١٠. وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ق اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ـ

১০. তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করবে তখন যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, কাফিরগণ তোমাদের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করবে, তবে সালাত সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন দোষ নাই। নিশ্চয়ই কাফিরগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

[সূরা নিসা : আয়াত-১০১]

١١. وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاْخُذُوْٓا اَسْلِحَتَهُمْ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ وَلْتَاْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ ج وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ط وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَنْ تَضَعُوْٓا اَسْلِحَتَكُمْ ج وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا .

১১. আর তুমি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবে ও তাদের সাথে সালাত কায়েম করবে তখন তাদের একদল তোমার সাথে যেন দাঁড়ায় এবং তারা যেন সশস্ত্র থাকে। তাদের সিজদা করা হলে তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে; আর অপর একদল যারা সালাতে শরীক হয়নি তারা তোমার সাথে যেন সালাতে শরীক হয় এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। কাফিরগণ কামনা করে যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও যাতে তারা তোমাদের উপর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যদি তোমরা বৃষ্টির জন্য কষ্ট পাও অথবা পীড়িত থাক তবে তোমরা অস্ত্র রেখে দিলে তোমাদের কোন দোষ নাই; কিন্তু তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করবে। আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। [সূরা নিসা : আয়াত-১০২]

١٢. فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِكُمْ ج فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ج اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا .

১২. যখন তোমরা সালাত সমাপ্ত করবে তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ করবে, যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন যথাযথ সালাত কায়েম করবে; নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মু'মিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

[সূরা নিসা : আয়াত-১০৩]

١٣. لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا.

১৩. কিন্তু তাদের মধ্যে যাদের জ্ঞানের গভীরতা রয়েছে তারা এবং এমন সব ঈমানদার যারা আপনার ওপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তার ওপর বিশ্বাস করে, আপনার পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলদের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার ওপরও বিশ্বাস করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা ও শেষ দিনের ওপর ঈমান আনে। এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের অচিরেই আমি মহাপুরস্কার দেবো। [সূরা আন্ নিসা : আয়াত-১৬২]

١٤. وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ ج وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا ط وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ ط لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ج فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ.

১৪. আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলের (কাছ থেকে আনুগত্যের) অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন, অতঃপর আমি (এ কাজের জন্যে) তাদের মধ্য থেকে বারো জন সর্দার নিযুক্ত করলাম; আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বললেন, অবশ্যই আমি তোমাদের সাথে আছি, তোমরা যদি সালাত প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো, আমার রাসূলদের ওপর ঈমান আনো এবং (দ্বীনের কাজে যদি) তোমরা তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করো, (সর্বোপরি) আল্লাহ্ তা'আলাকে তোমরা যদি উত্তম ঋণ প্রদান করো, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের অপরাধসমূহ মোচন করে দেব। আর তোমাদের আমি এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাব, যার তলদেশ দিয়ে ঝরণাধারা

প্রবাহিত হয়। এরপর যদি কোন ব্যক্তি (আল্লাহ্‌কে) অস্বীকার করে, তাহলে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। [সূরা আল মায়িদা : আয়াত-১২]

١٥. اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ـ

১৫. তোমাদের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর রাসূল এবং সেসব ঈমানদার লোকেরা, যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং সদা অবনমিত থাকে। [সূরা আল মায়িদা : আয়াত-৫৫]

١٦. قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

১৬. বল, 'আমার সালাত, আমার 'ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে।' [সূরা আন'আম : আয়াত-১৬৩]

١٧. قُلْ اَمَرَ رَبِّىْ بِالْقِسْطِ قف وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ط كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ـ

১৭. বল, 'আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায়বিচারের।' প্রত্যেক সালাতে তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখবে এবং তাঁরই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাকবে। তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমরা সেভাবে ফিরে আসবে। [সূরা আ'রাফ : আয়াত-২৯]

١٨. اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ

১৮. (আল্লাহর ভরসাকারী তারাই) যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে। [সূরা আনফাল : আয়াত-৩]

١٩. فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ج فَاِنْ

تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

১৯. অত:পর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদেরকে বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাকবে। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দিবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা তাওবা : আয়াত-৫]

٢٠. فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ۚ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ـ

২০. (এ সত্ত্বেও) যদি তারা তাওবা করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, তাহলে তারা হবে তোমাদেরই দ্বীনী ভাই। আমি সেসব মানুষের কাছে আমার আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে বর্ণনা করি, যারা (সত্য-মিথ্যার তারতম্য) বুঝতে পারে। [সূরা আত্ তাওবা : আয়াত-১১]

٢١. اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ ۗ فَعَسٰۤى اُولٰۤئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ـ

২১. আল্লাহ তা'আলার (ঘর) মসজিদ তো আবাদ করবে তারাই, যারা আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের ওপর ঈমান আনে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ তা'আলা ছাড়া তারা কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়, এরা হিদায়াতপ্রাপ্ত মানুষের অন্তর্ভূক্ত হবে। [সূরা আত্ তাওবা : আয়াত-১৮]

٢٢. وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّاۤ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ـ

২২. তাদের থেকে অর্থ– সাহায্য গ্রহণ করা নিষেধ করা হয়েছে এ জন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে, সালাতে শৈথিল্যের সাথে উপস্থিত হয় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে অর্থ সাহায্য করে। [৯–তাওবা : আয়াত-৫৪]

২৩. وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ، يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ

২৩. মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা হচ্ছে একে অপরের বন্ধু। তারা ন্যায় কাজের আদেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলকে অনুসরণ করে। এরাই হচ্ছে সে সব মানুষ, যাদের ওপর আল্লাহ তা'আলা অচিরেই দয়া করবেন। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [সূরা আত্ তাওবা : আয়াত-৭১]

২৪. وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ط اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ط ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ـ

২৪. আর দেখ, দিনের দুই কিনারায় ও রাতের কিছু অংশ পার হওয়ার পর সালাত প্রতিষ্ঠা করো। নিশ্চয় সৎকাজ মন্দ কাজকে দূর করে দেয়। যারা আল্লাহকে স্মরণ করে তাদের জন্য এটা একটা উপদেশ। [সূরা হূদ : আয়াত-১১৪]

ব্যাখ্যা : এ আয়াত দ্বারা এশা, ফজর ও মাগরিব সালাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

২৫. قُلْ لِّعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّارَزَقْنٰهُمْ سِرًّاوَّ عَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ ـ

২৫. আমার বান্দাদের মধ্যে যারা মু'মিন তাদেরকে তুমি বল 'সালাত কায়েম করতে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করতে– সেই দিনের পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকবে না।'

[সূরা ইবরাহীম : আয়াত-৩১]

٢٦. رَبَّنَآ اِنِّىْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ لا رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ .

২৬. 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করতে দিলাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট, হে আমাদের প্রতিপালক! এইজন্য যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে। অতএব তুমি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফলাদি দ্বারা তাদের রিয্কের ব্যবস্থা কর, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। [সূরা ইবরাহীম : আয়াত-৩৭]

٢٧. رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ق رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ .

২৭. 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী কর এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা কবূল কর।

[সূরা ইবরাহীম : আয়াত-৪০]

٢٨. اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ .

২৮. (হে নবী!) সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত (সময়ের ভেতর) সালাত প্রতিষ্ঠা করবে এবং প্রতিষ্ঠা করবে ফজরের সালাত।

[সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৭৮]

ব্যাখ্যা : এ আয়াত দ্বারা যোহর, মাগরিব এবং ফজরের সালাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

٢٩. وَجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ص وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا .

২৯. যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে (তাঁর) অনুগ্রহভাজন করবেন।

আর তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন আমি বেঁচে থাকি ততদিন যেন আমি সালাত প্রতিষ্ঠা করি এবং যাকাত আদায় করি। [সূরা মারইয়াম : আয়াত-৩১]

٣٠. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ص وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا .

৩০. সে তার পরিবার-পরিজনদের সালাত প্রতিষ্ঠা করা ও যাকাত আদায় করার আদেশ দিত এবং সে ছিল তার প্রতিপালকের একান্ত পছন্দনীয় ব্যক্তি।

[সূরা মারইয়াম : আয়াত-৫৫]

١٤. إِنَّنِيْٓ أَنَا اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاعْبُدْنِيْ لا وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ .

৩১. 'আমিই আল্লাহ্, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। অতএব আমার 'ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর। [সূরা ত্বাহা : আয়াত-১৪]

٣٢. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ط لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا ط نَحْنُ نَرْزُقُكَ ط وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى .

৩২. এবং তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও ও তাতে অবিচলিত থাক, আমি তোমার নিকট কোন জীবনোপকরণ চাই না; আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দেই এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।

[সূরা ত্বাহা : আয়াত-১৩২]

٣٣. وَجَعَلْنٰهُمْ أَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَإِقَامَ الصَّلٰوةِ وَإِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ج وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ .

৩৩. আমি তাদের নেতা বানিয়েছিলাম, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে সুপথ দেখাত। নেক কাজ করা, সালাত প্রতিষ্ঠা করা ও যাকাত দেয়ার জন্য আমি তাদের কাছে ওহী পাঠিয়েছি। আর তারা আমারই আনুগত্য করত।

[সূরা আল আম্বিয়া : আয়াত-৭৩]

٣٤. اَلَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَآ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ ۙ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ

৩৪. (বিনয়ীগণ তারা) যাদের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হয় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হলে আর যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করে, এবং সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্‌ক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে। [সূরা হাজ্জ : আয়াত-৩৫]

٣٥. اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ـ

৩৫. আমি যদি তাদের পৃথিবীতে রাজত্ব দান করি, তাহলে তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে এবং সৎকাজের আদেশ দিবে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর সব কাজেরই চূড়ান্ত পরিণতি একান্তভাবে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাধীন। [সূরা আল হাজ্জ : আয়াত-৪১]

٣٦. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

৩৬. হে মু'মিনগণ! তোমরা রুকূ কর, সিজ্‌দা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের 'ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর, যাতে সফলকাম হতে পার। [সূরা হাজ্জ : আয়াত-৭৭]

٣٧. وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ؕ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ؕ هُوَ مَوْلٰكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ـ

৩৭. আর আল্লাহ্ তা'আলার পথে তোমরা জিহাদ করো, যেভাবে তাঁর জন্যে জিহাদ করা উচিত। তিনি (দুনিয়ার নেতৃত্বের জন্যে) তোমাদের মনোনীত করেছেন এবং জীবন বিধানের ব্যাপারে তিনি তোমাদের ওপর কোন সংকীর্ণতা রাখেন নি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীনের ওপর সুদৃঢ় থাক। তিনি আগেই তোমাদের 'মুসলিম' নাম রেখেছিলেন। এবং যেন রাসূল তোমাদের ওপর সাক্ষ্য প্রদান করতে পারে এবং তোমরাও সমগ্র মানব জাতির ওপর (আল্লাহ্র দ্বীনের) সাক্ষ্য প্রদান করতে পারো। অতএব, সালাত প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো এবং আল্লাহ্ তা'আলার রশি শক্তভাবে ধারণ করো। তিনিই হচ্ছেন তোমাদের একমাত্র অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী! [সূরা আল হাজ্জ : আয়াত-৭৮]

٣٨. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ـ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ـ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ـ

৩৮. নিঃসন্দেহে (সেসব) ঈমানদারগণ মুক্তি পেয়ে গেছে, যারা নিজেদের সালাতে একান্ত বিনয়-নম্র (হয়), অর্থহীন বিষয় থেকে বিরত থাকে এবং (রীতিমতো) যাকাত প্রদান করে। [সূরা আল মু'মিনূন : আয়াত-১-৪]

٣٩. وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ـ

৩৯. এবং যারা নিজেদের সালাতে যত্নবান থাকে। [সূরা মু'মিনূন : আয়াত-৯]

٤٠. رِجَالٌ لا لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ ص يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ـ

৪০. তারা এমন লোক– ব্যবসা বাণিজ্য যাদের কখনো আল্লাহ্ তা'আলা থেকে গাফেল করে দেয় না– বেচা-কেনা তাদের আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ, সালাত প্রতিষ্ঠা ও যাকাত আদায় করা থেকে গাফেল রাখতে পারে না, তারা সে দিনকে ভয় করে, যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টিশক্তি ভীতবিহ্বল হয়ে পড়বে।

[সূরা আন্ নূর : আয়াত-৩৭]

٤١. وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ـ

৪১. আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য করো। আশা করা যায় তোমাদের ওপর দয়া করা হবে। [সূরা আন্ নূর : আয়াত-৫৬]

٤٢. وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ـ

৪২. এবং তারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজ্দাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান থাকে। [সূরা ফুরকান : আয়াত-৬৪]

٤٣. اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ ـ

৪৩. যারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় আর তারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী। [সূরা নাম্‌ল : আয়াত-৩]

٤٤. اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ط اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ط وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ـ

৪৪. তুমি আবৃত্তি কর কিতাব হতে যা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয় এবং সালাত কায়েম কর। সালাত অবশ্যই বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কার্য হতে। আর আল্লাহ্‌র স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা জানেন।

[সূরা আনকাবূত : আয়াত-৪৫]

٤٥. اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ ـ

৪৫. যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি) কিয়ামত দিবসের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে। [সূরা লুক্বমান : আয়াত-৪]

٤٦. يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ط اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ـ

৪৬. 'হে বৎস! সালাত কায়েম করো, সৎ কর্মের নির্দেশ দাও আর অসৎ কর্মে নিষেধ কর এবং আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ কর। এটাই তো দৃঢ়সংকল্পের কাজ।

[সূরা লুকমান : আয়াত-১৭]

٤٧. وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ـ

৪৭. আর তোমরা ঘরে অবস্থান করবে, পূর্বেকার জাহেলিয়াতের যুগের (নারীদের) মতো নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াবে না, তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। আল্লাহ তা'আলা (মূলত) এসব কিছুর মাধ্যমে নবী পরিবার এবং তোমাদের মাঝ থেকে (সব ধরনের) অপবিত্রতা দূর করে (তোমাদের) পাক পবিত্র করে দিতে চান। [সূরা আল আহযাব : আয়াত-৩৩]

٤٨. وَلاَتَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ط وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لاَ يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ط اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ط وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ط وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ـ

৪৮. কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না; কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কাউকেও উহা বহন করতে আহ্বান করে তবে তার কিছুই বহন করা হবে না– নিকট আত্মীয় হলেও। তুমি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পার যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে এবং সালাত কায়েম করে। যে কেউ নিজকে পরিশোধন করে সে তো পরিশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন। [সূরা ফাতির : আয়াত-১৮]

٤٩. اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلاَنِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ـ

৪৯. যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করে এমন ব্যবসায়ের, যার ক্ষয় নেই। [সূরা ফাতির : আয়াত-২৯]

٥٠. مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ز سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ط ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰةِ ج وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ ج كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ط وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا -

৫০. মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল; তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকূ' ও সিজ্‌দায় অবনত দেখবে। তাদের লক্ষণ তাদের মুখমণ্ডলে সিজ্‌দার প্রভাবে পরিস্ফুট থাকবে; তওরাতে তাদের বর্ণনা এইরূপ এবং ইঞ্জীলেও তাদের বর্ণনা এইরূপই। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা হতে নির্গত হয় কিশলয়, অত:পর এটা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ মু'মিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের। [সূরা ফাত্‌হ : আয়াত-২৯]

٥١. ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰكُمْ صَدَقٰتٍ ط فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ -

৫১. তোমরা কি তোমাদের একাকী কথা বলার আগে সদকা আদায় করার আদেশে ভয় পেয়ে গেলে? যদি তোমরা তা করতে না পারো এবং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করুণা দ্বারা তোমাদের ক্ষমা করে দেন, তবে তোমরা সালাত

প্রতিষ্ঠা করতে থাকো, যাকাত আদায় করতে থাক এবং (সর্ববিষয়ে) আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে থাকো; তোমরা যা করছ আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সে সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

[সূরা আল মুজাদালাহ : আয়াত-১৩]

٥٢. اَلَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلاَتِهِمْ دَائِمُوْنَ ـ

৫২. যারা তাদের সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত। [সূরা মা'আরিজ : আয়াত-২৩]

٥٣. وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ـ

৫৩. এবং তারা নিজেদের সালাতে যত্নবান। [সূরা মা'আরিজ : আয়াত-৩৪]

٥٤. وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ـ

৫৪. অতএব, তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। [সূরা আল মুয্যাম্মিল : ২০]

٥٥. قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ـ

৫৫. তারা বলবে, 'আমরা মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। [সূরা মুদ্দাছছির : আয়াত-৪৩]

٥٦. وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَاۤءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ـ

৫৬. (অথচ) এদের এ ছাড়া আর কিছুরই আদেশ দেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর জন্যেই নিজেদের দ্বীন ও ইবাদত নিবেদিত করে নিবে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দান করবে। কেননা, এটাই হচ্ছে সঠিক জীবন বিধান।

[সূরা আল বাইয়্যিনাহ : ৫]

٥٧. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ـ

৫৭. সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর। [সূরা কাওছার : আয়াত-২]

مَسَائِلُ النِّيَّةِ

২. নিয়ত সম্পর্কিত মাসায়েল

প্রশ্ন-১. ব্যক্তির কর্ম কীসের উপর নির্ভরশীল?

উত্তর : ব্যক্তির কর্মের প্রতিফল নিয়তের ওপর নির্ভর করে।

عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيءٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ اِلٰى امْرَاَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ ـ

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যাবতীয় কর্মের প্রতিফল নিয়তের ওপর নির্ভর করে। প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করবে তাই সে পাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়ার সুখ-শান্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে হিজরত করবে সে তাই পাবে। আর যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করবে সে তাই পাবে।

[সহীহ আল বুখারী (আরবী-বাংলা) : ১/১৯, হাদীস নং-১ (আধুনিক প্রকাশনী)]

ব্যাখ্যা : এটা বুখারী শরীফের প্রথম হাদীস এবং এ হাদীসটি একই অর্থে বুখারী শরীফে মোট ৬ বার আছে।

প্রশ্ন-২. লোক দেখানো সালাতের পরিণাম কী?

উত্তর : লোক দেখানো সালাত দাজ্জালের চেয়েও বড় ফিৎনা।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ : اَلَآ اُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ

اَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِىْ مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ ؟ فَقُلْنَا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ : اَلشِّرْكُ الْخَفِىُّ اَنْ يَّقُوْمَ الرَّجُلُ فَيُصَلِّىْ فَيَزِيْدُ صَلَاتَهٗ لَمَّا يَرٰى مِنْ نَظْرِ رَجُلٍ .

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমরা মসীহ্ দাজ্জাল প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলাম, সে সময় আমাদের মাঝে রাসূল করীম ﷺ উপস্থিত হলেন এবং আমাদের কথা শ্রবণ করে তিনি বললেন, আমি তোমাদের দাজ্জালের চেয়েও ভয়ংকর একটি ফিৎনা প্রসঙ্গে জানাব? জবাবে আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! অবশ্যই বলুন, তখন রাসূল ﷺ বললেন, শিরক দাজ্জালের ফিৎনার চেয়েও অধিক ভয়ংকর। আর তা হচ্ছে, এক ব্যক্তি সালাতের জন্য দাঁড়াবে এবং অন্য কেউ তার সালাতের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছে দেখে সে সালাতকে দীর্ঘ করবে।

[সহীহ্ সুনানি ইবনে মাজা-তাহকীক শায়খ আলবানী : দ্বিতীয় খন্ড, হাদীস নং ৩৩৮৯]

প্রশ্ন-৩. লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা কী?

উত্তর : লোক দেখানের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা শিরক।

عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ صَلّٰى يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ .

শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি লোক দেখানো উদ্দেশ্যে সালাত পড়ল সে শিরক করল, যে ব্যক্তি লোক দেখানো উদ্দেশ্যে সিয়াম রাখল সে শিরক করল এবং যে ব্যক্তি লোক দেখানো উদ্দেশ্য দান ছদকা করল সেও শিরক করল।

[মুসনাদে আহমদ, আত তারগীব ওয়াত তারহীব-শায়খ মুহিউদ্দীন আদদীব : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং ৪৩, মেশকাত শরীফ, ৯/২৬৮, নং-৫০৯৯]

فَرْضِيَّةُ الصَّلَاةِ

৩. সালাত ফরজ হওয়া

প্রশ্ন-৪. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নির্দেশ কী কুরআনে আছে?

উত্তর : পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের কুরআনিক নির্দেশ

١. أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ -

১. (হে নবী!) সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত (সময়ের ভেতর) সালাত প্রতিষ্ঠা করবে এবং প্রতিষ্ঠা করবে ফজরের সালাত।

[সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৭৮]

ব্যাখ্যা : এ আয়াত দ্বারা যোহর, মাগরিব এবং ফজরের সালাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

٢. حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ق وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ -

২. তোমরা সালাতসমূহের ওপর (গভীরভাবে) যত্নবান হও, (বিশেষ করে) মধ্যবর্তী সালাত এবং তোমরা আল্লাহর জন্য বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে যাও।

[সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-২৩৮]

ব্যাখ্যা : এ আয়াত দ্বারা আছরের সালাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে

٣. وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ط اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ط ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ -

৩. দিনের দুই কিনারায় ও রাতের কিছু অংশ পার হওয়ার পর সালাত প্রতিষ্ঠা করো। নিশ্চয় সৎকাজ মন্দ কাজকে দূর করে দেয়। যারা আল্লাহকে স্মরণ করে তাদের জন্য এটা একটা উপদেশ। [সূরা হূদ : আয়াত-১১৪]

ব্যাখ্যা : এ আয়াত দ্বারা এশা সালাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন-৫. ইসলামে সালাতের অবস্থান কী?

উত্তর : সালাত ইসলামের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ রুকন।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ -

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

১. এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।

২. সালাত প্রতিষ্ঠা করা,

৩. যাকাত দেয়া,

৪. হজ্ব পালন করা এবং

৫. রমযান মাসে সিয়াম পালন করা।

[সহীহ আল বুখারী (আরবী-বাংলা) : ১/৩৪, হাদীস নং-৭]

প্রশ্ন-৬. হিজরতের পূর্বে ও পরে সালাত কত রাকয়াত ছিল?

উত্তর : হিজরতের পূর্বে দুই দুই রাকাত সালাত ফরজ ছিল কিন্তু হিজরতের পর চার চার রাকাত ফরজ হয়েছে।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : فَرَضَ اللّٰهُ الصَّلٰوةَ حِيْنَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَاُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيْدَ فِىْ صَلَاةِ الْحَضَرِ -

আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা আবাসে (মুকীম অবস্থায়) ও প্রবাসে (মুসাফির অবস্থায়) সালাত দু'রাকাত করে ফরজ করেছিলেন। পরবর্তীতে প্রবাসের (মুসাফির অবস্থায়) সালাত ঠিক রাখা হল এবং আবাসের (মুকীম অবস্থায়) সালাত বাড়ানো হল।

[সহীহ আল বুখারী (আরবী-বাংলা) : ১/১৮৭, হাদীস নং-৩৩৭)

فَضْلُ الصَّلاَةِ

৪. সালাতের ফজিলত

প্রশ্ন-৭. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উপকারিতা কী?

উত্তর : প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করলে যাবতীয় সগীরা গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتُمْ لَوْاَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَىْءٌ ؟ قَالُوْا لاَيَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَىْءٌ قَالَ فَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা বললেন, আচ্ছা বল দেখি, যদি তোমাদের কারো বাড়ীর সামনে নদী প্রবাহিত হয় এবং সে ব্যক্তি ঐ নদীতে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে তার দেহে কোন প্রকারের ময়লা থাকবে? ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, না, কোন ময়লা তার দেহে থাকবে না। তারপর রাসূলে মাকবুল ﷺ বলেন, এটাই হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ। আল্লাহ্ তায়ালা এগুলোর দ্বারা বান্দার যাবতীয় গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন।

[মেশকাত শরীফ : ২/২০৮, হাদীস নং ৫১৯, বুখারী, মুসলিম, সহীহ বুখারী নং-৩৩০]

প্রশ্ন-৮. পাপরাশির আগুনকে ঠান্ডা করার উপায় কী?

উত্তর : সালাত পাপরাশির আগুনকে ঠাণ্ডা করে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ مَلَكًا يُّنَادِىْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ يَابَنِىْ اٰدَمَ قُوْمُوْا اِلٰى نِيْرَانِكُمُ الَّتِىْ اَوْقَدْتُمُوْهَا فَاَطْفِئُوْهَا -

আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক নামাজের সময় আল্লাহ্ তায়ালার নির্দিষ্ট ফেরেশতা ডাকতে থাকে। হে বনী আদম! সেই আগুন নিভানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও, যা তোমরা (নিজ পাপরাশি দিয়ে) প্রজ্জ্বলিত করেছ। [তাবরানী, সহীহুত তারগীব ওয়াততারহীব-শায়খ আলবানী-প্রথম খণ্ড, হা: নং-৩৫৫]

প্রশ্ন-৯. সালাত আদায়কারীগণ শেষ বিচার দিবসে কাদের সাথে অবস্থান করবে?

উত্তর : নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়কারী শেষ বিচার দিবসে সিদ্দীক এবং শহীদগণের সাথে অবস্থান করবে।

عَنْ عُمَرَ بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيْ (رضى) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ شَهِدْتُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَصَلَّيْتُ الصَّلَوات الْخَمْسَ وَاَدَّيْتُ الزَّكَاةَ وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَقُمْتُهُ فَمِمَّنْ اَنَا ؟ قَالَ مِنَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ .

আমর ইবনে মুররাহ্ আল্ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি এ সাক্ষ্য প্রদান করি যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করি, যাকাত দেই এবং রমজান মাসে সিয়াম সাধনা করি ও তার রাত্রিতে তারাবীহ্র সালাত পড়ি। তাহলে আমি কাদের অন্তর্ভুক্ত হব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তখন তুমি সিদ্দীক এবং শহীদগণের সাথে অবস্থান করতে পারবে।

[ইবনে হিব্বান, সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৩৫৮]

প্রশ্ন-১০. অন্ধকার রাতে মসজিদে গিয়ে সালাত আদায়ে উপকারিতা কী?

উত্তর : অন্ধকার রাতে মসজিদে আগন্তুক মুসাল্লিদের জন্য শেষ বিচার দিবসে পূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ রয়েছে।

عَنْ بُرَيْدَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَشِّرُوا الْمَشَّائِيْنَ فِى الظُّلَمِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

বুরায়দা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যারা গভীর অন্ধকার রাতে মসজিদে গমন করে, তাদেরকে শেষ বিচার দিবসের পূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ দাও।

[সহীহ্ সুনানি আবি দাউদ, তিরমিযী : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৫২৫]

প্রশ্ন-১১. আল্লাহ্ কাদের সাথে সাক্ষাৎ ও সম্মান করেন?

উত্তর : মসজিদে আগন্তুক সালাত আদায়কারী ব্যক্তির সাথে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ ও আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সম্মান করেন।

عَنْ سَلْمَانَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فِى بَيْتِهِ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اَتَى الْمَسْجِدَ فَهُوَ زَائِرُ اللّٰهِ وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُوْرِ اَنْ يُّكْرِمَ الزَّائِرَ.

সালমান ফারেসী (রা) থেকে বর্ণিত। নিশ্চয়ই নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে মসজিদে আসল সে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎকারী। আর সাক্ষাৎকারীর সম্মান করা মেজবানের হক তথা দায়িত্ব।

[তাবরানী, সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৩২০]

أَهَمِّيَّةُ الصَّلٰوةِ

৫. সালাতের গুরুত্ব

প্রশ্ন-১২. যারা সালাত আদায় করে না তাদের হাশর হবে কাদের সাথে?

উত্তর : যারা সালাত আদায় করে না পরকালে তাদের হাশর হবে কারূন, ফেরআউন, হামান এবং উবাই ইবনে খালাফের সাথে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَالصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًاوَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفٍ ـ

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (র) থেকে বর্ণিত। একদা নবী করীম ﷺ সালাত প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, যে ব্যক্তি নিয়মিত সালাত আদায় করবে শেষ বিচার দিবসে সে সালাত তার জন্য আলো, প্রমাণ এবং নাজাতের উসীলা হয়ে দাঁড়াবে। আর যে ব্যক্তি নিয়মিত সালাত পড়বে না তার জন্য কোন আলো, প্রমাণ এবং মুক্তি হবে না। বরং শেষ বিচার দিবসে সে কারূন, ফেরআউন, হামান এবং উবাই ইবনে খালফের সাথেই উঠবে।

[সহীহ ইবনে হিব্বান-আরনাউত : চতুর্থ খণ্ড, হাদীস নং-১৪৬৭, মেশকাত শরীফ : ২/২১৫, হাদীস নং-৫৩১]

প্রশ্ন-১৩. ইসলাম ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর : ইসলাম ও কুফরের মধ্যকার পার্থক্য হলো সালাত।

عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ .

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী করীম ﷺ এরশাদ করেছেন, মুসলমান বান্দা এবং কুফরের মধ্যকার সীমা হলো সালাত ছেড়ে দেয়া। [মুখতাছারু সহীহি মুসলিম-শায়খ আলবানী : হাদীস নং-২০৪, মেশকাত শরীফ : ২/২১১, হাদীস নং-৫২৩]

প্রশ্ন-১৪. সালাতের জন্য সন্তানকে কখন শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে?

উত্তর : দশ বছর বয়স পর্যন্ত সন্তান সালাতে অভ্যস্ত না হলে তাদেরকে প্রয়োজনে শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُرُوْا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشَرِ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ .

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলাল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের ছেলেমেয়েরা সাত বছর বয়সে উপনীত হবে তখন তাদেরকে সালাতের হুকুম দাও। আর যখন দশ বছরে উপনীত হবে অথচ নিয়মিত সালাত আদায় করে না তখন তাদেরকে শাস্তি প্রয়োগ করে হলেও সালাতের জন্য বাধ্য কর। আর দশ বছরের সন্তানদেরকে পৃথক পৃথক বিছানার ব্যবস্থা কর। [সহীহু সুনানি আবিদাউদ : প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৪৬৫, মেশকাত শরীফ নং-৫২৬]

প্রশ্ন-১৫. আছরের সালাত আদায় করতে না পারার অপকারিতা কী?

উত্তর : কেবল আছরের সালাত আদায় করতে না পারা ব্যক্তির জন্য পরিবারবর্গ ও যাবতীয় ধন সম্পদ লুটে যাওয়ার নামান্তর।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَّذِىْ تَفُوْتُهٗ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلُهٗ وَمَالُهٗ .

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির আছরের সালাত ছুটে গেল তার যেন পরিবারবর্গ ও যাবতীয় ধন সম্পদ লুটে গেল। [মুত্তাফাকুন আলাইহি : হাদীস নং-৩৪০, মেশকাত শরীফ নং-৫৪৬]

প্রশ্ন-১৬. সালাতে গড়িমসি করার ভয়াবহ পরিণাম কী?

উত্তর : যারা সালাত আদায়ে গড়িমসি করবে শেষ বিচার দিবসে তাদের পাথর ছুড়ে মাথা ভেঙ্গে দেওয়া হবে।।

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى الرُّؤْيَا قَالَ اَمَّا الَّذِىْ يُثْلَغُ رَاسُهٗ بِالْحَجَرِ فَاِنَّهٗ يَاْخُذُ الْقُرْاٰنَ فَيَرْفِضُهٗ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ .

সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন কারীম মুখস্থ করে পরে ভুলে ফেলেছে, আর যে ব্যক্তি ফরজ সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে গেছে শেষ বিচার দিবসে উভয়কে পাথর ছুড়ে মাথা ভেঙ্গে দেয়া হবে। [সহীহ আল বুখারী : ১/৪৬৮, হাদীস নং-১০৭২]

প্রশ্ন-১৭. কোন কোন সালাতে মসজিদে না আসা মুনাফিকের আলামত?

উত্তর : এশা এবং ফজরের সালাতে মসজিদে না আসা মুনাফিকের আলামত।

প্রশ্ন-১৮. রাসূল ﷺ কাদের ঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন?

উত্তর : জামাতের সাথে যারা সালাত আদায় করে না, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের ঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ صَلٰوةٌ اَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَاَتَوْهُمَا وَلَوْحَبْوًا لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيْمُ ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ اٰخُذُ شُعَلًا مِّنْ نَّارٍ فَاُحْرِقُ عَلٰى مَنْ لَا يَخْرُجُ اِلَى الصَّلٰوةِ بَعْدُ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, মুনাফিকদের জন্য এশা ও ফজরের সালাতের চেয়ে কঠিন কোন সালাত নেই। তারা যদি এই দুই সালাতের কী মর্যাদা আছে জানতে পারতো, তবে হামাগুড়ি দিয়েও এই দুই সালাতে উপস্থিত হতো। আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, মুয়াজ্জিনকে আদেশ করব, সে ইক্বামত বলবে, এরপর একজনকে হুকুম দেব, সে মুসল্লীদের ইমামতি করবে, তারপর আমি অগ্নিশিখা হাতে নিয়ে সেই সকল মানুষের ঘর জ্বালিয়ে দিই যারা আযান-ইক্বামতের পরেও মসজিদে আসল না।

[মুত্তাফাকুন আলাই, আল লু'লুউ ওয়ার মারজান : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৩৮৩]

প্রশ্ন-১৯. কোন সালাত শেষ বিচার দিবসে ব্যর্থতার কারণ হবে?

উত্তর : সুন্নাতের খেলাফ আদায়কৃত সালাত শেষ বিচার দিবসে অসফলতার কারণ হবে।

প্রশ্ন-২০. শেষ দিবসে আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম কীসের হিসাব নিবেন?

উত্তর : শেষ বিচার দিবসে আল্লাহর অধিকারগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهٗ فَاِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ وَاِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَاِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شَيْئٌ قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اُنْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكْمِلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلٰى ذٰلِكَ .

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, শেষ বিচার দিবসে বান্দার কাছ থেকে সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেয়া হবে। যদি সালাত বিশুদ্ধ হয় তাহলে সে সফলকাম। আর যদি সালাত অশুদ্ধ হয়, তাহলে সে অসফলকাম। যদি বান্দার ফরজ ইবাদতে কোন প্রকরের ঘাটতি থাকে তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন : আমার বান্দার আমলনামায় কোন নফল ইবাদত আছে কীনা দেখ। যদি থাকে তাহলে নফল দিয়ে ফরজের ঘাটতি পূর্ণ করে দেয়া হবে। তারপর অবশিষ্ট আমলসমূহের হিসাবও এভাবে করা হবে।

[সহীহ্ সুনানে তিরমিজি : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৩৩৭]

مَسَائِلُ الطَّهَارَةِ

৬. তাহারাত বা পবিত্রতার মাসায়েল

প্রশ্ন-২১. স্ত্রী সহবাসের পর গোসল করা কী?

উত্তর : স্ত্রী সহবাসের পর গোসল করা ফরজ।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ .

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাসে মিলিত হয় তখন কোন বীর্য বের হোক বা না হোক উভয় অবস্থায় তার ওপর গোসল ফরজ হয়ে যায়।

[আললু'লু ওয়াল মারজান : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-১৯৯, মেশকাত শরীফ, নং-৩৯৬]

প্রশ্ন-২২. ফরজ গোসল করার নিয়ম কী?

উত্তর : জানাবত তথা ফরজ গোসলের মাসনূন নিয়ম হল এই–

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ اَصَابِعَهُ فِىْ اُصُوْلِ الشَّعْرِ ثُمَّ حَفَنَ عَلٰى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ اَفَاضَ عَلٰى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূল করীম ﷺ জানাবত তথা ফরজ গোসল করতেন, তখন প্রথমে তাঁর লজ্জাস্থান ধৌত করতেন অত:পর অযু করতেন। অতঃপর আঙ্গুলের সাহায্যে মাথার চুলের গোড়ায় পানি

পৌঁছাতেন। তারপর তিনবার মাথায় পানি ঢালতেন। অতঃপর গোটা দেহে পানি ঢালতেন। পরিশেষে উভয় পা ধৌত করতেন। [সহীহ মুসলিম : ২/৮৩, হাদীস নং-৬০৯]

প্রশ্ন-২৩. মজি বের হলে কি গোসল ফরজ?

উত্তর : মজি বের হলে গোসল ফরজ হয় না।

প্রশ্ন-২৪. কখন প্রত্যেক সালাতের জন্য নতুন করে ওযু করতে হয়?

উত্তর : রোগের কারণে সম্পূর্ণভাবে পবিত্রতা অর্জন সম্ভব না হলে তখন সে অবস্থাতেই সালাত আদায় করতে হবে। তবে প্রত্যেক সালাতের জন্য নতুন করে পুনরায় ওযু করতে হবে।

عَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَكُنْتُ اَسْتَحْيِ اَنْ اَسْاَلَ النَّبِىَّ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَاَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَاَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ.

আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মজি রোগে আক্রান্ত ছিলাম অর্থাৎ অধিক পরিমাণে মজি বের হত। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে আমার ভীষণ লজ্জা হত। কারণ তাঁর কন্যা ফাতেমা (রা) আমার স্ত্রী হিসেবে ছিল, অতএব আমি মেকদাদকে বললাম যেন রাসূল করীম ﷺ থেকে এ প্রসঙ্গে মাসআলা জিজ্ঞাসা করে। তিনি জিজ্ঞাসা করলে রাসূলে মাকবুল ﷺ বলেন, লজ্জাস্থানকে ধৌত করবে এবং ওযু করবে।

[মুসলিম শরীফ : ১/৭২, হাদীস নং-৫৮৬]

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ اَبِىْ حُبَيْشٍ كَانَتْ تَسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ اَسْوَدُ يُعْرَفُ فَاِذَا كَانَ ذٰلِكَ فَامْسِكِىْ عَنِ الصَّلاَةِ فَاِذَا كَانَ الْاٰخِرَ فَتَوَضَّئِىْ فَصَلِّىْ.

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফাতেমা বিনতে আবি হুবাইশ এস্তেহাজা রোগে আক্রান্ত ছিল। তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, হায়েজের রক্ত কাল রং দ্বারা

বুঝা যায়। সুতরাং হায়েজের রক্ত দেখা দিলে সালাত থেকে বিরত থাক। হায়েজ ব্যতীত অন্য রক্ত হলে তখন ওযু করে সালাত আদায় করতে হবে।

[সহীহ্ সুনানি নাসাঈ-তাহকীক : শায়খ আলবানী, প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-২৬৪]

প্রশ্ন-২৫. কারা মসজিদে যেতে পারবে কিন্তু থাকতে পারবে না?

উত্তর : হায়েজা তথা ঋতুবতী নারী এবং জুনুবী (অপবিত্র ব্যক্তি) মসজিদ অতিক্রম করতে পারবে কিন্তু মসজিদে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوِلِيْنِى الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالَتْ فَقُلْتُ اِنِّىْ حَائِضٌ فَقَالَ اِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِىْ يَدِكِ.

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার আমাকে বললেন, মসজিদ থেকে আমার জায়নামাযটি নিয়ে এস! আমি বললাম, 'আমিতো ঋতুবতী'। রাসূলে মাকবুল ﷺ বললেন, 'তোমার হায়েজ তো তোমার হাতে নয়। [মুসলিম শরীফ (আরবী-বাংলা) : ২/৬৯, হাদীস নং-৫৮০]

عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ : كَانَ اَحَدُنَا يَمُرُّ فِى الْمَسْجِدِ جُنُبًا مُجْتَزًا.

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জানাবত বা অপবিত্র অবস্থায় মসজিদ অতিক্রম করে যেতাম। [মুনতাকাল আখবার : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৩৯১]

প্রশ্ন-২৬. প্রস্রাব-পায়খানার সময় পর্দা করা কী?

উত্তর : প্রস্রাব-পায়খানার হাজত পূরণের সময় পর্দা করা আবশ্যক।

عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهٗ حَتّٰى يَدْنُوْ مِنَ الْاَرْضِ.

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন প্রয়োজন পূরণের জন্য বসতেন, তখন জমির নিকটে গিয়ে কাপড় উঠাতেন।

[সহীহ্ সুনানে তিরমিজী : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-১৩]

عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ الْبَرَازَ انْطَلَقَ حَتّٰى لاَ يَرَاهُ اَحَدٌ.

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হাজত পূরণের জন্য পেশাব পায়খান করার ইচ্ছা করতেন তখন বসতি থেকে অনেক দূরে যেতেন যেন কেউ না দেখে। [সহীহ্ সুনানি আবীদাউদ : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-২]

প্রশ্ন-২৭. প্রস্রাবে অসতর্ক থাকার পরিণাম কী?

উত্তর : প্রস্রাব থেকে অসতর্কতা অবলম্বন শাস্তির কারণ হয়ে থাকে।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ فِى الْبَوْلِ فَاسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রস্রাবের কারণেই অধিকাংশ কবরে আযাব হবে, সুতরাং তা থেকে বেঁচে থাকো।

[সহীহ্ তারগীব ওয়াত তারহীব-শায়খ আলবানী, প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-১৫২]

প্রশ্ন-২৮. ডান হাত দ্বারা শৌচ করা কি বৈধ?

উত্তর : ডান হাত দ্বারা শৌচ করা নিষেধ।

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَمُسَّنَّ اَحَدُكُمْ ذَكَرَهٗ بِيَمِيْنِهٖ وَهُوَ يَبُوْلُ وَلاَيَتَمَسَّحُ مِنَ الْخَلاَءِ بِيَمِيْنِهٖ وَلاَ يَتَنَفَّسُ فِى الْاِنَاءِ.

আবু কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'পেশাব করার সময় কেউ ডান হাত দিয়ে নিজের পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করবে না এবং ডান হাত দ্বারা শৌচও করবে না, আর (কোন কিছু পান করার সময়) পাত্রে শ্বাস ফেলবে না।

[মুসলিম শরীফ (আরবী-বাংলা, ইসলামী ফাউন্ডেশন) : ১/৩৭, হাদীস নং-৫০৪]

প্রশ্ন-২৯. বাথরুমে প্রবেশের দোয়া কী?

উত্তর : বাথরুম তথা শৌচাগারে প্রবেশ করার সময় এই দোয়া পাঠ করা সুন্নাত।

عَنْ اَنَسْ بِنِ مَالِكَ (رضى) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন শৌচাগারে প্রবেশ করতেন তখন এই দোয়া পাঠ করতেন, হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট অপবিত্র জ্বীন নর ও নারীর (অনিষ্ট) হতে আশ্রয় চাই।

[আললু'লুউ ওয়াল মারজান : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-২১১, মুসলিম, শরীফ : নং-৭১৫]

প্রশ্ন-৩০. বাথরুম থেকে বের হওয়ার দোয়া কী?

উত্তর : শৌচাগার থেকে বের হওয়ার সময় এই দোয়া পাঠ করা সুন্নাত।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ غُفْرَانَكَ.

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ যখন শৌচাগার থেকে বের হতেন তখন বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

[সহীহ্ সুনানি আবীদাউদ : প্রথম খণ্ড, নং-২৩, মেশকাত শরীফ, নং-৩৩২]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبْ عَنِّى الْاَذَى وَعَافَانِىْ ـ

বি: দ্র: সমাজে প্রচলিত এই দোয়াটি যঈফ সনদে বর্ণিত হয়েছে। [মিশকাত]

اَلْوُضُوْءُ وَالتَّيَمُّمُ

৭. ওযু ও তায়াম্মুমের মাসায়েল

প্রশ্ন-৩১. ওযুর শুরুতে কি পড়তে হয়?

উত্তর : ওযু করার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' পড়া আবশ্যক।

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاوُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ.

সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ওযুর পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' পড়েনি তার (পরিপূর্ণ) ওযু হবে না।

[সহীহ্ সুনানে তিরমিজী, প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-২৪, তিরমিজী (আরবী-বাংলা) নং-২৫]

প্রশ্ন-৩২. ওযুর শুরুতে প্রচলিত নিয়ত করা কী হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?

উত্তর : ওযুর পূর্বে নিয়তের প্রচলিত শব্দ (نَوَيْتُ اَنْ اَتَوَضَّاَ) হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। সুতরাং তা পড়া বেদআত

প্রশ্ন-৩৩. ওযুর সুন্নাত পন্থা কী?

উত্তর : ওযুর সুন্নত পন্থা নিম্নরূপ–

عَنْ حُمْرَانَ اَنَّ عُثْمَانَ (رضى) دَعَا بِوَضُوْءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهٗ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ الْيُسْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَاْسَهٗ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى إِلَى

الْـكَعْـبَـيْـنِ ثَـلاَثَ مَـرَّاتٍ ثُـمَّ الْـيُـسْـرٰى مِـثْـلَ ذٰلِـكَ ثُـمَّ قَـالَ رَاَيْـتُ رَسُـوْلَ الـلّٰـهِ ﷺ تَـوَضَّـأَ نَـحْـوَ وُضُـوْئِـىْ هٰـذَا.

হুমরান বর্ণনা করেন যে, উসমান (রা) ওযুর জন্য পানি নিলেন এবং প্রথমে কব্জি পর্যন্ত উভয় হাত তিন তিনবার ধৌত করলেন। তারপর কুলি করলেন। এরপর নাকে পানি দিলেন এবং উত্তমরূপে পরিষ্কার করলেন। তারপর তিনবার মুখ ধৌত করলেন। তারপর কনুই পর্যন্ত প্রথমে ডান ও পরে বাম হাত তিনি তিন বার ধৌত করলেন। তারপর মাথাহ মাসেহ করলেন। অতপর টাখনু তথা ছোট গিরাসহ প্রথমে ডান পরে বাম পা তিন তিন বার ধৌত করলেন। তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এভাবেই ওযু করতে দেখেছি।

[মুসলিম শরীফ : ২/৩, হাদীস নং-৪২৯]

প্রশ্ন-৩৪. ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো কতবার ধোয়া বৈধ?

উত্তর : ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো এক থেকে তিনবার পর্যন্ত ধোয়া জায়েয। এর চেয়ে অধিক ধুইলে গুনাহ্ হবে।

عَـنْ اِبْـنِ عَـبَّـاسٍ (رضـى) قَـالَ تَـوَضَّـأَ الـنَّـبِـىُّ ﷺ مَـرَّةً مَـرَّةً.

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী করীম (রা) ওযু করার সময় ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো একবার একবার ধৌত করেছিলেন।

[সহীহ্ আল বুখারী : ১/১১০, হাদীস নং-১৫৪]

عَـنْ عَـبْـدِ الـلّٰـهِ بـنِ زَيْـدٍ (رضـى) اَنَّ الـنَّـبِـىَّ ﷺ تَـوَضَّـأَ مَـرَّتَـيْـنِ مَـرَّتَـيْـنِ.

আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ওযুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো দুই দুইবার ধৌত করেছেন। [সহীহ আল বুখারী : ১/১১০, হাদীস নং-১৫৫]

عَـنْ عَـمْـرِوبْـنِ شُـعْـيـبٍ عَـنْ اَبِـيْـهِ عَـنْ جَـدِّهٖ (رضـى) قَـالَ جَـاءَ اَعْـرَابِـىٌّ اِلٰـى رَسُـوْلِ الـلّٰـهِ ﷺ يَـسْـاَلُـهٗ عَـنِ الْـوُضُـوْءِ، فَـاَرَاهُ ثَـلاَثًـا وقَـالَ هٰـذَا الْـوَضُـوْءُ، فَـمَـنْ زَادَ عَـلٰـى هٰـذَا فَـقَـدْ اَسَـاءَ وتَـعَـدّٰى وَظَـلَـمَ.

আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রা) থেকে বর্ণিত, এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ-এর কাছে ওযু করার নিয়ম জানতে চাইল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে তিন তিনবার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করে ওযুর নিয়ম দেখালেন। তারপর বললেন, এই হলো ওযু। যে ব্যক্তি এর চেয়ে অতিরিক্ত করবে সে অনিয়ম, সীমাতিক্রম ও অন্যায় করবে।

[সহীহ্ সুনানে ইবনে মাজা : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৩৩৯, মেশকাত নং-৩৮৩]

প্রশ্ন-৩৫. ওযু করার সময় নাকে পানি পৌঁছানোর নিয়ম কী?

উত্তর : সিয়াম ব্যতীত ওযু করার সময় উত্তমরূপে নাকে পানি পৌঁছাতে হবে।

প্রশ্ন-৩৬. ওযুর সময় হাত ও পায়ের আঙ্গুল এবং দাড়ি খেলাল করা কী?

উত্তর : ওযুর সময় উভয় হাত ও উভয় পায়ের আঙ্গুলগুলো এবং দাঁড়িতে খেলাল করা সুন্নাত।

عَنْ لَقِيْطِ بْنِ صَبُرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْاَصَابِعِ وَبَالِغْ فِى الْاِسْتِنْشَاقِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا.

লকীত ইবনে ছাবুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, ভালভাবে ওযু কর, হাত পায়ের আঙ্গুলগুলো খেলাল কর। আর যদি রোজা না হয় তাহলে উত্তরমরূপে নাকে পানি পৌঁছাও।

[সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-১২৯]

عَنْ عُثْمَانَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهٗ فِى الْوُضُوْءِ .

উসমান (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ওযু করার সময় দাঁড়িকে খেলাল করতেন। [সহীহ্ সুনানে তিরমিজি, প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-২৮]

প্রশ্ন-৩৭. শুধুমাত্র মাথার চতুর্থাংশ মাসেহ্ করা কি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?

উত্তর : শুধু চতুর্থাংশ মাথা মাসেহ্ করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

প্রশ্ন-৩৮. ঘাড় মাসেহ্ করা কি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?

উত্তর : ঘাড় মাসেহ্ করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

প্রশ্ন-৩৯. মাথা মাসেহ করার নিয়ম কী?

উত্তর : মাথা মাসেহ এর মসনূন পন্থা–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ (رضى) فِىْ صِفَةِ الْوَضُوْءِ قَالَ مَسَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَأْسَهٗ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ بَدَاَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهٖ حَتّٰى ذَهَبَ بِهِمَا اِلٰى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا اِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ بَدَاَ مِنْهُ.

আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) ওযুর বর্ণনা প্রদান করতে গিয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'হাত দিয়ে মাথা মাসেহ করলেন, উভয় হাত সামনে পেছনে টেনে। আরম্ভ করলেন মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে এবং নিয়ে গেলেন ঘাড় পর্যন্ত। তারপর যেখান থেকে আরম্ভ করেছিলেন সেখানে ফিরিয়ে আনলেন।

[সহীহ আল বুখারী : ১/১২০, হাদীস নং-১৮০]

প্রশ্ন-৪০. মাথার সাথে কানও মাসাহ করতে হয় কি?

উত্তর : মাথার সাথে কান মাসাহ করা আবশ্যক।

প্রশ্ন-৪১. কান মাসাহ করার নিয়ম কী?

উত্তর : কানের মাসাহ এর মাসনুন পন্থা হলো

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ (رضى) فِىْ صِفَةِ الْوُضُوْءِ قَالَ ثُمَّ مَسَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِرَأْسِهٖ وَاُذُنَيْهِ بَاطِنَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ وَظَاهِرَهُمَا بِاِبْهَامَيْهِ.

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ওযুর বিবরণে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা মাসেহ করলেন এবং শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে কানের ভিতর ও বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে কানের বাহির মাসেহ করলেন। [সহীহ সুনান আল নাসাঈ, প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৯৯]

প্রশ্ন-৪২. ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর মধ্যে কোন অংশ শুকনা থাকলে ওযু হবে?

উত্তর : ওযুর অঙ্গগুলোর মধ্যে কোন অংশ শুকনো থাকলে ওযু হবে না।

عَنْ أَنَسٍ (رضى) قَالَ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً وَفِيْ قَدَمِهِ مِثْلُ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ . فَقَالَ : اِرْجِعْ فَاَحْسِنْ وَضُوْءَكَ .

আনাস বিন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে ওযু করার সময় তাঁর পায়ে নখ পরিমাণ জায়গায় পানি পৌঁছেনি। তখন তাকে বললেন, যাও পুনরায় ওযু করে আস।

[সহীহু সুনানি আবু দাউদ : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-১৫৮]

প্রশ্ন-৪৩. মিসওয়াকের গুরুত্ব কী?
উত্তর : নবী করীম ﷺ প্রত্যেক ওযুর সময় মিসওয়াক করার উৎসাহ প্রদান করেছেন।

প্রশ্ন-৪৪. মিসওয়াকের দৈর্ঘ্য কতটুকু হওয়া উচিত?
উত্তর : মিসওয়াকের দৈর্ঘ্য নির্ণয় হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْلاَ اَنْ أَشُقَّ عَلٰى أُمَّتِىْ لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ .

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ইরশাদ করেছেন, যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টের কারণ না হত তাহলে আমি প্রত্যেক সালাতের সাথে মিসওয়াকের হুকুম করতাম। [সহীহ্ সুনান আল নাসায়ী : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৭]

প্রশ্ন-৪৫. ওযুর সময় পরিহিত জুতা ও মোজার ওপর মাসেহ করা কি বৈধ?
উত্তর : ওযুর সাথে পরিহিত জুতা, মোজা এবং জাওরাবের উপর মাসেহ করা বৈধ।

প্রশ্ন-৪৬. মুকীম ও মুসাফিরের জন্য মাসেহ-এর সময়সীমা কী?
উত্তর : মাসেহ এর সময় সীমা মুকীমের জন্য একদিন এক রাত, আর মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ (رضى) قَالَ جَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَّلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ، يَعْنِىْ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলে করীম ﷺ মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাতের অনুমতি দিয়েছিলেন, আর মুকীমের জন্য একদিন এক রাতের অনুমতি দিলেন। [মুসলিম]

প্রশ্ন-৪৭. জুনুবী বা অপবিত্র এর জন্য মাসেহ-এর সময়সীমা কী?

উত্তর : জুনুবী তথা দেহ্ অপবিত্র হয়ে গেলে মাসেহ এর সময় শেষ হয়ে যায়।

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رضى) قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِىُّ ﷺ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ ـ

মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওযু করার সময় মোজা ও জুতায় মাসেহ করেছিলেন।

[সহীহ সুনান আল নাসায়ী : প্রথম খন্ড, হাদীস নং-১২১; মেশকাত-৪৮৮]

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا اَنْ لاَّ نُنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَّلَيَالِيْهِنَّ اِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَّلٰكِنْ مِّنْ غَائِطٍ وَّبَوْلٍ وَّنَوْمٍ ـ

ছফওয়ান ইবনে আসসাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা সফরে (ভ্রমণে) থাকতাম তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তিনদিন তিনরাত মৌজা পরিধান করে রাখার আদেশ করতেন। পায়খানা প্রস্রাব বা তন্দ্রায় এই আদেশের পরিবর্তন হত না। তবে জানাবাত তথা স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি কোন কারণে দেহ অপবিত্র হয়ে গেলে তখন মৌজা খুলে ফেলার হুকুম দিতেন।

[সহীহ্ সুনানে তিরমিজি : প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৮৩, মেশকাত-৪৮৫]

প্রশ্ন-৪৮. এক ওযু দ্বারা কি একের অধিক সালাত পড়া যায়?

উত্তর : এক ওযু দ্বারা কয়েক সালাত পড়া যায়।

عَنْ بُرَيْدَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوْءٍ وَّاحِدٍ ـ

বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতহে মক্কা তথা মক্কা বিজয়ের দিবসে এক ওযু দ্বারা কয়েক সালাত পড়েছেন। [মুসলিম শরীফ : ২/৪৯, হাদীস নং-৫৩৩]

প্রশ্ন-৪৯. পানি পাওয়া না গেলে ওযুর পরিবর্তে কী করতে হবে?

উত্তর : পানি পাওয়া না গেলে ওযুর পরিবর্তে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করা চাই।

প্রশ্ন-৫০. ওযু বা গোসলের জন্য কি আলাদাভাবে তায়াম্মুম করতে হবে?

উত্তর : ওযু বা গোসল অথবা একসাথে উভয়ের জন্য একবার তায়াম্মুম যথেষ্ট।

প্রশ্ন-৫১. তায়াম্মুমের নিয়ম কী?

উত্তর : তায়াম্মুমের সুন্নাত পন্থা–

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسَرٍ (رضى) قَالَ بَعَثَنِى النَّبِىُّ ﷺ فِىْ حَاجَةٍ فَاَجْنَبْتُ فَلَمْ اَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِى الصَّعِيْدِ كَمَا تَتَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ ذٰلِكَ. فَقَالَ : اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ اَنْ تَقُوْلَ بِيَدَيْكَ هٰكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْاَرْضَ ضَرْبَةً وَّاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِيْنِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ -

আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ আমাকে কোন এক কাজে পাঠিয়েছিলেন, তথায় আমার স্বপ্নদোষ হয়েছিল। আমি কোথাও পানি পাইনি। এ অবস্থায় আমি গোসলের জন্য তায়াম্মুমের নিয়তে চতুষ্পদ জন্তুর মত কয়েকবার এদিক সেদিক মাটিতে গড়াগড়ি করলাম। অতঃপর নবী করীম ﷺ-এর নিকট ঘটনা খুলে বললাম, নবী করীম ﷺ আমাকে বললেন, তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট হয়ে যেত যে, পবিত্র মাটিতে একবার হাত মেরে উভয় হাত এবং মুখমণ্ডলকে মাসেহ্ করে ফেলতে। অতঃপর রাসূল ﷺ তা করে দেখালেন। [মুসলিম শরীফ : ২/১২৯, হাদীস নং-৭০৩]

প্রশ্ন-৫২. ওযুর শেষে কী করা উচিত?

উত্তর : ওযুর শেষে নিম্নলিখিত দোয়া পড়া সুন্নাত।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ يَّتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ

اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اِلاَّ فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةَ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ ـ

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি যথাযথভাবে ওযু করে এই দোয়া পাঠ করবে–

উচ্চারণ : আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু ওয়াআশহাদু আন্না মুহাম্মদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই, তার কোন শরীক নেই। আর আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের আটটি দরজা উম্মুক্ত খোলা থাকবে। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা করে তা দিয়েই প্রবেশ করতে পারবে।

[সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ, সহীহু সুনানে তিরমিজি : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৪৮]

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ـ

আল্লাহুম্মাজয়ালনী মিনাত তাওয়াবীনা ওয়াজআলনী মিনাল মুতাতহহিরীন।

(তিরমিযী হাদীস নং ৫৫)

প্রশ্ন-৫৩. ওযুর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গ ধৌতকালীন বিভিন্ন দোয়া পড়া কি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?

উত্তর : ওযুর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার সময় বিভিন্ন দোয়া পাঠ করা বা কালিমা শাহাদাত পাঠ করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

প্রশ্ন-৫৪. ওযুর পর অপ্রয়োজনীয় কথা বলা কি ঠিক?

উত্তর : ওযু করার পর বেহুদা কথাবার্তা বা অপ্রয়োজনীয় কার্যাদি থেকে বিরত থাকা চাই।

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّاَ اَحَدُكُمْ فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهٗ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا اِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ فَاِنَّهٗ فِى الصَّلاَةِ ـ

কাআব ইবনে উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ ওযু করে মসজিদের দিকে রওয়ানা করবে, তখন

রাস্তায় আঙ্গুলের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে চলবে না। কারণ ওযু করার পর সে সালাতের অবস্থায় থাকে। [সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ, প্রথম খণ্ড, হা: নং-৫২৬, মেশকাত নং-৯২৯]

প্রশ্ন-৫৫. ঘুমের কারণে কি ওযু নষ্ট হয়?

উত্তর : হেলান দেয়া ব্যতীত ঘুম বা তন্দ্রা আসলে তাতে ওযু বা তায়াম্মুম নষ্ট হবে না।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى عَهْدِهٖ يَنْتَظِرُوْنَ الْعِشَاءَ حَتّٰى تَخْفُقَ رُؤُوْسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّوْنَ وَلَا يَتَوَضَّؤُوْنَ.

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী করীম ﷺ-এর যুগে ছাহাবাযে কেরাম (রা) এশার সালাতের জন্য অপেক্ষা করতে করতে তাঁদের ঘুম চলে আসত। তখন তারা দ্বিতীয়বার ওযু করা ছাড়া সালাত আদায় করে ফেলতেন। [সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ, প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-১৮৩, মেশকাত নং-২৯৪]

প্রশ্ন-৫৬. মজি কী? মজি বের হলে কি ওযু নষ্ট হবে?

উত্তর : স্বাভাবিক অবস্থায় উত্তেজনা ছাড়া যে বীর্য বের হয় তাকে মজি বলা হয়। মজি বের হলে ওযু নষ্ট হয়ে যাবে।

عَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَكُنْتُ أَسْتَحْيِيْ أَنْ أَسْئَلَ النَّبِيَّ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهٖ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدَ فَسَأَلَهٗ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهٗ وَيَتَوَضَّأُ.

আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বেশী বেশী মজি বের হত। নবী করীম ﷺ-এর নিকট এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে আমার লজ্জা হত। কেননা তাঁর কন্যা আমার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। তাই আমি মেকদাদকে নবী করীম ﷺ-এর নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করার জন্য বললাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, জবাবে রাসূল করীম ﷺ বললেন, লজ্জাস্থান ধৌত করে ফেলবে এবং ওযু করবে। [মুখতাছারু মুসলিম আলবানী : হাদীস নং-১৪৪, মেশকাত নং-২৮২]

প্রশ্ন-৫৭. পেট থেকে গ্যাস বের হলে কি ওযু নষ্ট হবে?

উত্তর : বাতকর্ম হলে ওযু নষ্ট হয়ে যাবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَوَضُوْءَ اِلاَّ مِنْ صَوْتٍ اَوْرِيْحٍ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যতক্ষণ শব্দ হবে না বা গন্ধ হবে না ততক্ষণ পুনরায় ওযু করতে হয় না।

[সহীহ্ সুনানে তিরমিজি : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৬৪, মেশকাত নং-২৮৯]

প্রশ্ন-৫৮. পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে কি ওযু নষ্ট হবে?

উত্তর : পোশাকের আড়াল ব্যতীত পুরুষাঙ্গে হাত লাগালে ওযু নষ্ট হয়ে যায়।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَفْضٰى بِيَدِهٖ لَيْسَ دُوْنَهٗ سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوَضُوْءَ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পোশাকের আড়াল ব্যতীত নিজের পুরুষাঙ্গে হাত লাগাবে তার জন্য ওযু ওয়াজিব। [নায়লুল আউতার : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-২৫৫]

প্রশ্ন-৫৯. কোন সন্দেহের কারণে কি ওযু নষ্ট হয়?

উত্তর : কেবল সন্দেহের কারণে ওযু নষ্ট হয় না।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ فِى بَطْنِهٖ شَيْئًا فَاَشْكَلَ عَلَيْهِ اَخَرَجَ مِنْهُ شَىْءٌ اَمْ لاَ ؛ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدُ رِيْحًا ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল করীম ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ পেটে কোন অসুবিধা বোধ করে বা বাতাস বের হয়েছে কীনা সে বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে তাহলে যতক্ষণ দুর্গন্ধ না পাবে বা কোন শব্দ না শুনবে ততক্ষণ পর্যন্ত পুনরায় ওযুর উদ্দেশে মসজিদ থেকে বের হবে না।

[মুখতাছারু মুসলিম-আলবানী : হাদীস নং-১৫০, মেশকাত নং-২৮৫]

প্রশ্ন-৬০. রান্না করা খাবার খেলে কি ওযূ নষ্ট হবে?

উত্তর : আগুনে রান্না করা খাবার আহার করলে ওযূ ভঙ্গ হবে না। তবে উটের গোস্ত খাওয়ার পর ওযূ করা উত্তম।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رضى) اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ اِنْ شِئْتَ تَوَضَّأ وَاِنْ شِئْتَ فَلاَتَتَوَضَّأ. قَالَ اَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْاِبِلِ ؟ قَالَ : نَعَمْ تَوَضَّأْ مِنْ لُحُوْمِ الْاِبِلِ -

জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল করীম ﷺ-এর নিকট (মাসয়ালা জানার উদ্দেশে) জিজ্ঞাসা করলেন, ছাগলের গোস্ত ভক্ষণ করলে আমাদেরকে ওযূ করতে হবে কি? জবাবে রাসূলে করীম ﷺ বললেন, করতেও পার এবং নাও করতে পার। তারপর জিজ্ঞাসা করল, তাহলে উটের গোস্ত ভক্ষণ করলে কি ওযূ করতে হবে? তখন রাসুলে মাকবুল ﷺ বললেন, হ্যাঁ, উটের গোস্ত ভক্ষণ করে ওযূ কর। [মুখতাছারু মুসলিম-আলবানী : হাদীস নং-১৪৬, মেশকাত নং-২৮৪]

প্রশ্ন-৬১. সালাত অবস্থায় কারো ওযূ নষ্ট হলে কী করা উচিত?

উত্তর : কোন মুক্তাদির ওযূ নষ্ট হলে তাকে নাকে হাত দিয়ে মসজিদ থেকে বের হতে হবে এবং নতুনভাবে ওযূ করে সালাত আদায় করতে হবে।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَحْدَثَ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَتِهِ فَلْيَاْخُذْ بِاَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ -

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি সালাতাবস্থায় তোমাদের কারো ওযূ ভঙ্গ হয় তাহলে তাকে নাকে হাত দিয়ে বের হতে হবে এবং পুনরায় নতুনভাবে ওযূ করে আসতে হবে।

[সহীহু সুনানে আবু দাউদ, প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৯৮৫, মেশকাত নং-৯৪২]

প্রশ্ন-৬২. ওযুর পর নফল সালাত পড়া কী?

উত্তর : ওযুর পর দুই রাকাত নফল সালাত আদায় করা মুস্তাহাব।

প্রশ্ন-৬৩. তাহিয়্যাতুল ওযুর বিশেষ ফযীলত কী?

উত্তর : তাহিয়্যাতুল ওযু জান্নাতে প্রবেশকারী আমল।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِبِلاَلٍ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ يَابِلاَلُ حَدِّثْنِىْ بِاَرْجٰى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِى الْاِسْلاَمِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدِىْ فِى الْجَنَّةِ . قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً اَرْجٰى عِنْدِىْ اَنِّىْ لَمْ اَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِىْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَّلاَ نَهَارٍ اِلاَّ صَلَّيْتُ بِذٰلِكَ الطُّهُوْرِ مَا كَتَبَ لِىْ اَنْ اُصَلِّىَ .

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা ফজরের সালাতের পর বেলাল (রা) থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে বেলাল! ইসলাম গ্রহণ ছাড়া কোন নফল আমলের ওপর তোমার বড় আশা হয় যে, তোমায় ক্ষমা করে দেয়া হবে? কেননা আমি বেহেশতে আগে আগে তোমার চলার আওয়াজ শ্রবণ করেছি। বেলাল (রা) বলেন, আমি এর চেয়ে বেশী আশান্বিত কোন আমল করিনি যে, দিবারাত্র যখনই ওযু করি তখন যা তৌফিক হয় সালাত আদায় করি।

[বুখারী শরীফ : ১/৪৭০, হাদীস নং-১০৭৮]

اَلسَّتَرُ

৮. সতর সম্পর্কিত মাসায়েল

প্রশ্ন-৬৪. একটি কাপড় পরিধান করে সালাত আদায়ের শর্ত কী?

উত্তর ঃ কেবলমাত্র একটি কাপড় পরিধান করেও সালাত আদায় করতে পারবে। তবে কাঁধ ঢাকা থাকা জরুরী।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيُصَلِّيَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلٰى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَىْءٌ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ এক কাপড় পরিধান করে সালাত পড়বে না, যদি কাঁধ ঢাকা না থাকে। [মুসলিম শরীফ : ২/২৮৯, হাদীস নং-১০৩২]

প্রশ্ন-৬৫. মুখ ঢাকা অবস্থায় সালাত আদায় করা কি যাবে?

উত্তর : সালাত অবস্থায় মুখ ঢেকে রাখা নিষেধ।

প্রশ্ন-৬৬. কাধের উপর চাদর ঝুলিয়ে সালাত আদায় কী বৈধ?

উত্তর : সালাতাবস্থায় দু'কান খোলা রেখে কাঁধের উপর দিয়ে চাদর ঝুলিয়ে রাখা নিষেধ। এটাকে আরবীতে 'সদল' বলা হয়।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ السَّدْلِ فِى الصَّلاَةِ وَاَنْ يُّغَطِّىَ الرَّجُلُ فَاهُ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ সলাতে 'সদল' করা এবং মুখ ঢেকে রাখা থেকে নিষেধ করেছেন।

[সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৫৯৭, মেশকাত শরীফ : ২/৩১৭, হাদীস নং-৭০৮]

প্রশ্ন-৬৭. টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করা কী বৈধ?

উত্তর : পায়জামা, সালোয়ার, জুব্বা, প্যান্ট ও লুঙ্গী ইত্যাদি পায়ের গোড়ালির নীচে যাওয়া নিষেধ।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْاِزَارِ فَفِى النَّارِ ـ

আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, লুঙ্গীর যে অংশ গোড়ালীর নীচে যাবে তা জাহান্নামে যাবে।

[সহীহ্ আল বুখারী : ৫/৩৬৫, হাদীস নং-৫৩৬২]

প্রশ্ন-৬৮. সালাতের সময় নারীদের জন্য মাথায় কাপড় রাখা কী বাধ্যতামূলক?

উত্তর : মাথায় চাদর বা মোটা ওড়না না রাখলে নারীদের সালাত হয় না।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ اِلاَّ بِخِمَارٍ ـ

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যুবতী বা প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলার সালাত ওড়না ছাড়া শুদ্ধ হবে না।

[সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৫৯৬]

مَسَاجِدُ وَمَوْضِعُ الصَّلَاةِ

৯. মসজিদ এবং সালাতের স্থানসমূহ প্রসঙ্গে মাসায়েল

প্রশ্ন-৬৯. কাদের জন্য আল্লাহ বেহেশতে ঘর নির্মাণ করে রাখেন?

উত্তর : যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশতে ঘর নির্মাণ করে রাখেন।

عَنْ عُثْمَانَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ ـ

উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর (সন্তুষ্টির) উদ্দেশে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য বেহেশতে ঘর নির্মাণ করে রাখবেন। [মুসলিম শরীফ : ২/৩০৫, হাদীস নং-১০৭০, বুখারী]

প্রশ্ন-৭০. মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা ও তাকে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখার কোন নির্দেশ আছে কী?

উত্তর : রাসূল ﷺ মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা, তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধীময় রাখার জন্য আদেশ করেছেন।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِى الدُّوْرِ وَاَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ ـ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জায়গায় জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা এবং তাকে পরিষ্কার ও সুগন্ধিময় রাখার আদেশ করেছেন।

[সহীহু সুনানে আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৪৩৬]

প্রশ্ন-৭১. বিভিন্ন রংয়ের নকশা দ্বারা মসজিদ সজ্জিত করা কি ভাল কাজ?

উত্তর : মসজিদ নির্মাণকালে বিভিন্ন রংয়ের নকশা দ্বারা সজ্জিত করা অপছন্দনীয় কাজ।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اُمِرْتُ بِتَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ -

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমাকে রঙ-বেরঙের নকশা দিয়ে মসজিদ সজ্জিত করার আদেশ করা হয়নি। [সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৪৩১]

প্রশ্ন-৭২. নকশাযুক্ত জায়নামাজে সালাত আদায় করা কি বৈধ?

উত্তর : বিভিন্ন ধরনের কড়াইকৃত এবং নকশাযুক্ত জায়নামাজে সালাত পড়া অপছন্দনীয়।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى فِىْ خُمَيْصَةٍ لَهَا اَعْلاَمٌ فَنَظَرَ اِلٰى اَعْلاَمِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اذْهَبُوْا بِخُمَيْصَتِىْ هٰذِهِ اِلٰى اَبِىْ جَهْمٍ وَاْتُوْنِىْ بِاَنْبِجَانِيَّةِ اَبِىْ جَهْمٍ فَاِنَّهَا اَلْهَتْنِىْ اٰنِفًا عَنْ صَلاَتِىْ -

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একদা একটি নকশাকৃত চাদরে সালাত আদায় করেন। সালাত আদায়ের সময় নকশার দিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দৃষ্টি পড়ল। সালাত আদায়ের পর খাদেমকে ডেকে বললেন, এই চাদরটি আবু জাহমের নিকট নিয়ে যাও এবং তার নিকট যে সাধারণ চাদরটি আছে তা নিয়ে আস। কেননা এ চাদরটি আমাকে সালাত থেকে ফিরিয়ে রেখেছে। [সহীহ্ আল বুখারী : ১/১৯৫, হাদীস নং-৩৬০]

প্রশ্ন-৭৩. মসজিদের দেখা-শুনা করা কী?

উত্তর : মসজিদকে পরিষ্কার রাখা এবং ঠিকমত তদারকি করা সুন্নাত।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى بَصَاقًا فِىْ جِدَارِ الْقِبْلَةِ اَوْ مُخَاطًا اَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ ـ

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ একদা মসজিদে সামনের দেয়ালে থুথু অথবা শিকনি (শ্লেষা) দেখলেন, তখন তিনি তা ঘষে পরিষ্কার করে দিলেন। [মুসলিম শরীফ : ২/৩২৬, হাদীস নং-১১০৭]

প্রশ্ন-৭৪. আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ও অপ্রিয় স্থান কোনটি?

উত্তর : আল্লাহ্ তায়ালার নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান মসজিদ এবং সর্বনিকৃষ্ট স্থান বাজার।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ الْبِلاَدِ اِلَى اللّٰهِ مَسَاجِدُهَا وَاَبْغَضُ الْبِلاَدِ اِلَى اللّٰهِ اَسْوَاقُهَا ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় স্থান হলো মসজিদ আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান হচ্ছে বাজার। [মুসলিম শরীফ : ২/৪৬৩, হাদীস নং-১৪০০]

প্রশ্ন-৭৫. কাঁচা রসুন অথবা পিঁয়াজ খেয়ে মসজিদে প্রবেশ করা কি ঠিক?

উত্তর : মসজিদে আসার পূর্বে কাঁচা রসুন অথবা পিঁয়াজ না খাওয়া চাই।

عَنْ جَابِرٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَكَلَ ثُوْمًا اَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا اَوْ قَالَ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِىْ بَيْتِهٖ ـ

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলূল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কেউ রসুন এবং পিঁয়াজ খেলে আমাদের থেকে যেন দূরে থাকে অথবা সে যেন আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে কিংবা বাড়ীতে অবস্থান করে। [বুখারী শরীফ : ১/৩৬৪, হাদীস নং-৮০৬]

প্রশ্ন-৭৬. তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করা কী?

উত্তর : মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ (নফল সালাত) আদায় করা মুস্তাহাব।

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَّجْلِسَ ـ

কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে তখন বসার পূর্বে দু'রাকাত সালাত আদায় করবে।

[বুখারী শরীফ : ১/৪৭৫, হাদীস নং-১০৮৯]

প্রশ্ন-৭৭. মসজিদে কোন ধরনের আলোচনা নিষিদ্ধ?

উত্তর : মসজিদে ব্যবসায়িক বা অন্যান্য জাগতিক আলাপ আলোচনা নিষিদ্ধ।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ اَوْيَبْتَاعُ فِى الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوْا لاَ اَرْبَحَ اللّٰهُ تِجَارَتَكَ وَاِذَا رَاَيْتُمْ مَنْ يَّنْشُدُ فِيْهِ ضَالَّةً فَقُوْلُوْا لاَ رَدَّ اللّٰهُ عَلَيْكَ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে মসজিদে কেনাকাটা করতে দেখবে তখন বল, 'আল্লাহ তায়ালা তোমার ব্যবসাকে লাভবান না করুন। আর যখন কোন ব্যক্তিকে কোন হারানো বস্তুর কথা মসজিদে ঘোষণা করতে শুনবে তখন বল, আল্লাহ তোমার বস্তু ফিরিয়ে না দিক। [সহীহ সুনানে তিরমিজি : ২য় খণ্ড, হাদীস নং-১০৬৬]

প্রশ্ন-৭৮. পৃথিবীর সমগ্র ভূমি কিসের মত?

উত্তর : সমগ্র ভূমি উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য মসজিদ স্বরূপ।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ جُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ طَهُوْرًا وَّمَسْجِدًا فَاَيُّمَا رَجُلٍ اَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ حَيْثُ اَدْرَكَتْهُ ـ

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার জন্য মাটিকে পবিত্র এবং মসজিদ বানানো হয়েছে। সুতরাং যেখানেই ওয়াক্ত হবে সালাত আদায় করে নিও। [মুসলিম শরীফ : ২/২৯৪, হাদীস নং-১৪৪]

প্রশ্ন-৭৯. মসজিদে নববীর বিশেষ মর্যাদা কী?

উত্তর : মসজিদুল হারাম ছাড়া অন্য সকল মসজিদ অপেক্ষা মসজিদে নববীতে সালাত পড়া হাজার গুণ উত্তম।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةٌ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার মসজিদে সালাতের ছাওয়াব মসজিদে হারাম ছাড়া অন্য সকল মসজিদ অপেক্ষা হাজার গুণ বেশী। [সহীহ আল বুখারী : ১/৪৮৪, হাদীস নং-১১১৩]

প্রশ্ন-৮০. কোন কোন মসজিদে সালাত আদায় করা অন্যান্য মসজিদের চেয়ে উত্তম?

উত্তর : মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা এবং মসজিদে নববীতে সালাত আদায় করার ছাওয়াব অন্য সকল মসজিদের তুলনায় অধিক সওয়াব।

প্রশ্ন-৮১. মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও কি সফর করা যাবে?

উত্তর : যিয়ারত করা বা বেশী পরিমাণে সালাতের ছাওয়াব অর্জন করার উদ্দেশ্যে মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা এবং মসজিদে নববী ছাড়া অন্য কোথাও ভ্রমণ করা জায়েয নেই।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُشَدُّوا الرِّحَالَ اِلاَّ اِلٰى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدُ الْحَرَامِ وَمَسْجِدُ الاَقْصٰى وَمَسْجِدِىْ هٰذَا ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তিনটি মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা এবং মসজিদে নববী ছাড়া অন্য কোন স্থানে ভ্রমণ করিও না।

[আললু'লুউ ওয়াল মারজান : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৮৮২]

প্রশ্ন-৮২. কোন মসজিদে সালাত আদায় করলে ওমরার সমান সাওয়াব পাওয়া যায়?

উত্তর : মসজিদে কুবায় সালাত আদায়ের ছাওয়াব উমরার সমান।

عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرِ الْاَنْصَارِى (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ صَلاَةٌ فِىْ مَسْجِدِ قُبَاءَ كَعُمْرَةٍ .

উসাইদ ইবনে হুযাইর আনসারী (রা) রাসূল করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন মসজিদে কুবায় সালাত আদায়ের ছাওয়াব উমরার সমান। [সহীহ্ সুনানি ইবনে মাজা : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-১১৫৯]

প্রশ্ন-৮৩. কোথায় কোথায় সালাত আদায় করা নিষেধ?

উত্তর : বাথরুম বা শৌচাগার এবং কবরস্থানে সালাত আদায় করা নিষেধ।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ اِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامُ .

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন থেকে রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, কবরস্থান এবং শৌচাগার ছাড়া সকল স্থানই মসজিদ।

[সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৪৬৩]

প্রশ্ন-৮৪. উটের গোয়ালে তথা বাসস্থানে কী সালাত পড়া যায়?

উত্তর : উটের গোয়ালে সালাত পড়া নিষেধ।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : صَلُّوْا فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوْا فِىْ اَعْطَانِ الْاِبِلِ .

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, ছাগলের খোয়াড়ে সালাত পড়তে পার, কিন্তু উটের গোয়ালে (বাসস্থানে) সালাত পড়িও না। [সহীহ্ সুনানিত তিরমিজি : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-২৮৫]

প্রশ্ন-৮৫. কবরস্থানে সালাত আদায়ের বিধান কী?

উত্তর : কবরস্থানে সালাত আদায় করা নিষেধ।

প্রশ্ন-৮৬. কবরের দিকে মুখ করে সালাত আদায়ের হুকুম কী?

উত্তর : কবরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা নিষেধ। [মুসলিম হা: ২১১৯]

প্রশ্ন-৮৭. কবরের উপর মসজিদ বানানোর শরয়ী বিধান কী?

উত্তর : কবরের উপর মাসজিদ বানানো নিষেধ। [বুখারী হা: ৪১৭]

প্রশ্ন-৮৮. মসজিদে লাশ দাফনের বিধান কী?

উত্তর : মসজিদে লাশ দাফন করা নিষেধ।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ـ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল মাকবুল ﷺ মৃত্যুশর্যায় ইরশাদ করেছেন, ইহুদী খৃষ্টানদের ওপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক, তারা নিজেদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে। [সহীহ আল বুখারী : ১/২১৫, হাদীস নং-৪১৭]

عَنْ اَبِىْ مَرْثَدِ الْغَنْوِىْ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلاَتُصَلُّوْا اِلَيْهَا ـ

আবু মারছাদ গণবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, কবরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করো না এবং কবরে (মাস্তান সেজে) বসিও না। [মুসলিম শরীফ : ৩/৩৫২, হাদীস নং-২১১৯]

প্রশ্ন-৮৯. মসজিদে প্রবেশ এবং বের হওয়ার দোয়া কী?

উত্তর : মসজিদে প্রবেশ করা এবং মসজিদ থেকে বের হওয়ার মাসনূন দোয়া।

عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ اَوْ اَبِىْ اُسَيْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ـ

আবু হুমাইদ/আবু উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ এরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন এই দোয়া পড়বে 'হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও। আর যখন মসজিদ থেকে বের হবে তখন এই দোয়া পাঠ করবে, হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ কামনা করি। [মুসলিম শরীফ : ৩/৩৪, হাদীস নং-১৫২২]

مَوَاقِيْتُ الصَّلاَةِ

১০. সালাতের সময় প্রসঙ্গে মাসায়েল

প্রশ্ন-৯০. ফরজ সালাত কখন পড়া উচিত?
উত্তর : ফরজ সালাতগুলো নির্দিষ্ট সময়ে পড়া উচিত।

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ـ

অর্থ : নিশ্চয় নামায মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে পড়া ফরজ। [সূরা নিসা : আয়াত-১০৩]

سُئل النبى (صـ) اى الاعمال فضل؟ قال الصلاة لاول وقتها۔

অর্থ : রাসূলে করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো- সর্বোত্তম আমল কি? তিনি বললেন প্রথম ওয়াক্ত নামায আদায় করা। [মেশকাত : হাদীস নং ৬০৭]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ عَلٰى اَصْحَابِهٖ يَوْمًا فَقَالَ لَهُمْ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا يَقُوْلُ رَبُّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى؟ قَالَ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَهَا ثَلاَثًا قَالَ وَعِزَّتِىْ وَجَلاَلِىْ لاَيُصَلِّيْهَا اَحَدُكُمْ لِوَقْتِهَا اِلاَّ اَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ صَلاَّهَا بِغَيْرِ وَقْتِهَا اِنْ شِئْتُ رَحِمْتُهٗ وَاِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهٗ ـ

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, একদা রাসূল করীম ﷺ সাহাবায়ে কেরামের নিকট দিয়ে গমন করলেন। তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কী জান, তোমাদের রব (প্রভু) কী বলেছেন? সাহাবীগণ (রা) আরজ

করলেন, আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ্ তায়ালা বলছেন : আমার ইজ্জত এবং মাহাত্মের কসম! যে ব্যক্তি সময় মত সালাত আদায় করবে তাকে আমি বেহেশতে প্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি ওয়াক্ত ছাড়া সালাত পড়বে, তাকে আমার অনুগ্রহে ক্ষমা করতে পারি, আবার ইচ্ছা হলে শাস্তিও দিতে পারি। [সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৩৯৮]

প্রশ্ন-৯১. জোহরের সালাতের ওয়াক্ত কখন থেকে কখন পর্যন্ত?

উত্তর : জোহরের সালাতের প্রথম ওয়াক্ত যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ে, আর শেষ ওয়াক্ত যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার বরাবর হয়। [মুসলিম, মিশকাত হা: ৫৮১]

প্রশ্ন-৯২. আসরের সালাতের ওয়াক্ত কখন থেকে কখন পর্যন্ত?

উত্তর : আছরের সালাতের প্রথম ওয়াক্ত যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমান হয়, আর শেষ ওয়াক্ত যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হয়। তবে সূর্যাস্তের প্রাকালের রক্তিম সময় পর্যন্ত আসর সালাত পড়া জায়েয আছে।

[তিরমিযী, মিশকাত হা-৫৮৩]

প্রশ্ন-৯৩. মাগরিবের সালাতের ওয়াক্ত কখন থেকে কখন পর্যন্ত?

উত্তর : সূর্য অস্ত যাওয়ার পরেই মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সূর্যের লালিমা শেষ হওয়া পর্যন্ত বাকী থাকে। [মুসলিম, মিশকাত হাদীস নং ৫৮১]

প্রশ্ন-৯৪. এশার সালাতের ওয়াক্ত কখন থেকে কখন পর্যন্ত?

উত্তর : এশার সালাতের প্রথম ওয়াক্ত যখন আকাশ থেকে লালিমা চলে যায়, আর শেষ ওয়াক্ত যখন রাত্রির এক তৃতীয়াংশ চলে যায়।

প্রশ্ন-৯৫. ফজরের সালাতের ওয়াক্ত কখন থেকে কখন পর্যন্ত?

উত্তর : ফজরের প্রথম ওয়াক্ত যখন সেহরীর সময় শেষ হয়ে যায়, আর শেষ ওয়াক্ত যখন সূর্য উদয়ের পূর্বে আলো প্রকাশ পায়। অর্থাৎ সুবহে ছাদিক হতে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّنِىْ جِبْرَائِيْلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلّٰى بِىَ الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ قَدْرُ الشِّرَاكِ وَصَلّٰى بِىَ الْعَصْرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِّثْلَهٗ وَصَلّٰى بِىَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ اَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلّٰى بِىَ

اَلْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلّٰى بِىَ الْفَجْرَ حِيْنَ حُرِمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلّٰى بِىَ الظُّهْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّهٗ مِثْلَهٗ وَصَلّٰى بِىَ الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّهٗ مِثْلَيْهِ وَصَلّٰى بِىَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ اَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلّٰى بِىَ الْعِشَاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلّٰى بِىَ الْفَجْرَ فَاَسْفَرَ ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَىَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هٰذَا وَقْتُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ۔

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, জিবরাঈল (আ) বায়তুল্লাহ শরীফের নিকট আমাকে দুইবার সালাত পড়ায়ে দেখিয়েছেন। প্রথম দিন জোহরের সালাত তখন পড়ালেন যখন সূর্য ঢলে গিয়ে ছায়া জুতার ফিতার সমান হয়েছিল। আছরের সালাত পড়ালেন যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার বরাবর হয়েছিল। মাগরিবের সালাত পড়ালেন যখন রোজাদার ইফতার করে। এশার সালাত তখন পড়ালেন যখন আকাশের লালিমা চলে গিয়েছিল। ফজরের সালাত তখন পড়ালেন যখন রোযাদার খানা পানি ছেড়ে দেয়। দ্বিতীয় দিন জিবরাঈল (আ) পুনরায় জোহরের সালাত ঠিক তখনি পড়ালেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার বরাবর হয়ে যায়। আর আছরের সালাত তখন পড়ালেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হয়ে যায়। মাগরিবের সালাত ইফতারের সময় আর এশার সালাত রাতের তৃতীয়াংশ চলে যাওয়ার পর। ফজরের সালাত স্পষ্ট আলোতে। অতঃপর জিবরাঈল (আ) আমাকে বললেন, হে মুহাম্মদ! এই ওয়াক্ত হচ্ছে পূর্বেকার নবীগণের সালাতের ওয়াক্ত। আপনার সালাতের ওয়াক্ত এই দুই ওয়াক্তের মধ্যবর্তী ওয়াক্ত।

[সহীহ সুনানে আবু দাউদ : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৩৭৭]

ব্যাখ্যা : কোন কোন বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, আছরের শেষ ওয়াক্ত সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত, মাগরিবের শেষ ওয়াক্ত আকাশের লালিমা অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত, এশার সালাতের শেষ ওয়াক্ত অর্ধ রাত পর্যন্ত আর ফজরের শেষ ওয়াক্ত সূর্যোদয় পর্যন্ত।

প্রশ্ন-৯৬. রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক ওয়াক্ত সালাত কখন আদায় করতেন?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক সালাত প্রথম ওয়াক্তেই আদায় করতেন।

عَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ صَلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبُ اِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءُ اِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَاِذَا قَلُّوْا اَخَّرَ وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ ـ

আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের সময় প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জোহরের সালাত সূর্য ঢলার সাথে সাথে পড়তেন, আছরের সালাত সূর্য স্পষ্ট ও উজ্জ্বল থাকাবস্থায়, আর মাগরিবের সালাত সূর্য ডুবে গেলে, এশার সালাত লোকজন সংখ্যায় বেশী হলে তাড়াতাড়ি আর লোকজন সংখ্যায় কম হলে দেরী করে পড়তেন। আর ফজরের সালাত কিছুটা অন্ধকারে আদায় করতেন। [আললু'লুউ ওয়াল মারজান : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৩৭৮]

প্রশ্ন-৯৭. সালাত কখন পড়া উত্তম?

উত্তর : সকল সালাত প্রথম ওয়াক্তে পড়া উত্তম। কিন্তু এশার সালাত দেরী করে পড়া উত্তম।

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ الصَّلاَةُ فِىْ اَوَّلِ وَقْتِهَا۔

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, সর্বোত্তম আমল হচ্ছে সালাতকে প্রথম ওয়াক্তে আদায় করে নেয়া। [তিরমিযী শরীফ : ১/২৩৬, হাদীস নং-১৭৩]

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ اِعْتَمَّ النَّبِىُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعِشَاءِ حَتّٰى ذَهَبَتْ عَامَّةُ اللَّيْلِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلّٰى وَقَالَ اِنَّهُ لِوَقْتِهَا لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ ـ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একরাত রাসূল করীম ﷺ এশার সালাত এত দেরী করে পড়লেন যে, প্রায় অধিকাংশ রাত অতিক্রম হয়ে গিয়েছিল। তারপর রাসূল ﷺ বের হয়ে সালাত পড়ালেন। অতঃপর বললেন, যদি আমার উম্মতের কষ্ট না হত তাহলে এই সময়কেই এশার সালাতের ওয়াক্ত নির্ধারিত করে দিতাম। [মুসলিম শরীফ : ২/৪২১, হাদীস নং-১৩১৮]

প্রশ্ন-৯৮. কখন সালাত আদায় এবং লাশ দাফন করা নিষেধ?

উত্তর : সূর্যোদয়, দ্বি প্রহরের ও সূর্যাস্তের সময় কোন সালাত পড়া বা কোন লাশ দাফন করা নিষেধ।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضى) قَالَ ثَلاَثُ سَاعَاتٍ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُصَلِّىَ فِيْهِنَّ وَاَنْ نَقْبِرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلَعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ وَحِيْنَ تَضِيْفُ لِلْغُرُوْبِ حَتّٰى تَغْرُبَ ـ

উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তিন সময়ে সালাত পড়া এবং মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা থেকে নিষেধ করেছেন, প্রথম যখন সূর্য উদয় হয়, তখন থেকে ভালভাবে উপরে উঠে যাওয়া পর্যন্ত। দ্বিতীয় ঠিক মধ্যাহ্নের দ্বিপ্রহরের সময়। তৃতীয় যখন সূর্য অস্ত যায়, তখন থেকে ভালভাবে ডুবে যাওয়া পর্যন্ত। [সহীহ্ তিরমিজি শরীফ : প্রথম খণ্ড, হা: নং-৮২২]

প্রশ্ন-৯৯. দিন-রাত্রের যে কোন সময়ে কাবা শরীফে তাওয়াফ এবং সালাত আদায় করা কি যাবে?

উত্তর : কাবা শরীফে দিন-রাতের যে কোন সময়ে তাওয়াফ করতে বা সালাত পড়তে কোন বাধা নেই।

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : يَابَنِىْ عَبْدِ مُنَافٍ لاَ تَمْنَعُوْا اَحَدًا طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ وَصَلّٰى اَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ ـ

জুবাইর ইবনে মুত্ইম (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল করীম ﷺ বলেছেন, আব্দুমানাফ গোত্রের লোকদিগকে আদেশ দিয়েছেন, যেন দিন রাতের কোন সময়ে কোন ব্যক্তিকে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করা এবং তথায় সালাত আদায় করা থেকে বাধা না দেয়। [সহীহ্ সুনানে তিরমিজি, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৬৮৮]

প্রশ্ন-১০০. কোন কোন সময়ে জুমআর সালাত আদায় করা জায়েয?

উত্তর : জু'মাআ বারে সূর্য পশ্চিমাকালে ঢলার পূর্বে ও পরে এবং সূর্য ঢলার সময় জুমআর সালাত পড়া জায়েয।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَيْدَانَ السَّلَمِيْ (رضى) قَالَ شَهِدْتُّ الْجُمْعَةَ مَعَ اَبِيْ بَكْرٍ (رضى) فَكَانَتْ خُطْبَتُهٗ وَصَلاَتُهٗ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ ثُمَّ شَهِدْتُّهَا مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَكَانَتْ صَلاَتُهٗ وَخُطْبَتُهٗ اِلٰى اَنْ اَقُوْلَ اَنْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ شَهِدْتُّهَا مَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَكَانَتْ صَلاَتُهٗ وَخُطْبَتُهٗ اِلٰى اَنْ اَقُوْلَ زَالَ النَّهَارُ فَمَا رَاَيْتُ اَحَدًا عَابَ ذٰلِكَ وَلاَ اَنْكَرَهٗ.

আবদুল্লাহ ইবনে সায়দান সালামী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর খুতবায় (ভাষণে) হাযির হয়েছি, তাঁর খুতবা (ভাষণ) এবং সালাত মধ্যাহ্নের পূর্বে হত। পরে উমর (রা)-এর খুতবায় হাযির হয়েছি তার খুতবা এবং সালাত ঠিক মধ্যাহ্নে হত। অতপর উসমান (রা)-এর খুতবায়ও হাযির হয়েছি, তার খুতবা এবং সালাত সূর্য ঢলার সময় হত। আমি কোন ছাহাবী (রা)-কে এদের কারো প্রতি কোন রকম অভিযোগ করতে দেখিনি। [দারাকুতনী : ২/১৭]

عَنْ جَابِرٍ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَذْهَبُ اِلٰى جِمَالِنَا فَنُرِيْحُهَا حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ يَعْنِيْ النَّوَاضِحَ.

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ আমাদেরকে জুমার সালাত পড়াতেন। তারপর আমরা নিজেদের উট দেখতে যেতাম এবং উট ছেড়ে দিতাম। তখনও সূর্য ঢলার সময় হত। [সহীহ্ সুনানি নাসাঈ : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-১৩১৭]

اَلْاَذَانُ وَالْاِقَامَةُ

১১. আযান ও ইকামত সম্পর্কিত মাসায়েল

প্রশ্ন-১০১. আযানের পূর্বে সালাত ও সালাম পড়া কি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?

উত্তর : আযান দেয়ার পূর্বে সালাত ও সালাম পাঠ করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

প্রশ্ন-১০২. আযানের বাক্যগুলো দুই দুইবার বললে ইক্বামতের বাক্যগুলো কয়বার বলতে হবে?

উত্তর : আযানের বাক্যগুলো দুই দুইবার বললে ইক্বামতেও দুই দুইবার বলা সুন্নাত।

প্রশ্ন-১০৩. যদি আযানের বাক্যগুলো একবার বলা হয়, তাহলে ইক্বামতের বাক্যগুলো কতবার বলতে হবে?

উত্তর : আযানের বাক্যগুলো একবার বললে ইক্বামতের বাক্যগুলোও একবার বলা সুন্নাত।

প্রশ্ন-১০৪. আযানের বাক্যগুলো একবার বলে ইক্বামতের বাক্যগুলো দুইবার বলা কি জায়েয?

উত্তর : আযানের বাক্যগুলো একবার বললে ইক্বামতের বাক্যগুলো দুইবার বলা সুন্নাতের পরিপন্থী।

عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ (رضى) قَالَ اُلْقِىَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ التَّاْذِيْنَ هُوَ بِنَفْسِهٖ فَقَالَ قُلْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ ارْجِعْ فَمَدَّمِنْ صَوْتِكَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ

اَللّٰهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ.

আবু মাহযুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজেই আমাকে আযান শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, হে আবু মাহযুরা! বল "আল্লাহু আকবার', "আল্লাহু আকবার', "আল্লাহু আকবার', "আল্লাহু আকবার'; 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'; 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ', 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'; অত:পর তিনি বলেন তুমি কণ্ঠস্বর দীর্ঘায়িত করে পুনরায় বল 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আর 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ', 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'; 'হাইয়া আলাচ্ছালাহ', 'হাইয়া আলাচ্ছালাহ'; 'হাইয়া আলাল ফালাহ', 'হাইয়া আলাল ফালাহ'; 'আল্লাহু আকবার', 'আল্লাহু আকবার'; 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। [মেশকাত শরীফ (বাংলা) : ২/২৫১, হাদীস নং-৫৯১, সহীহ্ সুনানি আবিদাউদ : প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৪৭৫]

ব্যাখ্য : উপরিউক্ত বাক্যগুলো দুই দুই বারের আযানের যা ১৯টি শব্দ হয়। একবারের আযানে 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' দ্বিতীয়বার পুনরাবৃত্তি করা হয় না। তাই একবারের আযানের শব্দ হয় ১৫। আমাদের সমাজে ১৫টি বাক্য দ্বারা আযান প্রচলিত, যা অন্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ عَلَّمَهُ الْاَذَانَ تِسْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً وَالْاِقَامَةَ سَبْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً.

আবু মাহযুরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ তাঁকে আযান শিক্ষা দিয়েছেন, তাতে উনিশটি বাক্য ছিল। আর ইক্বামত শিক্ষা দিয়েছেন তথায় সতেরটি বাক্য ছিল। [সহীহ্ সুনানি আবু দাউদ, প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৪৭৪, মেশকাত নং-৫৯৩]

ব্যাখ্যা : দুই দুই বার আযানের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই দুই বার ইক্বামত শিক্ষা দিয়েছেন, যাতে রয়েছে ১৫টি বাক্য। যথা– 'আল্লাহু আকবার' চার বার,

'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দুই বার, 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' দুইবার, 'হাইয়া আলাচ্ছালাহ' দুইবার, 'হাইয়া আলাল ফালাহ' দুই বার, 'কাদ কামাতিচ্ছালাহ' দুই বার, 'আল্লাহু আকবার' দুইবার, 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' একবার।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ كَانَ الْاَذَانُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْاِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ .

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আযান দুই দুইবার এবং একামত এক একবার ছিল। কিন্তু 'ক্বাদ কামাতিচ্ছালাহ'কে মুয়াজ্জিন দুই বার বলতেন।

[সহীহ সুনানে আবু দাউদ : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৪৮২, মেশকাত নং-৫৯২]

ব্যাখ্যা : এক একবার পাঠ করে এক্বামতের বাক্যসমূহের সংখ্যা হলো ১১। যথা : 'আল্লাহু আকবার' দুই বার, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' একবার, 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' একবার, 'হাইয়া আলাচ্ছালাহ' একবার, 'হাইয়া আলাল ফালাহ' একবার, 'ক্বাদ কামাতিচ্ছালাহ' দুই বার, 'আল্লাহু আকবার' দুইবার, 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' একবার। ইক্বামতের এ পদ্ধতিটি অধিক অগ্রগণ্য যা মুসলিম উম্মাহ কর্তৃক সকল যুগে সমাদৃত।

প্রশ্ন-১০৫. আযানের সাথে সাথে কি আযানের জবাব দিতে হয়?

উত্তর : আযানের জবাব দেওয়া অবশ্যক।

প্রশ্ন-১০৬. আযানের জবাবের কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে?

উত্তর : আযানের জবাব দেওয়ার সুন্নাত পদ্ধতি–

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِى (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ .

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা আযান শ্রবণ করবে, তখন মুয়াজ্জিন যে বাক্যগুলো বলবে তোমরাও তাই বল। [মুসলিম শরীফ : ২/১৪৬, হাদীস নং-৭৩২]

عَنْ عُمَرَ (رضى) فِىْ فَضْلِ الْقَوْلِ كَمَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ كَلِمَةً كَلِمَةً سِوَى الْحَيَّعَلَتَيْنِ فَيَقُوْلُ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ .

উমর (রা) বলেন, আযানের জবাব দেওয়ার সময় প্রত্যেক বাক্যের জবাবে সে বাক্যটিই বলবে। কিন্তু মুয়াজ্জিন যখন 'হাইয়া আলাচ্ছালাহ' এবং 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বাক্যদ্বয় বলবে তখন উভয় স্থানে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলবে। [মুসলিম শরীফ (আরবী-বাংলা) : ২/১৪৭, হাদীস নং-৭৩৪]

প্রশ্ন-১০৭. আযানের জবাবদাতার জন্য কী সুসংবাদ রয়েছে?

উত্তর : আযানের জবাবদাতার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ بِلاَلٌ يُنَادِىْ فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ مِثْلَ هٰذَا يَقِيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ .

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম, অত:পর বেলাল (রা) আযান দিলেন। যখন বেলাল চুপ করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে আযানের জবাব দিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [সহীহ সুনান আল নাসায়ী, প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৬৫০, মেশকাত নং-৬২৫]

প্রশ্ন-১০৮. ফজরের সালাতের আযানে অতিরিক্ত কী বলতে হয়?

উত্তর : ফজরের আযানে 'আচ্ছালাতু খাইরুম মিনান্নাউম' বলা সুন্নাত।

عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ مِنَ السُّنَّةِ اِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِى الْفَجْرِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ .

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুয়াজ্জিনের জন্য ফজরের আযানে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' উচ্চারণ করার পর 'আচ্ছালাতু খাইরুম মিনান্নাউম' বলা সুন্নাত। [ইবনে খুযায়মা : ১/২০২]

প্রশ্ন-১০৯. আযানের দোয়া কী?

উত্তর : আযানের পর নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করা সুন্নাত।

عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً وَّبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا غُفِرَلَهٗ ذَنْبُهٗ.

সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আযান শ্রবণের পর নিম্নের দোয়াটি পাঠ করে তার গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়। অর্থাৎ, বলবে আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই, সে একক, তাঁর কোন শরীক নেই। মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। আমি সন্তুষ্ট আল্লাহকে রব (প্রভু) হিসেবে পেয়ে এবং মুহাম্মদকে রাসূল হিসেবে পেয়ে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে।

[মুসলিম শরীফ : ২/১৪৮, হাদীস নং-৭৩৫]

عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَاْ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَاْ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ.

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আযান শ্রবণ করার পর নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবে শেষ বিচার দিবসে তার জন্য সুপারিশ করা আমার দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াবে। হে আল্লাহ্ এই পরিপূর্ণ আহবান এবং প্রতিষ্ঠিত সালাতের প্রভু, মুহাম্মদ ﷺ-কে ওসীলা এবং ফযীলত তথা উচ্চতম মর্যাদা দান করো। আর তাঁকে মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্থানে) পৌছিয়ে দাও, যার অঙ্গীকার তুমি তাঁকে দিয়েছো।

[সহীহ্ আল বুখারী : ১/২৮০, হাদীস নং-৫৭৯]

ব্যাখ্যা : 'ওসীলা' জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদাকে বলা হয়। আর 'মাকামে মাহমুদ' দ্বারা সুপারিশের মর্যাদা বুঝানো হয়েছে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضى) أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَايَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللّٰهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَتَنْبَغِيْ إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ وَأَرْجُوْا أَنْ أَكُوْنَ أَنَاهُوَ فَمَنْ سَأَلَ اللّٰهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ.

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আছ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, যখন মুয়াজ্জিনের আযান শ্রবণ কর, তখন মুয়াজ্জিন যে বাক্যগুলো পাঠ করে তোমরা তাই বল। তারপর আমার ওপর দরূদ পাঠ কর, কেননা যে ব্যক্তি একবার আমার জন্য দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ্ তাআলা তার ওপর দশটি রহমত নাযিল করবে। তারপর আল্লাহর নিকট আমার জন্য 'উসীলা' প্রার্থনা কর। 'উসীলা' জান্নাতে একটি মর্যাদার নাম, যা আল্লাহর কোন বিশেষ ব্যক্তিই পাবে। আমি আশা করি আমিই হব সেই জান্নাতী ব্যক্তি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য উসীলার প্রার্থনা করবে তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হবে। [মুখতাছরু সহীহি মুসলিম-আলবানী, হাদীস নং-১৯৮]

প্রশ্ন-১১০. কারণ ব্যতীত আযানের পর সালাত না পড়ে মসজিদ থেকে বের হওয়া কি জায়েয?

উত্তর : কোন কারণ ব্যতীত আযানের পর সালাত না পড়ে মসজিদ থেকে বের হওয়া নিষেধ।

عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ (رضى) قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَانُوْدِيَ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ أَبُوْهُرَيْرَةَ (رضى) فَقَدْ عَصٰى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ.

আবু শা'চা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আযানের পর সালাত আদায় না করে মসজিদ থেকে বের হল, তখন আবু হুরায়রা (রা) বললেন, এই ব্যক্তি আবুল কাসেম ﷺ-এর অবাধ্য কাজ করল।

[সহীহ্ সুনান আল নাসাঈ : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৬৬০]

প্রশ্ন-১১১. আযান ও ইক্বামত দেওয়ার নিয়ম কী?

উত্তর : ধীরে ধীরে আযান দেওয়া এবং ইক্বামত তাড়াতাড়ি বলা সুন্নাত।

প্রশ্ন-১১২. আযান ও ইক্বামতের মাঝে কতটুকু সময় থাকা উচিত?

উত্তর : আযান এবং ইক্বামতের মধ্যে এতটুকু সময় থাকা উচিত যাতে কোন আহারকারী খাবার ভক্ষণ করে আসতে পারে (অন্তত : ১৫ মিনিট)

عَنْ جَابِرٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ اِذَا اَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ وَاِذَا اَقَمْتَ فَاحْدُرْ وَاجْعَلْ بَيْنَ اَذَانِكَ وَاِقَامَتِكَ قَدْرَمَا يَفْرُغُ الْاٰكِلُ مِنْ اَكْلِهٖ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهٖ وَالْمُعْتَصِرُ اِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهٖ وَلَا تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِىْ .

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম ﷺ বেলালকে বলেছেন, 'আযান ধীরে ধীরে দিও এবং ইক্বামত তাড়াতাড়ি দিও। আযান এবং ইকামতের মধ্যে এতটুকু সময় অপেক্ষা কর যাতে কোন আহারকারী খাবার ভক্ষণ করে আসতে পারে। আর যতক্ষণ আমাকে মসজিদে আসতে দেখবে না ততক্ষণ সালাতের কাতারে দাঁড়াবেনা। [তিরমিজি শরীফ : ১/৩৭৩, হাদীস নং-১৯৫]

প্রশ্ন-১১৩. আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ের বিশেষ গুরুত্ব কী?

উত্তর : আযান এবং ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ে যে কোন দোয়া ফেরত দেয়া হয় না।

عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ.

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আযান এবং ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ে দোয়া ফেরত দেওয়া হয় না।

[সহীহ্ আবু দাউদ, প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৪৮৯, মেশকাত শরীফ নং-৬২০]

প্রশ্ন-১১৪. ইক্বামতে 'ক্বাদ ক্বামাতিচ্ছালাতু-এর যে জবাব দেয়া হয় তা কি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?

উত্তর : ইক্বামতের জবাবে দেওয়ার সময় 'ক্বাদ কামাতিচ্ছালাতু' বাক্যের জবাবে أَقَامَهُ اللّٰهُ وَأَدَامَهُ 'আকামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা' বলা সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

প্রশ্ন-১১৫. ফজরের আযানে আচ্ছালাতু খাইরুম মিনান নাউম-এর যে জবাব দেয়া হয় তা কি জায়েয়?

উত্তর : ফজর সালাতের আযানে 'আচ্ছালাতু খায়রুম মিনান্নাউম' এর জবাবে 'ছাদাক্তা ওয়া বারার্তা' বলা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

প্রশ্ন-১১৬. সেহ্রী ও তাহাজ্জুদের জন্য কি আযান দেয়া জায়েয?

উত্তর : সেহেরী এবং তাহাজ্জুদের জন্য আযান দেওয়া সুন্নাত।

প্রশ্ন-১১৭. অন্ধ ব্যক্তির কি আযান দেয়ার অনুমতি আছে?

উত্তর : অন্ধ ব্যক্তিও আযান দিতে পারবে।

عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ (رضى) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُؤَذِّنَ اِبْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ .

আয়েশা সিদ্দীকা (রা) এবং ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, বেলাল রাতের বেলা আযান দেয়। সুতরাং আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুমের আযান দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তোমরা খাবার ভক্ষণ করতে পার।
[সহীহ আল বুখারী, ১/২৮১, হাদীস নং-৫৮২]

ব্যাখ্যা : আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম অন্ধ সাহাবী ছিলেন।

প্রশ্ন-১১৮. সফরে সালাতের জন্য কি আযান প্রযোজ্য?

উত্তর : সফরে (ভ্রমণে) দুই ব্যক্তি থাকলে তাদেরকে আযান দিয়ে জামাতের সাথে সালাত আদায় করতে হবে।

عَنْ مَالِكِ بْنِ حُوَيْرِثَ (رضى) قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِّىْ فَقَالَ اِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيْمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا .

মালেক ইবনে হুয়াইরিছ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং আমার চাচাত ভাই নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি ﷺ আমাদেরকে আদেশ করলেন, যখন তোমরা সফরে যাবে তখন আযান আর ইক্বামত বলবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করবে।

[মেশকাত শরীফ : ২/২৭৪, হাদীস নং-৬৩১, মুখতাছারু বুখারী হাদীস নং-৩৮৪]

প্রশ্ন-১১৯. আযান দেয়ার বিশেষ কোন মর্যাদা আছে কী?

উত্তর : আযান দেয়ার মর্যাদা এবং গুরুত্ব জানতে পারলে মানুষ লটারীর মাধ্যমে আযান দেয়া শুরু করত।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلاَّ اَنْ يَّسْتَهِمُّوْا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُّوْا وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى التَّهْجِيْرِ لاَسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি মানুষেরা আযান এবং প্রথম কাতারের ফজীলত সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করত তাহলে তার জন্য তারা লটারীর ব্যবস্থা করত। আর যদি তারা প্রথম ওয়াক্তে সালাত আদায়ের ফজীলত জানত, তাহলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে দিত। আর যদি তারা এশা এবং ফজর সালাতের ফজীলত সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করত তাহলে তা হাসিলের জন্য হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আসত। (মুসলিম)

প্রশ্ন-১২০. আযানের সময় আযান শুনে আঙ্গুল চুম্বন করা কি জায়েয?

উত্তর : আযান দেওয়ার সময় আযান শুনে আঙ্গুল চুম্বন করে চোখে লাগানো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

প্রশ্ন-১২১. বিপদের সময় আযান দেয়া কি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?

উত্তর : কোন বিপদ মুছীবতের সময় আযান দেওয়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

مَسَائِلُ السُّتْرَةِ

১২. সুতরা সম্পর্কিত মাসায়েল

প্রশ্ন-১২২. সুতরা কাকে বলে এবং সুতরা রাখা কি আবশ্যক?

উত্তর : সালাতরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে গমনকারীদের অসুবিধা থেকে বাঁচার জন্য সামনে যে বস্তু রাখা হয়, এই বস্তুকে 'সুতরা' বলা হয়। সামনে সুতরা রাখা আবশ্যক।

عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ (رضى) قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَذُكِرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ تَكُوْنُ بَيْنَ يَدَىْ اَحَدِكُمْ، فَلاَ يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ .

তালহা ইবনে মূসা (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা সালাতরত অবস্থায় পশুরা আমাদের সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া করত। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এ প্রসঙ্গ জানানো হল তখন তিনি বললেন, যদি উটের পাল্কি সমান কোন বস্তু তোমাদের সামনে থাকে তাহলে সামনে দিয়ে গমনকারীরা তোমাদের কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।

[নায়লুল আওতার : ৩/২, সহীহ্ ইবনে মাজা : ১ম খণ্ড, নং-৭৬৮]

প্রশ্ন-১২৩. সালাতীর সামনে দিয়ে হাঁটা-চলা করা কি জায়েয?

উত্তর : সালাতীর সামনে দিয়ে গমন করা অপরাধমূলক কাজ।

عَنْ اَبِىْ جُهَيْمٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّىْ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ اَنْ يَّقِفَ اَرْبَعِيْنَ

خَيْرًا لَّهٗ مِنْ اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. قَالَ اَبُو النَّضْرِ لاَ اَدْرِىْ قَالَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ شَهْرًا اَوْسَنَةً ـ

আবু জুহাইম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি সালাতরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে গমনকারী ব্যক্তির জানা থাকত যে, তার ওপর কি পাপের বোঝা চেপেছে, তবে চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকাকেও সে প্রাধান্য দিত। আবু নছর বলেন, আমি জানিনা তিনি চল্লিশ দিন বলেছেন কিংবা মাস বা বৎসর। [মুসলিম শরীফ : ২/২৮২, হাদীস নং-১০১৩]

প্রশ্ন-১২৪. সুতরা কতটুকু দূরে রাখতে হবে?

উত্তর : সালাতের স্থান থেকে অন্তত: তিন ফুট দূরে সুতরা থাকা চাই।

عَنْ سَهْلٍ (رضى) قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجُدُرِ مَمَرُّ الشَّاةِ ـ

সাহাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত আদায়ের স্থান এবং মধ্যখানে একটি ছাগল (বকরী) চলার স্থান থাকত।

[সহীহ্ আল বুখারী : ১/২৩৫, হাদীস নং-৪৬৬]

নোট : একজন সালাতী সালাত আদায় করতে যতটুক জায়গা প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই তার সুতরা। অর্থাৎ ৩ ফুট বা তার কমবেশি এর বাহির দিয়ে লোকজন হাঁটাচলা করতে পারবে।

প্রশ্ন-১২৫. মুসাল্লির সামনে দিয়ে চলাচলকারীকে সালাতী কি সালাতের মধ্যেই বাঁধা দিতে পারবে?

উত্তর : মুসাল্লির সামনে দিয়ে চলাচলকারীকে সালাতের মধ্যেই হাত দিয়ে বাধা দেয়া উচিত।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ اِلٰى شَىْءٍ يَسْتُرُهٗ مِنَ النَّاسِ فَاَرَادَ اَحَدٌ اَنْ يَّجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُقَاتِلْهُ فَاِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ.

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের কেউ আড়াল করে সালাত আদায় করবে, তখন তার সুতরার ভিতর দিয়ে কেউ গমন করলে তাকে বাধা দেয়া উচিত। যদি সে না মানে তাহলে শক্তি দিয়ে দমন করা আবশ্যক। [সহীহ আল বুখারী, ১/২৩৯, হাদীস নং-৪৭৯]

প্রশ্ন-১২৬. কখন মোক্তাদিদের সুতরা রাখতে হবে না?

উত্তর : ইমামের সামনে 'সুতরা' রাখলে মুক্তাদিদেরকে 'সুতরা' রাখতে হবে না। কারণ ইমামের সুতরাই মুক্তাদীর সুতরা।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيْدِ يَأْمُرُبِالْحَرْبَةِ فَتُوْضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّىْ اِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهٗ وَكَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِى السَّفَرِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম যখন ঈদের দিন সালাতের জন্য বের হতেন তখন স্বীয় 'বর্শা' সাথে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিতেন এবং তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে দাঁড় করে দেয়া হত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দিক হয়ে সালাত পড়াতেন আর লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে দাঁড়াতেন। সফরকালেও রাসূলুল্লাহ ﷺ সুতরা ব্যবহার করতেন।

[সহীহ আল বুখারী : ১/২৩৫, হাদীস নং-৪৬৪]

مَسَائِلُ الصَّفِّ

১৩. সালাতে কাতার সম্পর্কিত মাসায়েল

প্রশ্ন-১২৭. তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে ইমামের দায়িত্ব কী?

উত্তর : তাকবীরে তাহরীমা বলার পূর্বে কাতার সোজা রাখা এবং পরস্পর মিলে দাঁড়ানোর জন্য লোকজনকে বলে দেয়া ইমামের দায়িত্ব।

عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ قَبْلَ اَنْ يُكَبِّرَ فَيَقُوْلُ تَرَاصُّوْا وَاعْتَدِلُوْا .

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীরে তাহরীমা বলার পূর্বে আমাদের দিকে ফিরে দাঁড়াতেন এবং বলতেন সোজা হয়ে এবং পরস্পর মিলিয়ে দাঁড়াও। [নায়লুল আওতার : ৩/২২৯]

প্রশ্ন-১২৮. কাতার সোজা না হলে কি সালাত হবে?

উত্তর : কাতার সোজা না করা হলে, সালাত অসম্পূর্ণ হয়।

عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلاَةِ .

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা কাতার সোজা কর। কেননা কাতার সোজা করা সালাতের পরিপূর্ণতার অঙ্গীভূত। [সহীহ আল বুখারী : ১/৩১৬, হাদীস নং-৬৭৯]

প্রশ্ন-১২৯. সালাতের প্রথম কাতারে কাদের দাঁড়ানো উচিত?

উত্তর : জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ প্রথম কাতারে ইমামের পিছনে দাঁড়াবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيَلِيَنِيْ مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلَامِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثَلَاثًا.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, বোধসম্পন্ন এবং জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ আমার কাছাকাছি দাঁড়াবে। অতঃপর জ্ঞানের স্তর বিশেষে দাঁড়াবে। [মুসলিম শরীফ : ২/২১১, হাদীস নং-৮৫৭]

প্রশ্ন-১৩০. প্রথম কাতারের ফজীলত কী?

উত্তর : প্রথম কাতারের ফজীলত।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلاَّ اَنْ يَّسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاَسْتَهَمُّوْا وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى التَّهْجِيْرِ لَاَسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি মানুষেরা আযান এবং প্রথম কাতারের ফজীলত সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করত তাহলে তার জন্য তারা লটারীর ব্যবস্থা করত। আর যদি তারা প্রথম ওয়াক্তে সালাত আদায়ের ফজীলত জানত, তাহলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে দিত। আর যদি তারা এশা এবং ফজর সালাতের ফজীলত সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করত তাহলে তা হাসিলের জন্য হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আসত।

[মুসলিম শরীফ : ২/২১৪, হাদীস নং-৮৬৪]

প্রশ্ন-১৩১. দ্বিতীয় কাতার কখন করতে হবে?

উত্তর : প্রথম কাতার পূর্ণ করে তারপর দ্বিতীয় কাতারে দাঁড়াতে হয়।

عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِىْ يَلِيْهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِى الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ.

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, প্রথমে আগের কাতার পূর্ণ কর, তারপর দ্বিতীয় কাতার। কিছু অসম্পূর্ণতা থাকলে তা শেষের কাতারে থাকবে।

[সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৬২৩]

প্রশ্ন-১৩২. কখন পিছনের কাতারে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলে ঐ সালাত আদায় হয় না?

উত্তর : প্রথম কাতারে যদি দাঁড়ানোর সুযোগ থাকে তখন পিছনের কাতারে একা একা দাঁড়ালে সালাত হয় না।

عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ (رضى) قَالَ رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ رَجُلاً يُصَلِّىْ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَاَمَرَهُ اَنْ يُّعِيْدَ الصَّلاَةَ .

ওয়াবেছা ইবনে মা'বাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে পিছনের কাতারে একাকী সালাত আদায় করতে দেখে তাকে পুনরায় সালাত আদায়ের আদেশ করেছেন। [সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৬৩৩]

ব্যাখ্যা : যদি প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর জায়গা না থাকে তাহলে পিছনের কাতারে একা একা দাঁড়াতে পারবে।

প্রশ্ন-১৩৩. সামনের কাতার থেকে কাউকে টেনে পিছনের কাতারে আনা কি জায়েয?

উত্তর : পিছনের কাতারে একা না হওয়ার উদ্দেশ্যে আগের কাতার থেকে কাউকে টেনে পেছনে আনা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

প্রশ্ন-১৩৪. খুঁটির মধ্যখানে কি কাতার করা ঠিক?

উত্তর : খুঁটির মধ্যখানে কাতার গঠন করা অপছন্দনীয়।

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ (رضى) عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا نُنْهى اَنْ نَّصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِىْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا .

মুয়াবিয়া ইবনে কুররা (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (রা)-এর যুগে আমাদেরকে খুঁটির মধ্যখানে কাতার গঠন করা থেকে নিষেধ করা হত এবং আমাদেরকে খুঁটি থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হত। [সহীহ্ সুনানে ইবনে মাজাহ : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৮২১]

প্রশ্ন-১৩৫. নারীরা কি একা এক কাতারে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে পারবে?

উত্তর : নারীরা একা এক কাতারে দাঁড়াতে পারে।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ صَلَّيْتُ اَنَا وَيَتِيْمٌ فِىْ بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِىِّ ﷺ وَاُمِّىْ اُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا.

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি এবং অন্য একটি এতীম বালক আমাদের ঘরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে সালাত আদায় করেছি। আমার মা উম্মে সুলাইম সকলের পিছনে ছিলেন। [সহীহ আল বুখারী : ১/৩১৭, হাদীস নং-৬৮৩]

প্রশ্ন-১৩৬. সালাতে কাতার সোজা করা কি অবশ্যক?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ ﷺ কাতার সোজা করা প্রসঙ্গে বিশেষ জোর প্রদান করেছেন।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَوِّىْ يَعْنِىْ صُفُوْفَنَا اِذَا قُمْنَا لِلصَّلٰوةِ فَاِذَا سْتَوَيْنَا كَبَّرَ.

নুমান ইবনে বশীর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন সালাতে দণ্ডায়মান হতাম তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাতারসমূহ সোজা করে দিতেন। অত:পর আমরা কাতার সোজা করে দাঁড়ালে তিনি তাকবীর (তাহ্‌রীমা) বলতেন। [আবু দাউদ]

প্রশ্ন-১৩৭. কাতারে কীভাবে দাড়ানো উচিত?

উত্তর : কাতারে কাঁধে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়ানো আবশ্যক।

عَنْ اَنَسٍ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنِّىْ اَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِىْ وَكَانَ اَحَدُنَا يَلْزَقُ مَنْكِبَهٗ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهٖ وَقَدَمَهٗ بِقَدَمِهٖ.

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, কাতার সোজা কর, আমি তোমাদেরকে পিছনের দিক দিয়েও দেখে থাকি। তারপর আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় কাঁধ পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাঁধের সাথে মিলালেন এবং পাদ্বয়কেও তাঁর পায়ের সাথে মিলালেন।

[সহীহ আল বুখারী : ১/৩১৬, হাদীস নং-৬৮১]

مَسَائِلُ الْجَمَاعَةِ

১৪. জামায়াত সম্পর্কিত মাসায়েল

প্রশ্ন-১৩৮. জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করা কী?

উত্তর : জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করা ওয়াজিব।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ اَعْمٰى فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ لَيْسَ لِىْ قَائِدٌ يَقُوْدُنِىْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَسَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّىْ فِىْ بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلّٰى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ؟ قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَاجِبْ .

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক অন্ধ ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য এমন কোন ব্যক্তি নেই যে, আমাকে মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে যাবে। অতঃপর তিনি নিজের ঘরে সালাত আদায়ের অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ (রা) তাঁকে অনুমতি দিয়ে দিলেন। তারপর নবী করীম ﷺ পুনরায় লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আযান শুন? তিনি বললেন, হ্যাঁ শুনি, জবাব শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকটিকে বললেন, তাহলে তোমাকে মসজিদে গমন করে সালাত পড়তে হবে। [মুসলিম শরীফ : ২/৪৪১, হাদীস নং-১৩৫৯]

প্রশ্ন-১৩৯. কোন কোন সালাতে হাজির না হওয়া মোনাফেকীর আলামত?

উত্তর : ফজর এবং এশার সালাতের জামায়াতে হাযির না হওয়া মুনাফেকীর আলামত।

প্রশ্ন-১৪০. রাসূলুল্লাহ ﷺ কাদের ঘর জ্বালিয়ে দেয়ার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন?

উত্তর : আযান শোনার পরও মসজিদে এসে জামায়াতের সাথে যারা সালাত আদায় করে না রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের ঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেছেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ صَلاَةٌ اَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لاَتَوْهُمَا وَلَوْحَبْوًا لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيْمُ ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلاً يَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ اٰخُذَ شُعَلاً مِّنْ نَّارٍ فَاُحْرِقُ عَلٰى مَنْ لاَ يَخْرُجُ اِلَى الصَّلاَةِ بَعْدُ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, মুনাফিকদের জন্য এশা ও ফজরের সালাতের চেয়ে কঠিন কোন সালাত নেই। তারা যদি এই দুই সালাতের কী মর্যাদা আছে জানতে পারতো, তবে হামাগুড়ি দিয়েও এই দুই সালাতে উপস্থিত হতো। আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, মুয়াজ্জিনকে আদেশ করব, সে ইক্বামত বলবে, এরপর একজনকে হুকুম দেব, সে মুসল্লীদের ইমামতি করবে, তারপর আমি অগ্নিশিখা হাতে নিয়ে সেই সকল মানুষের ঘর জ্বালিয়ে দিই যারা আযান-ইক্বামতের পরেও মসজিদে আসল না।

[আল লু'লুউ ওয়াল মারজান : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৩৮৩]

প্রশ্ন-১৪১. জামায়াতে সালাত আদায় করলে কতগুণ নেকী হাসিল করা যায়?

উত্তর : জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করলে ২৭ গুণ বেশী নেকী হাসিল করা যায়।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ اَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, একা সালাতের চেয়ে জামায়াতের সাথে সলাতের ছাওয়াব ২৭ গুণ বেশী।

[মুসলিম শরীফ : ২/৩৮৪, হাদীস নং-১২৩৪]

প্রশ্ন-১৪২. নারীদের জন্য জামায়াত উত্তম নাকি ঘরে সালাত আদায় করা উত্তম?

উত্তর : নারীগণ মসজিদে জামায়াতের সাথে সালাত পড়তে চাইলে তাতে বাঁধা না দেওয়া চাই। তবে নারীদের জন্য তাদের ঘরে সালাত পড়া অধিক উত্তম।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ.

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, নারীদেরকে মসজিদে আসতে বাধা দিও না। তবে তাদের ঘর তাদের জন্য অধিক উত্তম। [সহীহ্ সুনানি আবু দাউদ : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৫৩০]

প্রশ্ন-১৪৩. মহিলাদের জন্য কখন জামায়াতে সালাত আদায় করা উত্তম?

উত্তর : যে ঘরে ইমামতের যোগ্যতা সম্পন্ন মহিলা থাকবে সে ঘরে মহিলাদের জন্য জামায়াতে সালাত পড়া ভাল।

عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا.

উম্মে ওয়ারাকা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ তাঁকে ঘরের মহিলাগণের ইমামতি করার আদেশ করেছেন। [সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৫৫৩]

প্রশ্ন-১৪৪. একই মসজিদে দুইবার জামায়াত করা কি জায়েয?

উত্তর : প্রথম জামায়াতের পর সেই সালাতের দ্বিতীয় জামায়াত একই মসজিদে করা জায়েয। আমাদের সমাজের মসজিদগুলোতে দ্বিতীয় জামাত করতে নিরৎসাহিত করা হয়। যার কোন হাদিস ভিত্তিক দলিল নেই।

প্রশ্ন-১৪৫. দু'জনেও কি জামায়াত করতে পারবে?

উত্তর : দুই ব্যক্তি হলেও সালাত জামায়াতের সাথে পড়া চাই।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ (رضى) أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلٰى ذَا فَيُصَلِّيْ مَعَهُ؟ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَصَلّٰى مَعَهُ.

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ

করল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের নিয়ে সালাত শেষ করেছিলেন। রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের কেউ এর উপর ছদকা করবে? (অর্থাৎ) এর সাথে সালাত পড়বে? সাহাবীদের একজন দাঁড়িয়ে সেই ব্যক্তির সাথে সালাত পড়লেন।

[সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ, প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৫৩৭, মেশকাত নং-১০৭৮]

প্রশ্ন-১৪৬. অধিক পরিমাণে বৃষ্টি ও শীতের দিনে জামায়াতে সালাত আদায় করা কি বাধ্যতামূলক?

উত্তর : অধিক পরিমাণে বৃষ্টি এবং শীত জামায়াতের আবশ্যকতাকে রহিত করে।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ اِذَا كَانَتْ لَيْلَةَ ذَاتِ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُوْلُ اَلاَ صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শীত এবং বৃষ্টির রাত্রে মুয়াজ্জিনকে বলতেন, আযানের মধ্যে একই বাক্যটুকু বাড়িয়ে দিও হে লোক সকল তোমরা সকলে নিজ নিজ বাড়ীতে সালাত আদায় করে নাও।

[মুসলিম শরীফ : ৩/১৪, হাদীস নং-১৪৭১]

প্রশ্ন-১৪৭. কখন জামায়াতে সালাত আদায় ওয়াজিব নয়?

উত্তর : ক্ষুধা নিবারণ এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজন (পায়খানা-প্রস্রাব) সারার সময় জামায়াত ওয়াজিব থাকে না।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَصَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الْاَخْبَثَانِ .

আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, ক্ষুধা নিবারণ (সামনে খাবার আসলে) এবং পায়খানা-প্রশ্রাব সারার সময় জামায়াতের সাথে সালাত ওয়াজিব হয় না।

[মুসলিম শরীফ : ২/৩৩৩, হাদীস নং-১১২৬]

مَسَائِلُ الْاِمَامَةِ

১৫. ইমামতি প্রসঙ্গে মাসায়েল

প্রশ্ন-১৪৮. ইমামতির উপযুক্ত কারা?

উত্তর : সর্বাপেক্ষা কুরআন তিলাওয়াতে অভিজ্ঞ, অতঃপর সর্বাপেক্ষা হাদীসে অভিজ্ঞ, অতঃপর প্রথম হিজরতকারী, অতঃপর প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিই ইমামদের উপযোগী। আমাদের সমাজে বলা হয়ে থাকে যে, বিবাহিত ঈমামের পিছনে সালাতের ফজিলত অবিবাহিত ঈমানের পিছনে সালাত থেকে ৭০ গুণ সওয়াব বেশি, যা হাদিস ভিত্তিক কথা নয়।

প্রশ্ন-১৪৯. কোন ইমামের ইমামতি নাজায়েয?

উত্তর : নির্দিষ্ট ইমামের অনুমতি ব্যতীত মেহমান ইমামের ইমামতি নাজায়েয।

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ فَاِنْ كَانُوْا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَاَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَاِنْ كَانُوْا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَاِنْ كَانُوْا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ سِنًّا وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِىْ سُلْطَانِهِ وَلاَ يَقْعُدُ فِىْ بَيْتِهِ عَلٰى تَكْرِمَتِهِ اِلاَّ بِاِذْنِهِ -

আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, সেই ব্যক্তি মুসল্লীদের ইমামতি করবেন যিনি আল্লাহর কিতাব (কুরআনে) তিলাওয়াতে সবচেয়ে বেশী অভিজ্ঞ। কুরআন তিলাওয়াতে যদি সকলেই সমান হয় তাহলে যিনি তাঁদের মধ্যে সুন্নাহ (হাদীস) সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ। তাতেও যদি সকলে এক সমান হয় তাহলে যিনি আগে হিজরত করেছেন। তাতেও যদি সকলে সমান হয় তাহলে যিনি বয়সে সবচেয়ে বড়। কোন ব্যক্তি

অন্য কোন ব্যক্তির অধিকারে ইমামতি করবে না এবং অনুমতি ব্যতীত কারো ঘরে তার বিশেষ আসনে বসবে না। [মুসলিম শরীফ : ২/৪৬৪, হাদীস নং-১৪০৪]

প্রশ্ন-১৫০. অন্ধ লোকের ইমামতি কী জায়েয?

উত্তর : অন্ধলোকের ইমামতি বৈধ।

عَنْ اَنَسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِسْتَخْلَفَ ابْنَ اُمِّ مَكْتُوْمٍ عَلَى الْمَدِيْنَةِ مَرَّتَيْنِ . يُصَلِّىْ بِهِمْ وَهُوَ اَعْمٰى .

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমকে দুইবার মদীনা শরীফে স্বীয় প্রতিনিধি নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি সালাতে ইমামতি করতেন অথচ তিনি ছিলেন অন্ধ।

[মেশকাত শরীফ : ৩/৯১, হাদীস নং-১০৫৩, সহীহ্ সুনানি আবু দাউদ : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৫৫৫]

প্রশ্ন-১৫১. ইমামের অনুসরণ করা কী?

উত্তর : ইমামের পূর্ণ অনুসরণ করা ওয়াজিব।

عَنْ اَنَسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ فَلاَ تَرْكَعُوْا حَتّٰى يَرْكَعَ وَلاَتَرْفَعُوْا حَتّٰى يَرْفَعَ .

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, ইমাম এই জন্যই নির্দিষ্ট করা হয় যেন তার পূর্ণ অনুসরণ করা যায়। অতএব সে যতক্ষণ না রুকু করে তোমরা রুকু করিও না, আর যতক্ষণ না সে (রুকু থেকে) উঠে তোমরাও উঠ না। [সহী আল বুখারী, ১/৩১৯, হাদীস নং-৬৮৮]

প্রশ্ন-১৫২. মুসাফিরের ইমামতি কী জায়েয?

উত্তর : মুসাফির স্থানীয় মুসল্লীদের ইমামতি করতে পারবে।

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضى) قَالَ مَا سَافَرَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الاَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى يَرْجِعَ وَاِنَّهٗ اَقَامَ بِمَكَّةَ زَمَنَ الْفَتْحِ ثَمَانَ عَشَرَةَ لَيْلَةً يُّصَلِّىْ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ اِلاَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا اَهْلَ مَكَّةَ قُوْمُوْا فَصَلُّوْا رَكْعَتَيْنِ اُخْرَتَيْنِ فَاِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ .

ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম ﷺ সফররত অবস্থায় ঘরে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত সব সময় সালাতকে কসর করতেন (অর্থাৎ চার রাকাত ফরযকে দু'রাকাত পড়তেন) তবে মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আঠার দিন পর্যন্ত মক্কা শরীফে ছিলেন তখন মাগরিব ছাড়া অন্য সব সালাত দুই দুই রাকাত পড়াতেন। সালাম ফিরিয়ে মুসল্লীদের বলতেন, হে মক্কাবাসী! তোমরা বাকী সালাত আদায় করে নাও, আমরা মুসাফির।

[মুসনাদে আহমদ : ৪/৪২০]

প্রশ্ন-১৫৩. ছয়-সাত বছরের ছেলে কখন ইমামতির যোগ্যতা রাখে?

উত্তর : যদি ছয়-সাত বছরের কোন বালক অন্যান্য লোক অপেক্ষা কুরআন তিলাওয়াতে অভিজ্ঞ হয় তখন সেই ইমামতির অধিকারী।

عَنْ عَمْرِ بْنِ سَلَمَةَ (رضى) قَالَ قَالَ اَبِىْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِىِّ ﷺ حَقًّا فَقَالَ اِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ اَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ اَكْثَرُكُمْ قُرْاٰنًا قَالَ فَنَظَرُوْا فَلَمْ يَكُنْ اَحَدٌ اَكْثَرَ مِنِّىْ قُرْاٰنًا فَقَدَّمُوْنِىْ وَاَنَا اِبْنُ سِتٍّ اَوْ سَبْعِ سِنِيْنَ ـ

আমর ইবনে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার আব্বা (সালামা) বলেছেন যে, আমি (সালামা) নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। ফেরার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, যখন সালাতের সময় হবে তখন এক ব্যক্তি আযান দিবে এবং যে কুরআন তিলাওয়াতে বেশী অভিজ্ঞ সে ইমামতি করবে। লোকেরা দেখল সে মজলিসে আমার চেয়ে কোরআন তিলাওয়াতে পারদর্শী কোন ব্যক্তি নেই, তখন তারা আমাকেই ইমাম বানালেন। তখন আমার বয়স ছিল ছয়-সাত বছর।

[মেশকাত শরীফ : ১/৯৩, হাদীস নং-১০৫৮, সহীহ সুনান আল নাসাঈ, প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৭৬১]

প্রশ্ন-১৫৪. নারীরা কি ইমামতি করতে পারবে?

উত্তর : নারী নারীদের ইমামতি করতে পারবে।

প্রশ্ন-১৫৫. ইমামতির সময় নারী ইমাম কোথায় দাড়াবে?

উত্তর : নারী যদি ইমামতি করে তখন তাঁকে কাতারের মধ্যখানে দাঁড়াতে হবে।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) أَنَّهَا أَمَّتْهُنَّ فَكَانَتْ بَيْنَهُنَّ فِىْ صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ .

আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নারীদের ইমামতি করেছেন। তখন তিনি কাতারের মধ্যখানে দাঁড়িয়েছিলেন।[আত্তালখীছুল হাবীর : দ্বিতীয় খণ্ড, হাদীস নং-৫৯৭]

প্রশ্ন-১৫৬. ইমামকে কীভাবে সালাত পড়ানো উচিত?

উত্তর : ইমামকে সংক্ষিপ্তভাবে সালাত পড়াতে হবে।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرَ، فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ .

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ লোকজনকে সালাত পড়াবে (ইমামতি করবে), তখন তাকে সংক্ষিপ্তভাবে পড়াতে হবে। কেননা তাদের মধ্যে রোগী, দুর্বল ও বৃদ্ধ রয়েছে। অবশ্য যখন কেউ একা একা সালাত আদায় করবে তখন সে যা ইচ্ছা দীর্ঘ করে পড়তে পারে। [আললুলুউ ওয়াল মারজান : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-২৬৮, মেশকাত নং-১০৬৩]

প্রশ্ন-১৫৭. ইমাম এবং মোক্তাদির মাঝখানে যদি কোন দেয়াল থাকে তাহলে কি সালাত হবে?

উত্তর : যদি ইমাম এবং মুক্তাদির মধ্যখানে দেয়াল কিংবা এমন কোন বস্তু আড়াল হয় যদ্বারা ইমামের উঠা-বসা ইত্যাদি দেখা না যায় তাহলেও সালাত জায়েয হয়ে যাবে।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حُجْرَتِهِ وَالنَّاسُ يَأْتَمُّوْنَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَةِ .

আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের কক্ষে সালাত পড়েছিলেন এবং লোকেরা বাহির থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক্তেদা করেছিলেন। [সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৯৯৬, মেশকাত নং-১০৪৬]

প্রশ্ন-১৫৮. কোন সালাত আদায় করার পর আবার ঐ সালাতের ইমামতি করা জায়েয?

উত্তর : কোন ব্যক্তি ফরজ সালাত আদায় করার পর ঐ ওয়াক্তের সালাতের জন্য সে অন্য মুসল্লীদের ইমামতি করতে পারবে।

প্রশ্ন-১৫৯. জায়েজ হলে প্রথম ও দ্বিতীয় সালাতের হুকুম কী?

উত্তর : উপরিক্ত নিয়মে ইমামের প্রথম সালাত ফরজ হবে এবং দ্বিতীয় সালাত নফল হবে।

প্রশ্ন-১৬০. ইমাম এবং মুক্তাদির নিয়ত যদি আলাদা আলাদা হয় তাহলে কি সালাতে কোন সমস্য হয়?

উত্তর : ইমাম এবং মুক্তাদির নিয়ত পৃথক পৃথক হলেও তা দ্বারা সালাতে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হয় না।

عَنْ جَابِرٍ (رضى) اَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّىْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عِشَاءَ الْاٰخِرَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى قَوْمِهِ فَيُصَلِّىْ بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ .

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, মা'আজ এশার সালাত নবী করীম ﷺ-এর সাথে আদায় করতেন, অতঃপর স্বগোত্রে গমণ করে সে সালাত পুনরায় পড়াতেন।
[মেশকাত শরীফ : ৩/১১১, হাদীস নং-১০৮২]

عَنْ مِحْجَنِ بْنِ الْاَدْرَعِ (رضى) قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلّٰى وَكُنْتُ فِيْهِ وَلَمْ اُصَلِّ فَقَالَ لِىْ اَلَا صَلَّيْتَ ؟ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ قَدْ صَلَّيْتُ فِى الرَّحْلِ ثُمَّ اَتَيْتُكَ قَالَ فَاِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَاجْعَلْهَا نَافِلَةً .

মিহজান ইবনে আদরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর কাছে মসজিদে হাযির হলাম। সালাতের সময় হল, তখন রাসূলুল্লাহ

ﷺ সালাত পড়ালেন। আমি সে স্থানে বসেই ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সালাত পড় নাই? আমি আরজ করলাম হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার নিকট আসার পূর্বে সালাতটি আমি ঘরে পড়ে এসেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যখন এরকম সুযোগ পাবে তখন জামায়াতের সাথেও আদায় করবে এবং তাকে নফল হিসেবে ধরে নেবে।

[মেশকাত শরীফ : ৩/১১৬, হাদীস নং-১০৮৯, সহীহুসুনান আল নাসাঈ, প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৮২৬]

প্রশ্ন-১৬১. মহিলারা কি একাকী কাতারে দাঁড়াতে পারে?

উত্তর : মহিলা একাকী কাতারে দাঁড়াতে পারে।

عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ صَلَّيْتُ اَنَا وَيَتِيْمٌ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَاُمِّيْ اُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا.

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং আর এক এতীম বালক নবী করীম ﷺ-এর পিছনে সালাত পড়েছি, তখন আমার মা উম্মে সুলাইম আমাদের পিছনে (একাকী) ছিল। [সহীহ্ আল বুখারী : ১/৩১৭, হাদীস নং-৬৮৩]

প্রশ্ন-১৬২. যে ইমাম নিয়ত করেনি তার ইক্তেদা করা কী জায়েয?

উত্তর : যে ব্যক্তি ইমামতির নিয়ত করেনি তাঁর ইক্তেদা করা জায়েয।

প্রশ্ন-১৬৩. দু'জন মিলে জামায়াত করলে মোক্তাদি ইমামের কোন পার্শ্বে দাড়ানো উচিত?

উত্তর : দুই ব্যক্তি মিলে জামায়াত করলে মুক্তাদিকে ইমামের ডান পার্শ্বে দাড়াতে হবে।

প্রশ্ন-১৬৪. যদি দু'জনের জামায়াতে তৃতীয় জন আসে তখন কি করণীয়?

উত্তর : তৃতীয় ব্যক্তি এসে সালাতে দাঁড়ালে উভয় মুক্তাদি ইমামের পিছনে চলে আসবে।

প্রশ্ন-১৬৫. সালাতরত অবস্থায় সামনে-পেছনে আসা যাওয়া কী জায়েয?

উত্তর : সালাতরত অবস্থায় দু এক কদম সামনে পেছনে হওয়া জায়েয।

عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُصَلِّىَ فَجِئْتُ حَتّٰى قُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَاَخَذَ بِيَدِيْ فَادَارَنِىْ حَتّٰى اَقَامَنِىْ عَنْ

يَمِيْنِهِ ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخَذَ بِيَدَيْنَا جَمِيْعًا فَدَفَعَنَا حَتّٰى اَقَامَنَا خَلْفَهُ .

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা সালাতের জন্য দাঁড়ালেন এমন সময় আমি এসে তাঁর বাম দিকে দাঁড়ালাম। নবী করীম ﷺ আমার হাত ধরে ঘুরিয়ে ডান দিকে দাঁড় করালেন। অতঃপর জব্বার ইবনে ছখর এসে যখন বাম পার্শ্বে দাঁড়ালেন তখন নবী করীম ﷺ আমাদের উভয়কে হাত ধরে পেছনে ঠেলে দিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

[মিশকাত শরীফ : ৩/৮২, হাদীস নং-১০৩৯ (তাহকীক আলবানী) নং-১১০৭]

প্রশ্ন-১৬৬. মানুষ যে ইমামকে পছন্দ করেন না, সে ইমামের ইমামতি কী বৈধ?

উত্তর : মানুষ যে ইমামকে পছন্দ করেন না তারপরও সে ইমামতি করলে তার ইমামতি মাকরূহ হবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا تَرْفَعُ لَهُمْ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُؤُوْسِهِمْ شِبْرًا رَجُلٌ اَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ وَامْرَاَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَالْعَبْدُ الْاَبَقُ .

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তির সালাত তাদের মাথার ওপর এক বিঘতও উঠানো হয় না (অর্থাৎ আল্লাহর নিকট কবুল হয় না)।

১. যে ব্যক্তি লোকের ইমামতি করে অথচ লোকজন তাকে অপছন্দ করেন।

২. সেই নারী যে রাত্রি যাপন করে অথচ তার স্বামী তার ওপর অসন্তুষ্ট।

৩. পলায়িত দাস।

[মেশকাত শরীফ : ৩/৯৫, হাদীস নং-১০৬০, সহীহ্ সুনানি ইবনে মাজা : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৭৯২]

مَسَائِلُ الْمَأْمُوْمِ

১৬. মুক্তাদির মাসায়েল

প্রশ্ন-১৬৭. মোক্তাদির জন্য ইমামের অনুসরণ করা কী?

উত্তর : মুক্তাদির জন্য ইমামের পরিপূর্ণ অনুসরণ ওয়াজিব।

عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ اِمَامُكُمْ فَلاَ تَسْبِقُوْنِىْ بِالرُّكُوْعِ وَلاَ بِالسُّجُوْدِ وَلاَبِالْقِيَامِ وَلاَ بِالْاِنْصِرَافِ.

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ আমাদেরকে সালাত পড়ালেন (ইমামতি করলেন), সালাত শেষে আমাদের দিকে ফিরে বললেন, হে মানুষেরা! আমি তোমাদের ইমাম। তোমরা রুকু, সিজদা, কিয়াম এবং সালাম ফিরানোতে আমার আগে করিও না।

[সহীহ্ মুসলিম : ২/২০৬, হাদীস নং-৮৪৪]

প্রশ্ন-১৬৮. মোক্তাদির কখন সিজদায় যাওয়া উচিত?

উত্তর : ইমাম সিজদায় চলে গেলে তারপরে মুক্তাদিকে সিজদায় যাওয়া উচিত। এমনিভাবে বাকী সালাতে ইমামকে অনুসরণ করতে হবে।

عَنِ الْبَرَاءِ (رضى) قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَحْنُوْ اَحَدٌ مِّنَّا ظَهْرَهٗ حَتّٰى نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ.

বারা ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে সালাত পড়তাম, যতক্ষণ না তাঁকে সিজদায় দেখতাম, আমরা কেউ পিঠ ঝুঁকাতাম (সিজদায় যেতাম) না। [মুসলিম শরীফ : ২/২৫১, হাদীস নং-৯৪৭]

প্রশ্ন-১৬৯. জামায়াত চলাকালীন কোন অবস্থায় ইমামের সাথে শরীক হতে হবে?

উত্তর : জামায়াত চলাকালীন ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সেই অবস্থায় ইমামের সাথে শরীক হতে হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جِئْتُمْ اِلَى الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلاَ تَعُدُّوْهُ شَيْئًا ، مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً، فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلاَةَ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা সালাতে আসবে তখন আমরা সিজদায় থাকলে (তাকবীরে তাহরীমা বেধে) সিজদায় চলে যাবে, কিন্তু তাকে রাকাত ধরবে না, যে ব্যক্তি এক রাকাত পেল সে সম্পূর্ণ সালাতের নেকী পাবে।

[সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৭৯২]

নোট : আমাদের সমাজে দেখা যায় লোকেরা যদি ঈমামকে দাঁড়ানো বা রুকুতে পায় তাহলে ঈমামের সাথে শরীক হয় আর যদি সিজদায় পায় তাহলে ঈমামের সাথে শরীক হয় না। এটা ঠিক না। ঈমামকে যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই অংশগ্রহণ করবে তার সাথে।

প্রশ্ন-১৭০. ইমামের অনুসরণ না করার পরিণাম কী?

উত্তর : ইমামের অনুসরণ না করলে তার মাথা গাধার মাথায় পরিণত হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا يَخْشٰى اَحَدُكُمْ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهٗ قَبْلَ الاِمَامِ اَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ رَأْسَهٗ رَأْسَ حِمَارٍ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সালাতে ইমামের পূর্বেই মাথা উঠায়, সে কি আল্লাহ তার মাথা গাধার মাথায় পরিণত করার ভয় করে না?

[সহীহ আল বুখারী : ১/৩০৬, হাদীস নং-৬৫০]

مَسَائِلُ الْمَسْبُوقِ

১৭. মাসবুক সম্পর্কিত মাসায়েল

প্রশ্ন-১৭১. জামায়াত চলাকালে জামায়াতে শরীক হতে হলে কী করতে হবে?

উত্তর : জামায়াত চলাকালীন যে ব্যক্তি পরে আসবে তাকে তাকবীরে তাহরীমা বলে ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সেই অবস্থায় শরীক হতে হবে।

প্রশ্ন-১৭২. কেউ যদি জামায়াতে এক রাকায়াত পায় তাহলে পূর্ণ সালাতের সাওয়াব পাবে?

উত্তর : জামায়াতের সাথে এক রাকাত পেলে সম্পূর্ণ সালাতের নেকী অর্জন করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جِئْتُمْ اِلَى الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلاَ تَعُدُّوْهُ شَيْئًا ، مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً، فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلاَةَ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা সালাতে আসবে তখন আমরা সিজদায় থাকলে (তাকবীরে তাহরীমা বেধে) সিজদায় চলে যাবে, কিন্তু তাকে রাকাত ধরবে না, যে ব্যক্তি এক রাকাত পেল সে সম্পূর্ণ সালাতের নেকী পাবে।

[সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৭৯২]

প্রশ্ন-১৭৩. জামায়াতের জন্য দৌড়া দৌড়ি করা কী জায়েয?

উত্তর : জামায়াত আরম্ভ হওয়ার পর যে ব্যক্তি আসবে তাকে দৌড়ে না আসা দরকার বরং আস্তে আস্তে এসে শরীক হবে।

প্রশ্ন-১৭৪. যারা মাসবুক হবে তাদের হুকুম কী?

উত্তর : যারা ইমামের সাথে পরে শরীক হবে তারা ইমামের সাথে যা পেয়েছে তাকে সালাতের প্রথম এবং সালামের পরে যা পড়েছে তাকে সালাতের শেষ মনে করতে হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلاَ تَاْتُوْهَا تَسْعَوْنَ وَاْتُوْهَا تَمْشُوْنَ عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যখন সালাত আরম্ভ হয়ে যায় তখন তোমরা দৌড়ে এসো না। বরং আস্তে আস্তে এসো, যা ইমামের সাথে মিলে তা আদায় কর। আর অবশিষ্ট অংশ পূর্ণ কর। [সহীহ্ আল বুখারী, ১/৩৮২, হাদীস নং-৮৫৫]

প্রশ্ন-১৭৫. ফরজ সালাতের ইকামত হওয়ার পর একাকী অন্য কোন সালাত পড়া কি বৈধ?

উত্তর : যখন ফরজ সালাতের জন্য ইক্বামত হয়ে যায়, তখন একাকী কোন নফল, সুন্নাত সালাত পড়া নাজায়েয, যদিও প্রথম রাকাত পাওয়ার পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস থাকে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلاَ صَلَاةَ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ ـ

আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন ফরজের ইক্বামত হয়ে যাবে তখন ফরজ ছাড়া অন্য কোন সালাত হয় না। [মুসলিম শরীফ : ৩/৩২, হাদীস নং -১৫১৪]

ব্যাখ্যা : অনেক মসজিদে দেখা যায় যে, ফজরের ফরজ সালাতের জামাত হচ্ছে এমতাবস্থায় অনেকে সুন্নাত পড়েন যা ঠিক নয়।

صِفَةُ الصَّلَاةِ

১৮. সালাত আদায়ের নিয়ম

প্রশ্ন-১৭৬. মুখে শব্দ করে নিয়ত করা কি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?

উত্তর : 'নিয়ত' অন্তরের দৃঢ় প্রতিশ্রুতির নাম। মুখে শব্দ করে নিয়ত করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় বরং তা বিদআত।

প্রশ্ন-১৭৭. সালাতের সময় কাতার সোজা করা কী বাধ্যতামূলক?

উত্তর : কাতারসমূহ সোজা করা এবং ইক্বামত বলার পর ইমামকে 'আল্লাহু আকবার' বলে সালাত আরম্ভ করতে হবে।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَوِّىْ يَعْنِىْ صُفُوْفَنَا اِذَا قُمْنَا لِلصَّلٰوةِ فَاِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ.

নুমান ইবনে বশীর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন সালাতে দণ্ডায়মান হতাম তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাতারসমূহ সোজা করে দিতেন। অত:পর আমরা কাতার সোজা করে দাঁড়ালে তিনি তাকবীর (তাহ্রীমা) বলতেন। [সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৬১৯]

প্রশ্ন-১৭৮. তাকবীরে তাহরীমার সাথে সাথে হাত কতটুকু উঠাতে হবে?

উত্তর : তাকবীরে তাহরীমার সাথে সাথে দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠানো সুন্নাত।

প্রশ্ন-১৭৯. তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় দুই হাতে কান স্পর্শ করা কী জরুরী?

উত্তর : তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় দুই হাতে কান স্পর্শ করা বা ধরা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

عَنْ نُعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَوِّىْ صُفُوْفَنَا اِذَا قُمْنَا اِلَى الصَّلاَةِ فَاِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ ـ

নূমান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হতাম তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাতারগুলো বরাবর (সমান)করে দিতেন। অতঃপর 'আল্লাহু আকবার' বলে সালাত আরম্ভ করতেন।

[সহীহ্ সুনানি আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৬১৯]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ ـ

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের প্রারম্ভে কাঁধ (বরাবর) পর্যন্ত হাত উঠাতেন। [সহীহ্ আল বুখারী : ১/৩২০, হাদীস নং-৬৯৪]

প্রশ্ন-১৮০. দাঁড়ানো অবস্থায় হাত খুলে রাখা কী জায়েয?

উত্তর : দাঁড়ানো অবস্থায় হাত খুলে রাখা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

প্রশ্ন-১৮১. হাত বাধার সময় ডান হাত কী বাম হাতের উপর রাখা বাধ্যতামূলক?

উত্তর : হাত বাঁধার সময় ডান হাত বাম হাতের উপর থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন-১৮২. হাত কোথায় বাঁধা সুন্নাত?

উত্তর : হাত বক্ষ বা নাভীর উপর বাঁধা সুন্নাত।

عَنْ طَاوُوْسٍ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلٰى صَدْرِهٖ وَهُوَ فِى الصَّلاَةِ ـ

তাউস (রহ) থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে শক্তভাবে সিনায় বাঁধতেন।

[সহীহ্ সুনানি আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৬৮৭]

ব্যাখ্যা : তাকবীরে তাহরীমার পর রুকুতে যাওয়ার পূর্বে হাত বেঁধে দাড়ানোকে 'কিয়াম' বলা হয়।

প্রশ্ন-১৮৩. তাকবীরে তাহরীমার পর কী পড়তে হয়?

উত্তর : তাকবীরে তাহরীমার পর সানা বা দোয়ায়ে ইস্তেফতাহ্ পাঠ শেষে আউযুবিল্লাহ .... এবং বিসমিল্লাহ .... নীরবে পড়বে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَبَّرَ فِى الصَّلاَةِ سَكَتَ هَنِيَةً، قَبْلَ اَنْ يَّقْرَأَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اَرَاَيْتَ سُكُوْتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُوْلُ، قَالَ : اَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرْدِ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীরে তাহরীমা এবং কেরাতের মধ্যখানে কিছু সময় নীরব থাকতেন। আমি একবার বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কোরবান হোক, আপনি যে তাকবীর ও কেরাতের মধ্যখানে নীরব থাকেন তাতে কী বলেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি বলি, "আল্লাহুম্মা বা-ইদবাইনী ওয়াবাইনা খাতা-ইয়া-ইয়া কামা বা'আত্তা বাইনাল মাশরিক্বি ওয়াল মাগরিবি, আল্লাহুম্মা নাক্বিনী মিনাল খাতা-ইয়া কামা ইউনাক্কাস ছাওবুল আবইয়াযু মিনাদদানাসি আল্লাহুম্মাগসিলনী মিন খাতা-ইয়া-ইয়া বিসসালজি ওয়ালমায়ী ওয়ালবারদি।"

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি ও আমার পাপরাশির মধ্যে ব্যবধান করে দাও যেভাবে তুমি ব্যবধান করে দিয়েছে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। আল্লাহ! তুমি আমাকে পাপমুক্ত কর যেভাবে পরিষ্কার করা হয় সাদা কাপড় ময়লা থেকে। হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপরাশি ধৌত করে ফেল পানি, বরফ ও মুষলধার বৃষ্টি দ্বারা।

[মুসলিম শরীফ : ২/৩৮১, হাদীস নং-১২৩০]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى صَلاَةً
لَمْ يَقْرَاْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِىَ خِدَاجٌ ثَلاَثًا غَيْرُ تَامٍ ـ فَقِيْلَ
لِاَبِىْ هُرَيْرَةَ اِنَّا نَكُوْنُ وَرَاءَ الْاِمَامِ، فَقَالَ اِقْرَاْبِهَا فِىْ نَفْسِكَ ـ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত আরম্ভ করতেন, তখন নিম্ন দোয়াটি পাঠ করতেন হে আল্লাহ্! তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তোমার প্রশংসার সাথে, তোমার নাম কল্যাণকর, উচ্চ তোমার মহিমা এবং তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। [সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৭০২]

প্রশ্ন-১৮৪. বিসমিল্লাহ্ এর পর কী পড়া বাধ্যতামূলক ?

উত্তর : 'বিসমিল্লাহ'-এর পর সূরা ফাতেহা তিলাওয়াত করা চাই।

প্রশ্ন-১৮৫. প্রত্যেক সালাতের প্রত্যেক রাকয়াতে কোন সূরা পড়া বাধ্যতামূলক?

উত্তর : সূরা ফাতেহা প্রত্যেক সালাতের প্রত্যেক রাকাতে পড়তে হবে।

প্রশ্ন-১৮৬. যে রুকুতে শরীক হবে তাকে কী সে রাকাত দ্বিতীয়বার আদায় করতে হবে?

উত্তর : রুকুতে যে শরীক হবে তাকে সে রাকাত দ্বিতীয়বার পড়তে করতে হবে না।

প্রশ্ন-১৮৭. ইমাম মুক্তাদি এবং একাকী সালাত আদায়কারী সকলের জন্য কি ফাতেহা পাঠ বাধ্যতামূলক?

উত্তর : ইমাম, মুক্তাদি এবং একাকী সালাত আদায়কারী সকলকে সূরা ফাতেহা পাঠ করতে হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى صَلاَةً
لَمْ يَقْرَاْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِىَ خِدَاجٌ ثَلاَثًا غَيْرُ تَمَامٍ ـ فَقِيْلِ
لِاَبِىْ هُرَيْرَةَ اِنَّا نَكُوْنُ وَرَاءَ الْاِمَامِ، فَقَالَ اِقْرَاْبِهَا فِىْ نَفْسِكَ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতেহা তিলাওয়াত করে নাই তার সালাত অসম্পূর্ণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ একথাটি তিনবার বলেছেন। তারপর আবু হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা

হল, যখন আমরা ইমামের পিছনে সালাত আদায় করব তখন কী করব? আবু হুরায়রা (রা) বললেন, তখন মনে মনে পড়ে নিও।

[মুসলিম শরীফ : ২/১৬০, হাদীস নং- ৭৬২]

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى (رضى) قَالَ عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلاَةِ فَلْيَؤُمَّكُمْ اَحَدُكُمْ وَاِذَا قَرَأَ الْاِمَامُ فَاَنْصِتُوْا ـ

আবু মূছা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে বলেছেন, যখন তোমরা সালাতের ইচ্ছা করবে, তখন তোমাদের মধ্য থেকে একজনকে ইমাম বানাবে। যখন ইমাম কেরাত পাঠ করবে তখন তোমরা নীরব থাকবে। [আহমদ : ৬/৪১৫]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَهُ اَنْ يَخْرُجَ فَيُنَادِىْ لاَصَلٰوةَ اِلاَّ بِقِرَاَءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ একথা ঘোষণা করার হুকুম দিয়েছেন যে, সূরা ফাতেহা ছাড়া সালাত হয় না। এর চেয়ে বেশী কেউ চাইলে পড়তে পারবে। [সহীহ সুনানি আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৭৩৩]

নোট : সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায হবে না এ মর্মে উল্লেখিত হাদীস ছাড়াও একাধিক হাদীস রয়েছে। আর নিম্নের হাদীস খানা বুখারী মুসলিমসহ সিহাসিত্তার সকল গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে– لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির সালাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সূরাকে ফাতিহা পাঠ করে না।

প্রশ্ন-১৮৮. ইমাম ফাতেহা পাঠ শেষ করলে সকলের কী বলা উচিত?

উত্তর : ইমাম সূরা ফাতেহা শেষ করলে সকলে 'আমীন' বলবে।

প্রশ্ন-১৮৯. উচ্চস্বরে আমীন বলার উপকারিতা কী?

উত্তর : উচ্চস্বরে আমীন বলা অতীতের গুনাহ মোচনের কারণ।

প্রশ্ন-১৯০. আমীন কখন আস্তে এবং জোরে বলা উচিত?

উত্তর : যে সালাতে কেরাত ধীরে ধীরে পড়া হয় তথায় আস্তে, আর যে সালাতে কেরাত উচ্চ আওয়াজে পড়া হয় তথায় উচ্চ আওয়াজে 'আমীন' বলা সুন্নাত।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّهُ، مَنْ وَافَقَ تَامِيْنُهُ تَاْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন ইমাম আমীন বলবে তোমরাও বল। কারণ, যাদের 'আমীন' শব্দ ফেরেশতাদের 'আমীন' শব্দের সাথে মিলবে তার অতীতের যাবতীয় (সগীরা) গোনাহ্ মোচন হয়ে যাবে। [মুসলিম শরীফ : ২/১৮০, হাদীস নং-৭৯৯]

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَرَأَ وَلاَ الضَّالِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ .

ওয়ায়েল ইবনে হুজুর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন 'ওয়ালাদ্দাল্লীন' বলতেন, তখন উচ্চ আওয়াজে 'আমীন' বলতেন।

[সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৮২৪]

প্রশ্ন-১৯১. সূরা ফাতেহার পর প্রথম দুই রাকাতে অন্য কোন সূরা বা আয়াত মিলানো কী আবশ্যক?

উত্তর : ইমামকে সূরা ফাতেহার পর প্রথম দুই রাকাতে কোরআনের অন্য যে কোন একটি সূরা বা তার অংশ বিশেষ তিলাওয়াত করতে হবে।

প্রশ্ন-১৯২. প্রথম রাকাতের চেয়ে কি দ্বিতীয় রাকাত দীর্ঘ করা আবশ্যক?

উত্তর : সকল সালাতে ইমামকে দ্বিতীয় রাকাত অপেক্ষা প্রথম রাকাতকে দীর্ঘ করতে হবে।

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَاُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاَوَّلَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ يَطُوْلُ فِى الْاُوْلٰى وَيَقْصُرُ فِى الثَّانِيَةِ وَيُسْمَعُ الْاٰيَةُ اَحْيَانًا، وَكَانَ يَقْرَاُ فِى الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ، وَكَانَ يَطُوْلُ فِى

الْأُوْلَى وَيَقْصُرُ فِى الثَّانِيَةِ وَكَانَ يَطُوْلُ فِى الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَيَقْصُرُ فِى الثَّانِيَةِ ـ

আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ জোহরের প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতেহা ব্যতীত আরো দুটি সূরা তিলাওয়াত করতেন, আর পরের দুই রাকাতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়তেন। কখনো কোন কোন আয়াত উচ্চ আওয়াজে পড়তেন যা আমরা শুনতে পেতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম রাকাতকে দ্বিতীয় রাকাত অপেক্ষা দীর্ঘ করতেন। এমনিভাবে আসর এবং ফজরের সালাতও আদায় করতেন। [সহীহ আল বুখারী : ১/৩৩১, হাদীস নং-৭১৫]

প্রশ্ন-১৯৩. মুক্তাদি কোন কোন সালাতে সূরা ফাতেহার সাথে অন্য সূরা মিলাতে পারবে?

উত্তর : মুক্তাদিকে ইমামের পিছনে জোহর এবং আসরের প্রথম দুই রাকাতে ফাতেহার সাথে অন্য একটি সূরা মিলানো ভাল। বাকী দুই রাকাতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়বে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ كُنَّا نَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً وَفِى الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ـ

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জোহর এবং আসরের সালাতে ইমামের পিছনে প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতেহা এবং অন্য একটি সূরা পড়তাম। আর বাকী দুই রাকাতে সূরা ফাতেহা পড়তাম।

[সহীহু সুনানি ইবনে মাজা : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৬৮৭]

প্রশ্ন-১৯৪. কোন কোন সালাতে কেরাতের তারতীব বজায় রাখা ওয়াজিব?

উত্তর : যে সকল সালাতে কেরাত উচ্চ আওয়াজে পড়া হয়, তথায় প্রথম এবং দ্বিতীয় রাকাতের কেরাতে তারতীব বজায় রাখা ওয়াজিব নয়।

প্রশ্ন-১৯৫. একই রাকাতে সূরা ফাতেহার পর দুই সূরা মিলিয়ে সালাত পড়া জায়েয?

উত্তর : একই রাকাতে সূরা ফাতেহার পরে দুই সূরা মিলানোও জায়েয।

عَنْ اَنَسٍ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِىْ مَسْجِدِ قُبَاءَ وَكَانَ كُلَّمَا اِفْتَتَحَ سُوْرَةً يَّقْرَءُ بِهَا لَهُمْ فِى الصَّلٰوةِ مِمَّا يَقْرَءُ بِهٖ اِفْتَتَحَ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ حَتّٰى فَرَغَ مِنْهَا ثُمَّ يَقْرَءُ بِسُوْرَةٍ اُخْرٰى مَعَهَا وَكَانَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ .... فَلَمَّا اَتٰهُمُ النَّبِىُّ ﷺ اَخْبَرُوْهُ الْخَبْرَ فَقَالَ يَا فُلَانٌ مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهٖ اَصْحَابُكَ وَمَا يَحْمِلُكَ عَلٰى لُزُوْمِ هٰذِهِ السُّوْرَةِ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ ..... فَلَمَّا اٰتٰهُمُ النَّبِىُّ ﷺ اَخْبَرُوْهُ الْخَبْرَ فَقَالَ يَا فُلَانٌ مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهٖ اَصْحَابُكَ وَمَا يَحْمِلُكَ عَلٰى لُزُوْمِ هٰذِهِ السُّوْرَةِ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَقَالَ اِنِّىْ اُحِبُّهَا فَقَالَ حُبُّكَ اِيَّاهَا اَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ ـ

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক আনসারী সাহাবী কুবা মসজিদে অন্যান্য আনসারী সাহাবীদের ইমামতি করতেন। তিনি প্রত্যেক জেহরী (প্রকাশ্য) সালাতে প্রথমে সূরা 'এখলাছ' তিলাওয়াত করে তারপর অন্য যে কোন সূরা পড়তেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তথায় তাশরীফ আনলেন আনসাররা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ অবস্থা বর্ণনা করলেন। রাসূল ﷺ ইমামকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি লোকজনের কথা মতে চলনা কেন? আর প্রত্যেক রাকাতে কেরাতের পূর্বে সূরা এখলাছ পড় কেন? জবাবে আনসারী সাহাবী বললেন, আমি সূরা এখলাছকে ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সূরা এখলাছের মুহাব্বত তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। [সহীহ্ আল বুখারী : ১/৩৩৬]

قَرَءَ الْاَحْنَفُ بِالْكَهْفِ فِى الْاُوْلٰى وَفِى الثَّانِيَةِ بِيُوْسُفَ اَوْيُوْنُسَ وَذَكَرَ اَنَّهٗ صَلّٰى مَعَ عُمَرَ الصُّبْحَ بِهِمَا۔

আহনাফ (রা) প্রথম রাকাতে সূরা 'কাহাফ' এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইউসুফ বা ইউনুছ তিলাওয়াত করেছিলেন এবং বলেছেন যে, আমি ফজরের সালাত উমর (রা)-এর সাথে পড়েছি তিনি এই দুই সূরা তিলাওয়াত করেছিলেন।

[সহীহ আল বুখারী : ১/৩৩৬]

প্রশ্ন-১৯৬. প্রথম এবং দ্বিতীয় রাকাতে একই সূরা তিলাওয়াত করা কি জায়েয?

উত্তর : ইমাম কিংবা একাকী সালাত আদায়কারী ব্যক্তি প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাতে একই সূরা তিলাওয়াত করতে পারে।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْجُهَنِىْ (رضى) قَالَ اِنَّ رَجُلاً مِّنَ الْجُهَيْنَةِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ فِى الصُّبْحِ اِذَا زُلْزِلَتْ فِى الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا فَلاَ اَدْرِىْ اَنَسِىَ اَمْ قَرَأَ ذٰلِكَ عَمَدًا ـ

মুআজ ইবনে আবদুল্লাহ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জুহাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ফজরের সালাতের দুই রাকাতে 'সূরা ঝিলঝাল' তিলাওয়াত করতে শুনেছেন। অতঃপর লোকটি বললেন, জানি না, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কাজটি ভুলে করেছেন নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে? [সহীহ সুনানি আবিদাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৭৩০]

প্রশ্ন-১৯৭. কোরআন মনে রাখতে না পারলে সালাত কীভাবে আদায় করতে হবে?

উত্তর : যদি কোন ব্যক্তি কুরআন মজীদ মোটেই মুখস্থ করতে না পারে তাহলে সে ক্বেরাতের স্থানে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'সুবহানাল্লাহ,', আলহাম্‌দুলিল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আকবার' বলবে।

عَنْ اَبِىْ اَوْفٰى (رضى) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ لاَ اَسْتَطِيْعُ اَنْ اٰخُذَ شَيْئًا مِّنَ الْقُرْاٰنِ فَعَلِّمْنِىْ شَيْئًا يُجْزِئُنِىْ مِنَ الْقُرْاٰنِ فَقَالَ قُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ـ

আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি কুরআনের কোন অংশ স্মরণ রাখতে পারিনা, আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দেন যা কুরআনের স্থানে যথেষ্ট হয়। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তুমি কেরাতের স্থানে 'সুবহানাল্লাহ', লা ইলাহা ইল্লাহ, আলহামদুল্লিাহ, আল্লাহু আকবার এবং লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ পাঠ করিও। [সহীহ্ সুনান আন নাসায়ী : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৮৮৫, মেশকাত-৭৪৮]

প্রশ্ন-১৯৮. ক্বেরাত পড়ার সময় প্রশ্ন বোধক আয়াতের জবাবে কী বলা উচিত?

উত্তর : কেরাত পড়ার সময় বিভিন্ন সূরার প্রশ্নবোধক আয়াতসমূহের জবাবে নিম্নোক্ত বাক্যগুলো বলা 'সুন্নাত'।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا قَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى قَالَ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى -

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ যখন সালাতে 'সূরা আলা' (সাব্বিহিছমা রাব্বিকাল আ'লা) তিলাওয়াত করতেন, তখন উত্তরে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' বলতেন।

[সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৭৮৫, মেশকাত-৭৯৯]

عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِىْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّىْ فَوْقَ بَيْتِهٖ وَكَانَ اِذَا قَرَءَ اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى قَالَ سُبْحَانَكَ فَبَلٰى فَسَأَلُوْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُهٗ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

মূসা ইবনে আবু আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নিজের ঘরে সালাত আদায়রত ছিল, যখন সে আলাইসা যালিকা বিক্বাদিরিন আ'লা আঁইয়ুহ্য়িয়াল মাউতা' আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, তখন বলল, 'সুবহানাকা ফাবালা।' যখন লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করল তখন সে বলল, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এরূপ শুনেছি। [সহীহ্ সুনানি আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৭৮৬]

প্রশ্ন-১৯৯. কুরআন তিলাওয়াতের সময় সেজদার আয়াত আসলে কি করতে হবে?

উত্তর : কুরআন তিলাওয়াতের সময় সেজদায়ে তেলাওয়াত আসলে তখন তেলাওয়াতকারী এবং শ্রবণকারী উভয়কে সেজদা করতে হবে।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ فَيَقْرَأُ سُوْرَةً فِيْهَا سَجْدَةٌ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন তিলাওয়াতের সময় সেজদার আয়াতে পৌছলে সেজদা করতেন এবং আমরাও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে সেজদা করতাম। [মুসলিম শরীফ : ২/৩৫৫, হাদীস নং-১১৭১]

প্রশ্ন-২০০. সেজদায়ে তেলাওয়াতের দোয়া কী?

উত্তর : সেজদার তেলাওয়াতের মাসনূন দোয়া এই–

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ بِاللَّيْلِ سَجَدَ وَجْهِىْ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهٖ وَقُوَّتِهٖ ـ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ তাহাজ্জুদের সময় যখন সেজদা করতেন তখন বলতেন, "সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লাযী-খালাক্বাহু ওয়াশাক্কা সাময়াহু ওয়াবাসারাহু বিহাওলিহী ওয়াকুউওয়াতিহী।"

অর্থ : আমার মুখমণ্ডল (সহ আমার গোটা দেহ) সেজদায় অবনমিত সেই মহান সত্ত্বার জন্য যে তা সৃষ্টি করেছেন এবং তার বর্ণ, চক্ষু বিদীর্ণ করেছেন নিজের ইচ্ছা ও শক্তিতে। [সহীহ্ সুনানে তিরমিযী : ৩য় খণ্ড, হাদীস নং-২৭২৩]

প্রশ্ন-২০১. নবী ﷺ কোন তেলাওয়াতে সিজদার সিজদা করেন নি?

উত্তর : সেজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব তবে এই বর্ণনা অনুসারে দেখা যায় যে, নবী ﷺ সূরা নাজম তিলাওয়াতপূর্বক সিজদা করেন নি।

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (رضى) قَالَ قَرَأْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا ـ

যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর সামনে সূরা 'আন নাজ্ম' তেলাওয়াত করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তথায় সেজদা করেননি। [সহীহ্ আল বুখারী : ১/৪৪৬, হাদীস নং-১০০৭]

প্রশ্ন-২০২. রাফায়ে ইয়াদাইন কি?

উত্তর : রুকুতে যাওয়ার পূর্বে এবং রুকু থেকে উঠার পর দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠানো সুন্নাত। এটাকে 'রাফায়ে ইয়াদাইন' বলা হয়।

প্রশ্ন-২০৩. দ্বিতীয় রাকাতেও কি রাফায়ে ইয়াদাইন করতে হয়?

উত্তর : তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট সালাতে দ্বিতীয় রাকাত থেকে উঠার সময়ও 'রাফায়ে ইয়াদাইন' করা সুন্নাত।

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) كَانَ اِذَا دَخَلَ فِى الصَّلاَةِ كَبَّرَوَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ .

ইবনে ওমর (রা) নাফে থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) যখন সালাত আরম্ভ করতেন তখন 'আল্লাহু আকবার' বলে দু'হাত উঠাতেন, আর যখন রুকু করতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন। আবার রুকু থেকে উঠার সময় 'ছামিয়াল্লাহুলিমান হামিদাহ' বলেও দু'হাত উঠাতেন এবং বলতেন নবী করীম ﷺ এভাবে হাত উঠাতেন। [সহীহ্ আল বুখারী : ১/৩২১, হাদীস নং-৬৯৫]

প্রশ্ন-২০৪. রুকু ও সিজদার তাসবীহ্ কী?

উত্তর : রুকু এবং সিজদার বিভিন্ন মাসনূন তাসবীহগুলোর দুইটি হলো–

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِى (رضى) اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا رَكَعَ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَاِذَا سَجَدَ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকুতে তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' (অর্থ : আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করছি) এবং সিজদায় তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' বলতেন। (অর্থ : আমি আমার সুউচ্চ প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করছি)। [সহীহ সুনানে ইবনে মাজা : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৭২৫]

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ .

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ রুকু এবং সেজদায় এই দোয়াটি পাঠ করতেন : 'সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুল মালাইকাতি ওয়াররুহ'।

অর্থ : অতিনিরঞ্জন, অসীম পবিত্র ফিরিশতা মণ্ডলী ও জীবরীলের প্রভু (আল্লাহ)
[মুসলিম শরীফ : ২/২৬৩, হাদীস নং-৯৭৩]

প্রশ্ন-২০৫. রুকুতে হাত কোথায় রাখতে হয়?

উত্তর : রুকুতে উভয় হাত শক্তভাবে হাঁটুর উপর রাখবে।

প্রশ্ন-২০৬. রুকুতে হাত কীভাবে রাখতে হয়?

উত্তর : রুকুতে উভয় হাত খুলে রাখতে হবে।

قَالَ اَبُوْحُمَيْدٍ (رضى) فِىْ اَصْحَابِهِ اَمْكَنَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ .

আবু হুমাইদ (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকু করতেন তখন নিজের হাত দিয়ে হাঁটু শক্তভাবে ধরতেন। [সহীহ আল বুখারী : ১/৩৪১]

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَيُجَافِىْ بِعَضُدَيْهِ .

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকু করতেন তখন দু'হাত দু'হাঁটুর উপর রাখতেন এবং বাহু খুলে দিতেন।

[সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৭১৪]

প্রশ্ন-২০৭. রুকূ অবস্থায় কোমর এবং মাথা কীভাবে রাখা উচিত?

উত্তর : রুকূ অবস্থায় কোমর সোজা হওয়া এবং মাথা কোমরের সমান হওয়া আবশ্যক। উপরে বা নীচে না হওয়া চাই।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِذَا رَكَعَ لَمْ يَشْخَصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يَصْوِبْهُ وَلٰكِنْ بَيْنَ ذٰلِكَ ـ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রুকূ করতেন, তখন মাথা উপরেও রাখতেন না এবং নীচেও রাখতেন না, বরং কোমরের সমান করে রাখতেন। [মুসলিম শরীফ : ২/২৭১, হাদীস নং-৯৯১]

প্রশ্ন-২০৮. সালাতের চোর কে?

উত্তর : যে ব্যক্তি রুকূ এবং সেজদা ঠিকভাবে আদায় করে না সে সালাতের চোর।

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْوَاُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِىْ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ لاَيَتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلاَ سُجُوْدَهَا ـ

আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, সবচেয়ে মন্দ চোর হলো সালাত চোর। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সালাতে আবার চুরি হয় কী করে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি রুকূ-সেজদা সঠিকভাবে করে না সেই সালাত চোর।

[মেশকাত-তাহকীক : আলবানী : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৮৮৫]

প্রশ্ন-২০৯. রুকূ এবং সেজদায় কুরআন তেলাওয়াত করা কী জায়েয?

উত্তর : রুকূ এবং সেজদায় কুরআন তেলাওয়াত কর নিষেধ।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَقْرَاَ الْقُرْاٰنَ رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, লোক সকল! তোমরা মনে রেখ, আমাকে রুকু সেজদায় কুরআন তিলাওয়াত করতে নিষেধ করা হয়েছে। [মুসলিম শরীফ : ২/২৫৫, হাদীস নং-৯৫৬]

প্রশ্ন-২১০. রুকুর পর কতক্ষণ দাঁড়ানো উচিত?

উত্তর : রুকুর পর স্থিরভাবে সোজা হয়ে দাঁড়ানো আবশ্যক।

عَنْ ثَابِتٍ (رضى) قَالَ كَانَ اَنَسٌ يَنْعَتُ لَنَا صَلاَةَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ يُصَلِّىْ فَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهٗ مِنَ الرُّكُوْعِ قَامَ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ نَسِىَ ـ

ছাবেত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রা) যখন আমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের বর্ণনা দিতেন তখন নিজে সালাত পড়ে দেখাতেন। রুকু থেকে মাথা তুলে কাউমার (দাড়ানোর) জন্য খাঁড়া হলে লম্বা সময় দাঁড়াতেন। আমরা মনে করতাম হয়ত আনাস সেজদায় যাওয়া ভুলে গেছেন। [সহীহ আল বুখারী : ১/৩৪৪, হাদীস নং-৭৫৬]

قَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ (رضى) فَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهٗ اِسْتَوٰى حَتّٰى يَعُوْدَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهٗ ـ

আবু হুমাইদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রুকু থেকে মাথা তুলতেন তখন সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন যেন তাঁর মেরুদণ্ডের হাড়গুলো স্ব-স্ব স্থানে সংস্থাপিত হয়ে যায়। [সহীহ আল বুখারী : ১/৩৪৪]

ব্যাখ্যা : রুকুর পর সোজাভাবে দাঁড়ানোকে 'কাওমা' বলা হয়। কাওমা অবস্থায় হাত বাঁধা এবং খোলা রাখাল প্রসঙ্গে হাদীসে কোন স্পষ্ট বিবরণ নেই। তাই উভয় নিয়ম জায়েয হবে।

প্রশ্ন-২১১. রুকুর পর দাঁড়িয়ে কোন দোয়াটি পড়তে হয়?

উত্তর : দাঁড়ানোর পর দোয়া নিম্নরূপ-

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ (رضى) قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهٗ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ فَقَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهٗ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ

فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ اٰنِفًا؟ قَالَ اَنَا، قَالَ : رَاَيْتُ بِضْعَةً وَّثَلَاثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا اَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا اَوَّلاً ـ

রিফাআ' ইবনে রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর পিছনে সালাত আদায়রত ছিলাম। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকু থেকে মাথা তুললেন তখন সামিয়াল্লাহুলিমান হামিদাহ বললেন। মুক্তাদিদের মধ্যে একজন বললেন, 'রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদু হামদান কাছীরান তোয়াইয়িবান মুবারাকান ফীহি।' সালাত শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, এ বাক্যগুলো কে বলেছে? একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমি বলেছি। তখন নবী ﷺ বললেন, আমি দেখলাম (বাক্যগুলো বলার সাথে সাথে) ত্রিশ জনেরও অধিক ফেরেস্তা সর্বাগ্রে তা লিখে নেয়ার জন্য (নিজেদের মধ্যে) প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছেন। [সহীহ আল বুখারী : ১/৭৫৫]

প্রশ্ন-২১২. কয়টি অঙ্গের মাধ্যমে সেজদা করতে হয়?

উত্তর : সাত অঙ্গের মাধ্যমে সেজদা করা আবশ্যক।

নোট : দুই হাত, দুই হাটু, দুই পা ও নাক-কপাল।

প্রশ্ন-২১৩. সেজদাবস্থায় নাক কীভাবে রাখা উচিত?

উত্তর : সেজদাবস্থায় জমিনের সাথে নাক লাগান আবশ্যক।

প্রশ্ন-২১৪. সালাতের সময় কাপড় ও চুল ইত্যাদি ঠিক করা কী জায়েয?

উত্তর : সালাত আদায়ের সময় কাপড় চুল ইত্যাদি ঠিক করা নিষেধ।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَاَشَارَ بِيَدِهٖ عَلٰى اَنْفِهٖ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَاَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكْفِتُ الثِّيَابَ وَالشَّعْرَ ـ

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমাকে সাত অঙ্গের সাহায্যে সেজদা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। যথা কপাল (একথা বলার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের নাক মোবারকের দিকে ইঙ্গিত করেছেন) দুই হাত, দুই হাঁটু, উভয় পায়ের

আঙ্গুলসমূহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, আমি সালাতবস্থায় চুল ঠিক না করার ও কাপড় টেনে না ধরার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। [সহীহ আল বুখারী : ১/৩৫০, হাদীস নং-৭৬৭]

নোট : সালাতরতাবস্থায় কাপড় বা চুল গুটিয়ে বা ভাজ করে রাখা উচিত নয়।

প্রশ্ন-২১৫. সিজদা করার নিয়ম কী? এবং দুই সিজদার মাঝখানে কী দোয়া পড়তে হয়?

উত্তর : সেজদা সম্পূর্ণ স্থিরতার সাথে করা আবশ্যক।

দু'সিজদার মাঝখানের দোয়া–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاجْبُرْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ ـ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ার হামনী ওয়াজবুরনী অহদিনী ওয়ার যুকনী।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি রহমত করুন, আমাকে আপনার অনুগত করে দেন, আমাকে হেদায়াত দান করুন এবং আমাকে রিজিক দান করুন। (তিরমিজি-৬৩ পৃ.)

প্রশ্ন-২১৬. সেজদার সময় দুই বাহু জমিনে বিছিয়ে দেয়া কি ঠিক?

উত্তর : সেজদার সময় দুই বাহু জমিনে বিছিয়ে দিবে না।

عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِعْتَدِلُوْا فِى السُّجُوْدِ وَلاَ يَبْسُطْ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ اِنْبِسَاطَ الْكَلْبِ ـ

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, স্থিরতার সাথে সেজদা কর এবং সেজদার সময় কেউ কুকুরের মত বাহু (জমিনে) বিছিয়ে দিওনা। [সহীহ আল বুখারী : ১/৩৫৩, হাদীস নং-৭৭৬]

প্রশ্ন-২১৭. সেজদার সময় কনুই ও পেট কীভাবে রাখা উচিত?

উত্তর : সেজদায় কনুইসমূহ পেট থেকে পৃথক রাখতে হবে।

عَنْ مَيْمُوْنَةَ (رضى) قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ اَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ مَرَّتْ ـ

মায়মুনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন সেজদা করতেন তখন কোন একটি মেশে বাচ্চা ইচ্ছা করলে তাঁর দু'হাতের মধ্যে দিয়ে যেতে পারত। [মুসলিম শরীফ : ২/২৬৯, হাদীস নং-৯৮৮]

প্রশ্ন-২১৮. সেজদার সময় হাত কোথায় রাখতে হবে?

উত্তর : সিজদায় উভয় হাত কাঁধ বরাবর থাকা চাই।

প্রশ্ন-২১৯. সেজদার সময় হাত কি পার্শ্ব থেকে আলাদা রাখতে হবে?

উত্তর : সিজদায় উভয় হাত পার্শ্ব থেকে আলাদা রাখা চাই।

عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا سَجَدَ اَمْكَنَ اَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الْاَرْضِ وَنَحٰى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ.

আবু হুমাইদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সেজদায় নাসিকা এবং কপাল জমীনের সাথে লাগাতেন এবং হাত পার্শ্ব থেকে পৃথক করে কাঁধ বরাবর রাখতেন। [সহীহু সুনানে আত্ তিরমিযী : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-২২১]

প্রশ্ন-২২০. সেজদার সময় পায়ের আঙ্গুলসমূহ কোন দিকে রাখা উচিত?

উত্তর : সেজদায় পায়ের আঙ্গুলসমূহ কেবলামুখী রাখা চাই।

قَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَقْبِلُ بِاَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ.

আবু হুমাইদ (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেজদায় পায়ের আঙ্গুলসমূহ কেবলামুখী করে রাখতেন। [সহীহ আল বুখারী : ১/৩৪৯]

প্রশ্ন-২২১. দুই সেজদার মাঝখানের দোয়াটি কী?

উত্তর : দুই সিজদার মাঝখানে 'জলসা' (বৈঠক) এর মাসনূন দোয়া এই :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ : (اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ).

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, "নবী করীম ﷺ দুই সেজদার মধ্যখানে এই দোয়াটি পড়তেন– 'আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলি, ওয়ারহামনি, ওয়াহদিনি, ওয়াআফিনি, ওয়ারযুকনি।' [সহীহ সুনানে তিরমিযী : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-২৩৩]

দু'সিজদার মাঝখানের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاجْبُرْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ -

হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি রহমত করুন, আমাকে আপনার অনুগত করে দেন, আমাকে হেদায়াত দান করুন এবং আমাকে রিজিক দান করুন। (তিরমিজি-৬৩ পৃ.)

ব্যাখ্যা : উভয় সেজদার মধ্যখানের বৈঠককে 'জলসা' বলে।

প্রশ্ন-২২২. রুকু ও সিজদায় কতটুকু সময় দেরি করতে হবে?

উত্তর : রুকু-সেজদা এবং দাঁড়ানো ও বসা স্থিরতার সাথে সমপরিমাণ সময়ে আদায় করা আবশ্যক।

عَنِ الْبَرَاءِ (رضى) قَالَ كَانَ رُكُوْعُ النَّبِيِّ ﷺ وَسُجُوْدُهُ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيْبًا مِّنَ السَّوَاءِ -

বারা ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর রুকু সেজদা, দাড়ানো এবং উভয় সেজদার মধ্যে বৈঠক প্রায়ত: সমপরিমাণ হত।

[সহীহ আল বুখারী : ১/৩৪১, হাদীস নং-৭৪৮]

প্রশ্ন-২২৩. রুকু সেজদা কীভাবে আদায় করা উচিত?

উত্তর : প্রথম এবং তৃতীয় রাকাতে দ্বিতীয় সেজদার পর কিছু সময়ের জন্য বসা সুন্নাত। এ বসাকে 'জলসায়ে এস্তেরাহাত' তথা বিশ্রাম বলা হয়।

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ (رضى) اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّىْ فَاِذَا كَانَ فِىْ وَتْرٍ مِّنْ صَلَاتِهٖ لَمْ يَنْهَضْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ قَاعِدًا -

মালেক ইবনে হুয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী করীম ﷺ-কে সালাত আদায় করতে দেখেছেন, নবী করীম ﷺ বেজোড় রাকাতগুলোতে (প্রথম ও তৃতীয়) কিছু সময়ের জন্য বসতেন। তারপর কিয়ামের জন্য দাঁড়াতেন।

[সহীহ আল বুখারী : ১/৩৫৩, হাদীস নং-৭৭৬]

প্রশ্ন-২২৪. তাশহহুদে শাহাদাত আঙ্গুল উঠানো কী জায়েয?

উত্তর : তাশাহ্হুদে (আত্তাহিয়্যাতু পাঠকালে) শাহাদাত আঙ্গুল উঠানো সুন্নাত।

প্রশ্ন-২২৫. তাশাহহুদের সময় হাত কোথায় রাখা উচিত?

উত্তর : তাশাহহুদে ডান হাত ডান হাঁটুর উপর এবং বাম হাত বাম হাঁটুর উপর রাখা চাই।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زُبَيْرٍ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَعَدَ يَدْعُوْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَيَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ اِبْهَامَهُ عَلٰى اِصْبَعِهِ الْوُسْطٰى ـ

আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন 'আত্তাহিয়্যাতু' পাঠ করার জন্য বসতেন তখন ডান হাত ডান হাঁটুর উপর এবং বাম হাত বাম হাঁটুর উপর রাখতেন। আর বৃদ্ধাঙ্গুলকে মধ্যাঙ্গুলের উপর রেখে 'হালকা' বানাতেন। তারপর শাহাদত আঙ্গুলকে উপরে তুলে ইঙ্গিত করতেন।

[মুসলিম শরীফ : ২/৩৬০, হাদীস নং-১১৮৪]

প্রশ্ন-২২৬. শাহাদাত আঙ্গুল তুলে ইঙ্গিত করার বিশেষ উপকারিতা কী?

উত্তর : শাহাদাত আঙ্গুল তুলে ইঙ্গিত করা শয়তানের জন্য তলোয়ার দিয়ে আঘাত করার চেয়েও অধিক কষ্টদায়ক।

عَنْ نَافِعٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَهِىَ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيْدِ يَعْنِى السَّبَّابَةَ ـ

নাফে (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, শাহাদাত আঙ্গুল উঠিয়ে ইঙ্গিত করা শয়তানের জন্য তলোয়ারের আঘাতের চেয়েও অধিক কঠিন। [মেশকাত শরীফ : ২/৪০৫, হাদীস নং-৮৫৬]

প্রশ্ন-২২৭. তাশহুদটি কী?

উত্তর : তাশাহুদের সুন্নাত দোয়া এই–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ الْتَفَتَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ

وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ . ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ اَعْجَبَهُ اِلَيْهِ فَيَدْعُوْ .

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'যখন তোমরা সলাত আদায় করবে তখন বলবে আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াসসালাওয়াতু ওয়াত্ ত্বায়্যিবাতু আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবীয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ সালেহীন আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থ : মৌখিক শরীরিক ও আর্থিক যাবতীয় ইবাদত আল্লাহর নিমিত্তে। হে নবী আপনার উপর সালাম, আল্লাহর রহমত ও তার বরকত বর্ষণ হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাগণের উপর সালাম বর্ষণ হোক। আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) তার দাস প্রেরিত রাসূল।

তারপর নিজের পছন্দ মত একটি দোয়া পাঠ করবে।

[সহীহ্ আল বুখারী : ১/৩৫৮, হাদীস নং-৭৮৮]

প্রশ্ন-২২৮. প্রথম বৈঠক করা কী?

উত্তর : প্রথম বৈঠক ওয়াজিব।

প্রশ্ন-২২৯. তাশহুহুদ পড়তে ভুলে গেলে কী করতে হবে?

উত্তর : প্রথম তাশাহ্হুদ পাঠ করতে ভুলে গেলে 'সিজদায়ে সাহু' করতে হবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ (رضى) قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلظُّهْرَ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوْسٌ فَلَمَّا كَانَ فِىْ اٰخِرِ صَلاَتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

আবদুল্লাহ ইবনে মালেক ইবনে বুহাইনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে জোহর সালাত পড়ালেন। দু'রাকাত পর তাশাহহুদের জন্য বসা ভুলে গেলেন এবং দাঁড়িয়ে গেলেন। যখন শেষ বৈঠকে বসলেন সেজদায়ে সাহু আদায় করলেন। [সহীহ আল বুখারী : ১/৩৫৬, হাদীস নং-৭৮৩]

প্রশ্ন-২৩০. তাশাহহুদে কীভাবে বসা সুন্নাত?

উত্তর : প্রথম তাশাহহুদে (বৈঠকে) ডান পা খাঁড়া করে বাম পায়ের উপর বসা সুন্নাত।

প্রশ্ন-২৩১. তাওয়াররুক কী?

উত্তর : দ্বিতীয় বা শেষ তাশাহহুদে (বৈঠকে) ডান পা খাঁড়া করে বাম পা কে ডান পায়ের পিণ্ডালির নীচ থেকে বের করে বসাকে 'তাওয়াররুক' বলে। তাওয়াররুক করা উত্তম।

عَنْ اَبِىْ حُمَيْدِ السَّاعِدِيْ (رضى) اَنَّهُ قَالَ وَهُوَ فِىْ نَفَرٍ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : اَنَا اَحْفَظُكُمْ لِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلٰى رِجْلِهِ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ الْيُمْنٰى . فَاِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ الْاُخْرٰى وَقَعَدَ عَلٰى مَقْعَدَتِهٖ .

আবু হুমাইদ সায়েদী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি সাহাবীদের সাথে বসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে আমিই নবী করীম ﷺ-এর সালাতকে স্মৃতিতে সবচেয়ে বেশী সংরক্ষিত রেখেছি। যখন দু'রাকাতে বসতেন তখন বাঁ পায়ের উপর বসে ডান পা খাঁড়া করে দিতেন এবং শেষ রাকাতে বসার সময় বাঁ পা এগিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া করে দিয়ে নিতম্বের উপর বসতেন। [সহীহ আল বুখারী : ১/৩৫৫, হাদীস নং-৭৮২]

প্রশ্ন-২৩২. দ্বিতীয় বৈঠকে কী কী পড়া উচিত?

উত্তর : দ্বিতীয় তাশাহহুদে (বৈঠকে) 'আত্‌তাহিয়্যার পর দরূদ শরীফ এবং যে কোন একটি দোয়া পড়া চাই।

عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ (رضى) قَالَ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ رَجُلاً يَدْعُوْ فِىْ صَلاَتِهٖ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ عَجِلَ هٰذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهٗ اَوْ لِغَيْرِهٖ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيْدِ اللّٰهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدَ مَاشَاءَ ـ

ফুজালা ইবনে উবায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে সালাতে দরূদ ব্যতীত দোয়া করতে শুনে বললেন, যখন কেউ সালাত আদায় করবে তখন সর্বপ্রথম আল্লাহর হাম্‌দ (প্রশংসা) দিয়ে আরম্ভ করবে অতঃপর আল্লাহর নবীর ওপর দরূদ পড়বে, অতঃপর যা ইচ্ছা দোয়া করবে।

[সহীহ্ তিরমিযী : ৩/১৬৪, হাদীস নং-২৭৬৭]

প্রশ্ন-২৩৩. রাসূল ﷺ সালাতে কোন দরূদ পাঠ করার দোয়াটি আদেশ দিয়েছেন?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে নিম্নোক্ত সালাত ও সালাম পাঠ করার আদেশ প্রদান করেছেন।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى (رضى) قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكُمْ اَهْلِ الْبَيْتِ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমরা আপনার ওপর এবং আহলে বায়েত এর ওপর কীভাবে সালাত ও সালাম শরীফ পাঠ করব? নবী করীম ﷺ বললেন, বল "আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ ও তার বংশ ধরের উপর রহমত বর্ষণ কর যেমন তুমি ইবরাহীম (আ) ও তার বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ করেন। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গৌরবান্বিত– হে আল্লাহ তুমি মুহাম্মদ ও তার বংশ ধরের উপর বরকত বর্ষণ কর। যেমন তুমি ইব্রাহীম ও তার বংশ ধরের উপর বরকত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গৌরবান্বিত। [মেশকাত শরীফ : ২/৪০৬, হাদীস নং-৮৫৮]

প্রশ্ন-২৩৪. সালাত ও সালাম পাঠ করার পর দোয়া মাসুরা পড়া কী বাধ্যতামূলক?

উত্তর : দরূদ শরীফের পর দোয়া মাসূরাগুলোর যে কোন একটি বা ততোধিক কেউ ইচ্ছা করলে পড়তে পারবে।

প্রশ্ন-২৩৫. দোয়া মাসূরা কয়টি ও কী কী?

উত্তর : মাসূরা দোয়াগুলোর দুইটি নিম্নে উল্লেখ করা হল।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْ فِى الصَّلَاةِ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ -

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে এ দোয়া পাঠ করতেন আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবিল কাবরি ওয়া আউজুবিকা মিন ফিত্নাতিল মসীহিদ্দাজ্জালি ওয়া আউজুবিকা মিন ফিত্নাতিল মাহ্য়া ওয়াল মামাতি আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল মাছামি ওয়াল মাগরামি।

[সহীহ আল বুখারী : ১/৩৫৭, হাদীস নং-৭৮৬]

عَنْ اَبِىْ بَكْرِ ٍ الصِّدِّيْقِ (رضى) قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلِّمْنِىْ دُعَاءً اَدْعُوْبِهِ فِىْ صَلاَتِىْ قَالَ : قُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে আরজ করলাম, আমাকে কোন একটি দোয়া শিক্ষা দেন যা আমি সালাতে পাঠ করতে পারি। জবাবে তিনি বললেন, এই দোয়া পাঠ কর– আল্লাহুম্মা ইন্নি জালামতু নাফ্‌সী যুলমান কাসীরান ওয়ালা ইয়াগফিরুয্‌যুনুবা ইল্লা আন্তা ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইন্দিকা ওয়ারহামনি ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহীম।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি নিজের উপর অনেক অত্যাচার করেছি এবং তুমি ভিন্ন অন্য কেউ গুনাহসমূহ মাফ করতে পারে না। অতএব তোমার তরফ থেকে আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার উপর দয়া কর। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল দয়াবান [সহীহ আল বুখারী : ১/৩৫৮, হাদীস নং-৭৮৭]

প্রশ্ন-২৩৬. কী করে সালাত শেষ করা সুন্নাত?

উত্তর : আত্‌তাহিয়্যা, সালাত ও সালাম এবং দোয়াসমূহ পাঠ করা থেকে পৃথক হওয়ার পর 'আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ' ..... বলে সালাত শেষ করা সুন্নাত।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبِ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ ـ

আলী ইবনে আবি তালেব (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, পাক পবিত্রতা সালাতের চাবিস্বরূপ। সালাত শুরু হয় তাকবীর দ্বারা এবং সালাতের শেষ হয় সালামের মাধ্যমে।

[সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-২২২]

প্রশ্ন-২৩৭. সালাম ফিরানোর পর ইমাম কোন দিকে ফিরে বসা উচিত?

উত্তর : ইমাম সালাম ফিরানোর পর ডানে বা বামে ফিরে মুক্তাদিমুখী হয়ে বসবে।

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رضى) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا صَلّٰى صَلاَةً اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ -

সামুরা ইবনে জুনদাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন সালাত শেষ করতেন তখন চেহারা মুবারক (মুখমণ্ডল) আমাদের দিকে ফিরিয়ে নিতেন। [সহীহ্ আল বুখারী : ১/৩৬১, হাদীস নং-৭৯৭]

প্রশ্ন-২৩৮. সালামের পর হাত তুলে মুনাজাত করা কি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?

উত্তর : সালামের পর হাত তুলে সকলে মিলে মুনাজাত করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

مَسَائِلُ صَلاَةِ النِّسَاءِ

১৯. নারীদের সালাতের মাসায়েল

প্রশ্ন-২৩৯. নারীদের জন্য সালাতের উত্তম স্থান কোনটি?

উত্তর : নারীদের জন্য মসজিদের চেয়ে নিজ ঘরের নির্জন স্থানে সালাত আদায় করা অনেক উত্তম।

عَنْ أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِىْ (رضى) أَنَّهَا جَاءَتْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ أُحِبُّ الصَّلاَةَ مَعَكَ ؟ قَالَ : قَدْ عَلِمْتَ أَنَّكَ تُحِبِّيْنَ الصَّلاَةَ مَعِىْ، وَصَلاَتُكَ فِىْ بَيْتِكَ خَيْرٌ مِّنْ صَلاَتِكَ فِىْ حُجْرَتِكَ، وَصَلاَتُكَ فِىْ حُجْرَتِكَ خَيْرٌ مِّنْ صَلاَتِكَ فِىْ دَارِكَ، وَصَلاَتُكَ فِىْ دَارِكَ خَيْرٌ مِّنْ صَلاَتِكَ فِىْ مَسْجِدِ قَوْمِكَ، وَصَلاَتُكَ فِىْ مَسْجِدِ قَوْمِكَ خَيْرٌ مِّنْ صَلاَتِكَ فِىْ مَسْجِدِىْ، قَالَ : فَاَمَرَتْ فَبُنِىَ لَهَا مَسْجِدٌ فِىْ اَقْصٰى شَىْءٍ مِّنْ بَيْتِهَا وَاَظْلَمَهُ . وَكَانَتْ تُصَلِّىْ فِيْهِ، حَتّٰى لَقِيَتِ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ .

আবু হুমাইদ (রা)-এর স্ত্রী উম্মে হুমাইদ (রা) নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ! আপনার সাথে মসজিদে নববীতে সালাত আদায় করতে ইচ্ছা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি জানতে পারলাম যে তুমি আমাদের সাথে সালাত আদায় করতে চাও, কিন্তু তোমার জন্য ক্ষুদ্র

কুঠরীতে সালাত আদায় করা কক্ষে সালাত পড়ার চেয়ে উত্তম, আর কক্ষে সালাত পড়া বাড়ীতে সালাত পড়ার চেয়ে উত্তম, আর বাড়ীতে সালাত পড়া মহল্লার মসজিদে সালাত পড়ার চেয়ে উত্তম, আর মহল্লার মসজিদে পড়া আমার মসজিদে (মসজিদে নববী) সালাত আদায় করার চেয়ে উত্তম। তারপর উম্মে হুহাইদ (রা) আদেশ দিলেন যেন তাঁর জন্য ঘরের একেবারে ভিতরের অন্ধকার স্থানে একটি সালাতের স্থান নির্ধারণ করা হয়। তিনি সবসময় শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত সেই ক্ষুদ্র অন্ধকার কক্ষে সালাত পড়তেন।

[সহীহুত তারগীব ওয়াততারহীব : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৩৩৮]

প্রশ্ন-২৪০. মহিলারা যদি মসজিদে সালাত আদায় করতে চায় তাহলে তাদেরকে কী বাধা দেয়া উচিত?

উত্তর : শরীয়তের বিধান পালন করত : মহিলারা মসজিদে সালাত আদায় করতে চাইলে তাদেরকে বাধা না দেয়া উচিত।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ.

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, মহিলাদেরকে মসজিদে যাওয়ার ব্যাপারে বাধা দিনও না। কিন্তু সালাতের বিষয়ে তাদের জন্য মসজিদের চেয়ে তাদের ঘরই অনেক উত্তম।

[সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৫৩০]

প্রশ্ন-২৪১. মহিলারা কি দিনের বেলায় মসজিদে আসতে পারবে?

উত্তর : দিনের বেলা মহিলারা মসজিদে না আসা উচিত।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيْذَنُوْا لِلنِّسَاءِ اللَّيْلَ اِلَى الْمَسَاجِدِ.

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, রাতের বেলা মসজিদে আসার জন্য মহিলাদেরকে অনুমতি দিও।

[সহীহ্ সুনানে তিরমিযী : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৪৬৬]

প্রশ্ন-২৪২. মহিলারা কি সুগন্ধি ব্যবহারের করে মসজিদে যেতে পারবে?

উত্তর : মহিলাদের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করে মসজিদে গমণ নিষেধ।

প্রশ্ন-২৪৩. মহিলারা মসজিদে যাওয়ার পূর্বে তাদের ব্যবহৃত সুগন্ধি কী করা উচিত?

উত্তর : কোন মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করলে তাকে মসজিদে যাওয়ার পূর্বে সুগন্ধি ভালভাবে ধৌত করে ফেলতে হবে।

لَقِيَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ (رضى) مُتَطَيِّبَةً تُرِيْدُ الْمَسْجِدَ فَقَالَ يَا اَمَةَ الْجَبَّارِ اَيْنَ تُرِيْدِيْنَ ؟ قَالَتِ الْمَسْجِدَ. قَالَ وَلَهُ تَطَيَّبْتِ ؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ : فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَيُّمَا اِمْرَاَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ اِلَى الْمَسْجِدِ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلاَةٌ حَتّٰى تَغْتَسِلَ.

আবু হুরায়রা (রা) এক মহিলাকে সুগন্ধি ব্যবহার করে মসজিদে গমণ করতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর বান্দী! তুমি কোথায় যাচ্ছো? মহিলা বলল, মসজিদে (সালাত আদায় করতে যাচ্ছি)। আবু হুরায়রা (রা) বললেন, এ জন্যই কি তুমি সুগন্ধি ব্যবহার করলে? মহিলা বলল, হ্যাঁ। আবু হুরায়রা (রা) বললেন, "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি– যে মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করে মসজিদের জন্য বের হয়, তার সালাত গোসল না করা পর্যন্ত কবুল করা হয় না।

[সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ : ২য় খণ্ড, হাদীস নং-৩২৩৩]

প্রশ্ন-২৪৪. মহিলাদের জন্য কি সালাতের সময় উড়না বাধ্যতামূলক?

উত্তর : মাথায় চাদর বা মোটা উড়না ছাড়া মহিলাদের সালাত সহীহ হয় না।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتُقْبَلُ صَلاَةُ حَائِضٍ اِلاَّ بِخِمَارٍ.

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যুবতী বা প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলার সালাত ওড়না ছাড়া শুদ্ধ হবে না। [আবু দাউদ ও তিরমিজি]

প্রশ্ন-২৪৫. মহিলা এবং পুরুষের কাতার কেমন হওয়া উচিত?

উত্তর : মহিলাদের কাতার পুরুষদের কাতার থেকে আলাদা হতে হবে

প্রশ্ন-২৪৬. মহিলা কাতারে মহিলা একাকী দাড়ানো জায়েয?

উত্তর : মহিলা কাতারে একাকী দাঁড়াতে পারবে।

প্রশ্ন-২৪৭. মহিলাদের জন্য সবচেয়ে ভাল এবং সবচেয়ে মন্দ কাতার কোনটি?

উত্তর : মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম কাতার হলো পেছনের কাতার, আর সবচেয়ে মন্দ কাতার হলো সামনের কাতার।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ اٰخِرُهَا وَشَرُّهَا اَوَّلُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ اَوَّلُهَا وَشَرُّهَا اٰخِرُهَا ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, নারীদের সর্বোত্তম কাতার সর্বশেষে আর সর্বনিকৃষ্ট কাতার প্রথম কাতার। আর পুরুষের সর্বোত্তম কাতার প্রথম এবং নিকৃষ্ট হলো শেষ।

[সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ : ২য় খণ্ড, হাদীস নং-৩২৭৩]

প্রশ্ন-২৪৮. ইমাম কোন ভুল করলে মহিলাদের কী করা উচিত?

উত্তর : ইমামকে তার ভুল প্রসঙ্গে জানানোর জন্য পুরুষরা 'সুবহানাল্লাহ' বলবে আর মহিলারা তালি বাজাবে।

প্রশ্ন-২৪৯. মহিলাদের জন্য আযান দেয়া কি জায়েয?

উত্তর : মহিলাদের আযান দেয়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

প্রশ্ন-২৫০. মহিলারা কি মহিলাদের ইমামতি করতে পারবে?

উত্তর : মহিলা মহিলাদের ইমামতি করতে পারে।

প্রশ্ন-২৫১. ইমামতির সময় মহিলা ইমামকে কোথায় দাঁড়াতে হবে?

উত্তর : নারী যদি ইমামতি করে তখন তাঁকে কাতারের মধ্যখানে দাঁড়াতে হবে।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّهَا اَمَّتْهُنَّ فَكَانَتْ بَيْنَهُنَّ فِىْ صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ ـ

আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নারীদের ইমামতি করেছেন। তখন তিনি কাতারের মধ্যখানে দাঁড়িয়েছিলেন। [দারে কুতনী]

প্রশ্ন-২৫২. স্বামী-স্ত্রীর কি এক কাতারে সালাত আদায় করা জায়েয?

উত্তর : এক কাতারে স্বামী-স্ত্রীও সালাত আদায় করতে পারবে না।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ صَلَّيْتُ اِلٰى جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَائِشَةُ ﷺ خَلْفَنَا تُصَلِّىْ مَعَنَا وَاَنَا اِلٰى جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ اُصَلِّىْ مَعَهُ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; আমি নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে সালাম আদায় করেছি। আয়েশা (রা) পিছনের কাতারে আমাদের সাথে সালাত পড়েছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পার্শ্বে দাঁড়াতাম। [সহীহ্ সুনানে আল নাসাঈ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৭৭৪]

প্রশ্ন-২৫৩. সালাতের পদ্ধতিতে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে?

উত্তর : সালাতের নিয়মে পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ.

মালেক ইবনে হুয়াইরিছ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছ সেভাবেই সালাত আদায় কর। [সহীহ্ আল বুখারী : ১/২৮৫, হাদীস নং-৫৯৫]

كَانَتْ اُمُّ الدَّرْدَاءِ تَجْلِسُ فِىْ صَلَاتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ وَكَانَتْ فَقِيْهَةً.

উম্মে দরদা (রা) সালাতে পুরুষের ন্যায় বসতেন সে একজন অভিজ্ঞ মহিলা ছিলেন। [সহীহ আল বুখারী : ১/৩৫৫]

قَالَ اِبْرَاهِيْمُ النَّخْعِىْ تَفْعَلُ الْمَرْاَةُ فِى الصَّلَاةِ كَمَا يَفْعَلُ الرَّجُلُ.

ইব্রাহীম নাখয়ী বলেন, পুরুষরা যেরকম সালাত আদায় করে মহিলারাও সে রকম সালাত পড়বে। [মুছান্নাফ ইবনে আবি শায়বা : ১ম খণ্ড, পৃ-৭৫]

প্রশ্ন-২৫৪. ইস্তেহাযা ওয়ালীর সালাতের জন্য অযুর বিধান কী?

উত্তর : ইস্তেহাযা ওয়ালী এমন মহিলা যার হায়েজ অনিয়মিত হায়েজের রক্ত বন্ধ হয় আবার শুরু হয়। ইস্তেহাযা ওয়ালীকে হায়েজের দিন শেষ হলে প্রত্যেক সালাতের জন্য নতুন ওযু করতে হবে।

রোগের কারণে সম্পূর্ণভাবে পবিত্রতা অর্জন সম্ভব না হলে তখন সে অবস্থাতেই সালাত আদায় করতে হবে। তবে প্রত্যেক সালাতের জন্য নতুন করে পুনরায় ওযু করতে হবে।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِىْ حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذٰلِكَ فَامْسِكِىْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْاٰخِرَ فَتَوَضَّئِىْ فَصَلِّىْ.

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফাতেমা বিনতে আবি হুবাইশ এস্তেহাজা রোগে আক্রান্ত ছিল। তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, হায়েজের রক্ত কাল রং দ্বারা বুঝা যায়। সুতরাং হায়েজের রক্ত দেখা দিলে সালাত থেকে বিরত থাক। হায়েজ ব্যতীত অন্য রক্ত হলে তখন ওযু করে সালাত আদায় করতে হবে।

[সহীহ্ সুনানে নাসাঈ–তাহকীক : শায়খ আলবানী : প্রথম খন্ড, হাদীস নং-২৬৪]

প্রশ্ন-২৫৫. হায়েয চলাকালীন সালাতসমূহ কী কাজা করতে হয়?

উত্তর : হায়েযাকে হায়েয চলাকালীন সালাতসমূহ কাজা করতে হবে না।

প্রশ্ন-২৫৬. মহিলাদের জন্য কী জুমআর সালাত ওয়াজিব?

উত্তর : মহিলাদের জন্য জুমার সালাত ওয়াজিব নয়।

প্রশ্ন-২৫৭. মহিলারা কী ঈদের সালাত আদায় করতে পারবে?

উত্তর : শরয়ী বিধান অনুসরণ করত: মহিলারা ঈদের সালাতের জন্য মসজিদে অথবা মাঠে গমণ করতে চাইলে যেতে পারবে।

প্রশ্ন-২৫৮. তাহাজ্জুদ সালাত আদায়কারী মহিলাদের বিশেষ মর্যাদা কী?

উত্তর : তাহাজ্জুদ সালাত আদায়কারী মহিলাদের ফযীলত।

রাতের যে কোন সময়ে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দুই রাকাত সালাত আদায়কারী স্বামী-স্ত্রীকে আল্লাহ্ তায়ালা বেশী বেশী তাঁকে স্মরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ وَاَيْقَظَ اِمْرَاَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذَّاكِرَاتِ.

আবু হুরায়রা (রা) রাসূল করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন কোন ব্যক্তি রাতের বেলা জাগ্রত হয় এবং নিজের স্ত্রীকেও জাগায় আর উভয়ে দুই রাকাত সালাত আদায় করে, তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাদের নাম আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী মহিলা-পুরুষের মধ্যে লেখেন।

[সহীহ্ সুনানে ইবনে মাজাহ : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-১০৯৮]

একটি সিজদা আদায় করলে আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের আমলনামায় একটি সওয়াব বাড়িয়ে দেন, একটি গুনাহ্ ক্ষমা করেন এবং একটি মর্যাদা বুলন্দ করেন।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضى) اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَامِنْ عَبْدٍ يَّسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً اِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَّمَحَاعَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَّرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً فَاسْتَكْثِرُوْا مِنَ السُّجُوْدِ.

উবাদা ইবনে ছামেত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যে বান্দা আল্লাহর উদ্দেশে একটি সিজদা করবে আল্লাহ্ তায়ালা তার জন্য একটি নেকী লেখেন, একটি গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন এবং একটি মর্যাদা বুলন্দ করেন, সুতরাং বেশি বেশি সিজদা কর। [ইবনে মাজাহ]

اَلْاَذْكَارُ الْمَسْنُوْنَةُ بَعْدَ الصَّلٰوةِ الْمَفْرُوْضَةِ

২০. ফরয সালাতের পর মাসনূন দোয়াসমূহ

প্রশ্ন-২৫৯. ফরজ সালাতের পর কোন কোন দোয়া করা সুন্নাত?

উত্তর : সহীহ হাদীসের আলোকে প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর যে সকল দোয়া পড়তে হয়

১. সালাত শেষান্তে সালাম ফিরানোর পর বলবে– اَللّٰهُ اَكْبَرُ

(বুখারী–১১৬ পৃ., মুসলিম–২১৭ পৃ., আবু দাঊদ ১৪৪ পৃ., নাসায়ী ১৫৯ পৃ.)

২. তারপর পড়বে ৩ বার– اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

(মুসলিম-২১৮ পৃ., আবু দাঊদ ২১২+২১৩ পৃ. নাসায়ী-১৫০ পৃ., ইবনে মাজাহ-২২ পৃ., তিরমিজি ৬৬ পৃ.)

৩. অতঃপর পড়বে–

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক তার কোন শরীক নেই, সমুদয় প্রশংসা তারই জন্য। তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আপনি যা দিয়েছেন তা প্রতিরোধ করার কেউ নেই আর আপনি যা প্রতিরোধ করেন তা ফিরিয়ে দেয়ার কেউ নেই। আপনি ছাড়া কোন মর্যাদা মর্যাদাবানকে উপকার করতে পারে না।

[বুখারী–১১৬ পৃ., মুসলিম-২১৮ পৃ., আবু দাউদ-২১১ পৃ., তিরমিযি-৬ পৃ. নাসায়ী-১৫০ পৃ.]

৪. তারপর পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ

হে আল্লাহ! আপনি শান্তিদাতা, আর আপনার থেকেই শান্তি আসে, আপনি বরকতময়, আপনি মহত্ত্বের অধিকারী এবং মহা সম্মানী।

(আবু দাউদ-১২১ পৃ., ইবনে মাজাহ-২২ পৃ., তিরমিজি-৬৬ পৃ., নাসায়ী-১৫০ পৃ.)

৫. অতঃপর পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

হে আল্লাহ! আপনার জিকির, আপনার শুকরিয়া আদায় এবং উত্তম ইবাদতের জন্য আমাকে সাহায্য করুন। (আবু দাউদ-২১৩ পৃ.)

৬. অতঃপর পড়বে–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ لَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ـ

আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক তার কোন শরীক নেই এবং তার জন্যই সকল রাজত্ব। তার জন্যই সমুদয় প্রশংসা। তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ব্যতীত কোন শক্তি নেই এবং তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আমরা শুধুমাত্র তারই ইবাদত করি। সকল নিয়ামত একমাত্র তারই, সকল অনুগ্রহ তারই এবং উত্তম প্রশংসা তারই, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, দ্বীন একমাত্র তারই জন্য। যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।

[নাসায়ী-১৫০ পৃ., আবু দাউদ-২১১ পৃ.]

৭. অতঃপর পড়বে–

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَاَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ

হে আল্লাহ! আমি আপনার তাসবিহ্ বর্ণনা করছি এবং আপনার প্রশংসা বর্ণনা করছি এবং আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি আর আপনারই নিকট তাওবা করছি। [নাসায়ী ১৫১ পৃঃ]

৮. অতঃপর পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ ـ

হে আল্লাহ! আমার পূর্বের -পরের গুনাহ, প্রকাশ্য ও গোপনীয় সর্বপ্রকার পাপ মাফ করুন, এ ছাড়া আমার পাপ সম্পর্কে আপনি অধিক অবহিত। আপনিই প্রথম ও আপনিই শেষ, আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। [আবু দাউদ-২১২ পৃ.]

৯. অতঃপর পড়বে– সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস একবার করে।

[নাসায়ী-১৫০ পৃ., আবু দাউদ-২০৬ পৃ.]

১০. অতঃপর পড়বে– আয়াতুল কুরসী ১ আয়াত মতান্তরে ২ আয়াত, মতান্তরে ৩ আয়াত। [মেশকাত-১৮৫ পৃ., নাসায়ী]

১১. ডান হাতের আঙুলি দ্বারা তাসবীহ পড়া– সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবার ৩৩ বার, অতঃপর বলবে–

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ ـ

[আবু দাউদ-২১১ পৃ, তিরমিযি-৯৪, নাসায়ী-১৫২ পৃ., মুসলিম-২১৯ পৃ.]

مَايَجُوْزُ فِى الصَّلَاةِ

২১. সালাতে বৈধ কাজ সম্পর্কিত মাসায়েল

প্রশ্ন-২৬০. সালাতে কান্নাকাটি করা কী জায়েয?

উত্তর : সালাতে আল্লাহর ভয়ে কান্না করা জায়েয (বৈধ)।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ (رضى) قَالَ : رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّىْ وَفِىْ صَدْرِهِ اَزِيْزٌ كَاَزِيْزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ .

আবদুল্লাহ ইবনে শিখখীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল করীম ﷺ-কে সালাত আদায় করতে দেখেছি, তখন তাঁর ছিনায় ক্রন্দনের দরুণ জাঁতা পেষার মত আওয়াজ হচ্ছিল। [সুনান আল নাসাঈ, ১ম খণ্ড, হা: নং-৭৭৯, মেশকাত নং-৯৩৫]

প্রশ্ন-২৬১. কখন সালাতে লাঠি অথবা চেয়ারে ভর করা জায়েয?

উত্তর : সালাতে রোগ বা বৃদ্ধতা ইত্যাদির কারণে লাঠিতে ভর দেয়া অথবা চেয়ার ব্যবহার করা বৈধ।

عَنْ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا اَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ اتَّخَذَ عَمُوْدًا فِىْ مُصَلَّاهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ .

উম্মে কাইস বিনতে মিহছান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স যখন বৃদ্ধি পেল এবং শরীর ভারী হয়ে গেল তখন তিনি সালাতের স্থানে একটি লাঠি রাখতেন এবং সালাত আদায়ের সময় তার উপর ভর দিতেন।

[সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৮৩৫]

প্রশ্ন-২৬২. কখনো কখনো সালাতের কিছু অংশ দাঁড়িয়ে কিছু অংশ বসে পড়া জায়েয?

উত্তর : বয়স্ক বা রোগের কারণে নফল সালাতের কিছু অংশ বসে পড়া আর কিছু অংশ দাঁড়িয়ে পড়া জায়েয।

প্রশ্ন-২৬৩. সালাতরত অবস্থায় কোন কিছুকে হত্যা করা কি জায়েয?

উত্তর : সালাতরত অবস্থায় কষ্টদায়ক জীবকে হত্যা করা জায়েয।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُقْتُلُوا الْاَسْوَدَيْنِ فِى الصَّلاَةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, সালাতের মধ্যে সাপ এবং বিচ্ছুকে হত্যা করতে পারবে।

[সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৮১৪, মেশকাত নং-৯৩৯]

প্রশ্ন-২৬৪. সালাতের মধ্যে কি কোন ধরনের কাজ করা জায়েয?

উত্তর : কোন কারণে সিজদার স্থান থেকে মাটি অথবা কঙ্কর সরাতে হলে সালাতের মধ্যে একবার সরানো জায়েয।

عَنْ مُعَيْقِيْبَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى الرَّجُلِ الَّذِىْ يُسَوِّى التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ : اِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً ـ

মুআ'ইকীব (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি সালাতের মধ্যে সেজদার জায়গা থেকে মাটি সরিয়ে তা সমান করছিলেন, নবী করীম ﷺ তাঁকে বললেন, এরূপ যদি করতেই হয় তাহলে শুধু একবার করবে।

[আললু'লুউ ওয়াল মারজান : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৩১৮, মেশকাত নং-৯১৭]

প্রশ্ন-২৬৫. ইমাম ভুল করলে মোক্তাদিদের কী করণীয়?

উত্তর : ইমামের ভুল সংশোধন উদ্দেশ্যে পুরুষরা 'সুবহানাল্লাহ' বলবে এবং মহিলারা হাত তালি দিবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَ التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যখন কারো সালাতে কিছু ঘটে, তখন পুরুষরা 'সুবহানাল্লাহ' বলবে। হাতের উপর হাত মারা দ্বারা তালি মহিলাদের জন্য।

[আললু'লউ ওয়াল মারজান : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-২৪৪, মেশকাত নং-৯২৪]

প্রশ্ন-২৬৬. সালাতের সময় ছোট বাচ্চাকে কাধে উঠানো কী জায়েয?

উত্তর : ছোট বালককে কাঁধে উঠালে সালাত নষ্ট হয় না।

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ (رضى) قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَؤُمُّ النَّاسَ وَاُمَامَةُ بِنْتُ اَبِى الْعَاصِ عَلٰى عَاتِقِهٖ فَاِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَاِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُوْدِ اَعَادَهَا .

আবু কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে নিজের কাঁধের উপর আবুল আছের কন্যা উমামাকে রেখে ইমামতি করতে দেখেছি। তিনি যখন রুকু করতেন, তখন তাকে রেখে দিতেন, আর যখন সিজদা হতে দাঁড়াতেন, তাঁকে কাঁধের উপর তুলে নিতেন।

[মুসলিম শরীফ : ২/৩১৯, হাদীস নং-১০৯৩]

প্রশ্ন-২৬৭. সালাতরত অবস্থায় কোন চিন্তা আসলে কি সালাত নষ্ট **হয়ে যাবে?**

উত্তর : সালাত আদায়রত অবস্থায় মনে কোন চিন্তা আসলে সালাত নষ্ট বা বাতিল হয় না।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ (رضى) قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ الْعَصْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيْعًا وَدَخَلَ عَلٰى بَعْضِ نِسَائِهٖ ثُمَّ خَرَجَ وَرَاٰى مَافِىْ وُجُوْهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجُّبِهِمْ لِسُرْعَتِهٖ فَقَالَ : ذَكَرْتُ وَاَنَا فِى الصَّلاَةِ تِبْرًا عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ اَنْ يُّمْسِىْ اَوْ يُبَيَّتُ عِنْدَنَا فَاَمَرْتُ بِقِسْمَتِهٖ .

উকবা ইবনে হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আসরের সালাত আদায় করেছি। সালাম ফেরানোর পর তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং কোন একজন স্ত্রীর নিকট গমণ করে পুনরায় বেরিয়ে এলেন। এসে

দেখলেন তাঁর পেরেশানী দেখে লোকদের চোখে মুখে বিস্ময় জেগেছে। তিনি বললেন, আমি সালাতরত থাকাবস্থায় আমার কাছে রাখা এক খণ্ড স্বর্ণপিণ্ডের কথা স্মরণ হলে তা আমার কাছে রেখে সন্ধ্যা ও রাত যাপন করা পছন্দ করলাম না। সুতরাং তা বণ্টন করে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে এলাম।

[সহীহ্ আল বুখারী : ১/৪৯৭, হাদীস নং-১১৪১]

প্রশ্ন-২৬৮. সালাতে শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে বাঁচার জন্য কি করা উচিত?

উত্তর : সালাতে শয়তানের ওয়াস্ওয়াসা (কুমন্ত্রণা) থেকে বাঁচার জন্য 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়ত্বানীর রাজীম' বলা জায়েয।

قَالَ عُثْمَانُ بْنُ اَبِى الْعَاصِ (رضى) يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ صَلاَتِىْ وَقِرَاءَتِىْ يَلْبِسُهَا عَلَىَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزِبٌ، فَاِذَا اَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْهُ وَاتْفُلْ عَلٰى يَسَارِكَ ثَلاَثًا قَالَ : فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ فَاَذْهَبَ اللّٰهُ عَنِّىْ.

উসমান ইবনে আবুল আছ (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! শয়তান আমাকে সালাতে কুমন্ত্রণা (ওয়াস ওয়াসা) দিয়ে থাকে এবং আমার কেরাতে সন্দেহ পতিত করে। নবী করীম ﷺ বললেন, এই শয়তানের নাম হলো 'খিনযিব'। যখন তার উস্কানি অনুভব করবে তখন আউযুবিল্লাহি ...... পাঠ কর এবং বামপার্শ্বে তিনবার থুথু ফেল। উসমান বলেন, আমি এরূপ করলে আল্লাহ তায়ালা শয়তানকে সরিয়ে দিয়েছেন। [মুখতাছারু সহীহি মুসলিম-আলবানী, হাদীস নং-১৪৪৮]

প্রশ্ন-২৬৯. বিপদের সময় সালাতের মধ্যে বিশেষভাবে দোয়া করা কি জায়েয?

উত্তর : কোন বিপদ মুছীবতের সময় ফরজ সালাত বিশেষ করে ফজরের শেষ রাকাতে দাঁড়িয়ে হাত তুলে উচ্চ আওয়াজে মুসলমানদের জন্য দোয়া করা এবং শত্রুর জন্য বদদোয়া করা জায়েয।

প্রশ্ন-২৭০. সালাতের মধ্যে প্রতিহতমূলক কোন দুটি কাজ করা যায়?

উত্তর : সুতরা (প্রতিবন্ধক) এবং সালাতীর মধ্যখান দিয়ে আগমনকারীকে সালাতের মধ্যেই হাত দিয়ে প্রতিহত করা আবশ্যক।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىْ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ اِلٰى شَىْءٍ يَسْتُرُهٗ مِنَ النَّاسِ فَاَرَادَ اَحَدٌ اَنْ يَّجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُقَاتِلْهُ فَاِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ.

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের কেউ আড়াল করে সালাত আদায় করবে, তখন তার সুতরার ভিতর দিয়ে কেউ গমন করলে তাকে বাধা দেয়া উচিত। যদি সে না মানে তাহলে শক্তি দিয়ে দমন করা আবশ্যক।

[সহীহ্ আল বুখারী : ১/২৩৯, হাদীস নং-৪৭৯]

প্রশ্ন-২৭১. সেজদার স্থানে কখন কাপড় রাখা জায়েয?

উত্তর : প্রখর গরমের কারণে সেজদার স্থানে কাপড় রাখতে পারবে।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَيَضَعُ اَحَدُنَا طَرْفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّفِىْ مَكَانِ السُّجُوْدِ .

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করতাম এবং আমাদের কেউ কেউ অত্যন্ত গরমের কারণে কাপড়ের খুঁট সেজদার স্থানে রাখতো।

[সহীহ্ আল বুখারী : ১/১৯৯, হাদীস নং-৩৭২]

প্রশ্ন-২৭২. জুতা পরিহিত অবস্থায় কি সালাত পড়া জায়েয?

উত্তর : জুতা পবিত্র হলে তা পরিহিত অবস্থায় সালাত পড়া যাবে।

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ (رضى) قَالَ سَاَلْتُ اَنَسًا اَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ نَعْلَيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ .

সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জুতা পরে সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। [সহীহ্ আল বুখারী : ১/১৯৯, হাদীস নং-২৭৩]

اَلْمَمْنُوْعَاتُ فِى الصَّلاَةِ

২২. সালাতে নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত মাসায়েল

প্রশ্ন-২৭৩. সালাতে কোমরে হাত রাখা কী জায়েয?

উত্তর : সালাতে কোমরে হাত রাখা নিষেধ।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْخَصْرِ فِى الصَّلاَةِ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের মধ্যে কোমরে হাত রেখে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন। [সহীহ্ আল বুখারী, ১/৪৯৭, হাদীস নং-৪৯৭]

প্রশ্ন-২৭৪. সালাতে মটকা ফুটানো কি জায়েয?

উত্তর : সালাতে আঙ্গুল (মটকা) ফুটান বা আঙ্গুলে প্রবেশ করানো নিষেধ।

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّاَ اَحَدُكُمْ فَاَحْسَنَ وَضُوْءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا اِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَشْبَكَنَّ بَيْنَ اَصَابِعِهِ فَاِنَّهُ فِى الصَّلاَةِ.

কাআব ইবনে উজরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ ওযূ করে মসজিদের দিকে রওয়ানা হয়, তখন রাস্তায় আঙ্গুলের মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে চলবে না। কারণ সে সালাতের মধ্যে থাকে। [সহীহ্ সুনানি আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৫২৬]

প্রশ্ন-২৭৫. সালাতে হাই আসলে কী করা উচিত?

উত্তর : সালাতে হাই আসলে তাকে যথাসম্ভব দমন করবে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلاَةِ فَلْيُكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ.

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কারো সালাতে হাই আসবে তখন তাকে যথাসম্ভব দমন করবে। কারণ তখন শয়তান তার মুখে প্রবেশ করে।

[মুখতাছারু মুসলিম, হাদীস নং-৩৪৫, মেশকাত নং-৯২২]

প্রশ্ন-২৭৬. সালাতে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করা কী জায়েয?

উত্তর : সালাতে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করা নিষেধ।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ اَبْصَارِهِمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِى الصَّلاَةِ اِلَى السَّمَاءِ اَوْ لَيَخْطِفَنَّ اَبْصَارَهُمْ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, সালাতরত অবস্থায় আসমানের দিকে তাকানো থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। অন্যথায় তাদের দৃষ্টি ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া হবে।[মুসলিম শরীফ : ২/২০৮, হা: নং-৮৫০]

প্রশ্ন-২৭৭. সালাতের মধ্যে মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা কি জায়েয?

উত্তর : সালাতের মধ্যে মুখমন্ডল ঢেকে রাখা নিষেধ।

প্রশ্ন-২৭৮. সদল কী? সদল করা কি জায়েয?

উত্তর : সালাতে দু'কাঁধের উপর এভাবে কাপড় ঝুলানো যাতে কাপড়ের উভয় দিক জমিনের দিকে হয় এটাকে 'সদল' বলে। এটা সালাতে নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন-২৭৯. সালাতের মধ্যে কোন কোন কাজ করা নিষেধ?

উত্তর : সালাতের মধ্যে কাপড় ঠিক করা, চুল ঠিক করা, চুলে ঝুঁটি বাঁধা ইত্যাদি মোটকথা বিনা কারণে কোন কাজ করা নিষেধ।

প্রশ্ন-২৮০. সালাতের মধ্যে বারবর সেজদার স্থান থেকে কংকর সরানো কি জায়েয?

উত্তর : সেজদার স্থান থেকে বারবার কঙ্কর হঠানো নিষেধ। তবে প্রয়োজনে শুধু এক কথায় সরান যায়।

প্রশ্ন-২৮১. সালাতের মধ্যে এদিক সেদিক দৃষ্টি দেয়া কি জায়েয?

উত্তর : সালাতে এদিক সেদিক দৃষ্টি দেয়া নিষেধ।

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَزَالُ اللّٰهُ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ فِىْ صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَاِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ ـ

আবু জর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা বান্দার সালাতের দিকে নৈকট্যদানে লিপ্ত থাকেন যতক্ষণ না সে এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করে। যখন সে সালাত থেকে একাগ্রতা বিচ্ছিন্ন হয় তখন আল্লাহ্ তায়ালাও তার থেকে নিজের নৈকট্য হঠিয়ে ফেলেন।

[সহীহু তারগীব ওয়াততারহীব : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৫৫৫]

প্রশ্ন-২৮২. বালিশ কিংবা গালিচার উপর সেজদা করা কি জায়েয?

উত্তর : বালিশের উপর সেজদা করা কিংবা গালীচার উপর সালাত আদায় করা নিষেধ।

প্রশ্ন-২৮৩. ইশারায় সালাত আদায়ের নিয়ম কী?

উত্তর : ইশারায় সালাত আাদায়ের সময় সেজদার জন্য মাথাকে রুকু অপেক্ষা নীচু করবে।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِمَرِيْضٍ صَلّٰى عَلٰى وِسَادَةٍ دَعْهَا عَنْكَ تَسْجُدْ عَلَى الْاَرْضِ اِنِ اسْتَطَعْتَ وَاِلاَّ فَاَوْمِ اِيْمَاءً وَاجْعَلْ سُجُوْدَكَ اِخْفَضْ مِنْ رُكُوْعِكَ ـ

আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বালিশের উপর সিজদা দিয়ে সালাত আদায়কারী এক ব্যক্তিকে বলেছেন, বালিশ সরিয়ে দাও, যদি জমিতে সিজদা করতে পার তাহলে কর আর যদি না পার তাহলে ইশারায় সালাত আদায় কর এবং সিজদার জন্য রুকু অপেক্ষা বেশী ঝুঁক।

[সিলসিলায়ে সহীহা-শায়খ আলবানী : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৩২৩]

নোট : ছালাতরত অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু খাওয়া বা পান করা অথবা এ সবগুলোর মধ্যে অধিক হাস্য করা নিষেধ। [ফিকহুস সুন্নাহ ২০৫ পৃ:]

فَضْلُ السُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ

২৩. সুন্নাত এবং নফল সালাতের ফজীলত

প্রশ্ন-২৮৪. সুন্নাত এবং নফল সালাতের ফজীলত কী?

উত্তর : জোহরের সালাতের পূর্বে চার রাকাত আর পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পর দুই রাকাত, এশার পর দুই রাকাত এবং ফজরের পূর্বে দুই রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ সালাত আদায়কারীর জন্য বেহেশতে ঘর নির্মাণ করা হবে।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ ثَابَرَ عَلٰى ثِنْتَىْ عَشَرَةَ رَكْعَةً مِّنَ السُّنَّةِ بَنَى اللّٰهُ لَهٗ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ اَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ -

আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিয়মিত বার রাকাত সুন্নাত সালাত আদায় করবে আল্লাহ পাক তার জন্য বেহেশতে ঘর নির্মাণ করবেন। জোহরের সালাতের পূর্বে চার রাকাত আর পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পর দুই রাকাত, এশার পর দুই রাকাত এবং ফজরের পূর্বে দুই রাকাত। [সহীহ্ সুনানিত তিরমিযী : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৩৩৮]

প্রশ্ন-২৮৫. ফজরের পূর্বের দুই রাকাত সুন্নাতের গুরুত্ব কী?

উত্তর : ফজরের পূর্বের দুই রাকাত সুন্নাত দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু থেকে উত্তম।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا -

আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত দুনিয়া এবং তার যাবতীয় বস্তু থেকে অনেক অনেক উত্তম। [সহীহ্ সুনানে তিরমিযী : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৩৪০]

প্রশ্ন-২৮৬. জোহরের চার রাকাত সুন্নাতের উপকারিতা কী?

উত্তর : জোহরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নাত আদায়কারীর জন্য আসমানের দরজাগুলো উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।

عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيْهِنَّ تَسْلِيْمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ اَبْوَابُ السَّمَاءِ .

আবু আইয়ুব আনছারী (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, জোহরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নাত, যাতে সালাম নেই (মধ্যখানে) যে পড়বে তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়।

[সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১১৩১]

প্রশ্ন-২৮৭. কোন ৮ রাকাত সুন্নাতের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যায়?

উত্তর : জোহরের পূর্বে চার রাকাত এবং পরে চার রাকাত সুন্নাত আদায়কারীর জন্য আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন।

عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلّٰى قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا وَبَعْدَهَا اَرْبَعًا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ .

উম্মে হাবীবা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জোহরের পূর্বে চার রাকাত এবং পরে চার রাকাত সুন্নাত আদায় করবে আল্লাহ্ তায়ালা তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন।"

[সহীহ্ সুনানে ইবনে মাজাহ : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৯০১]

প্রশ্ন-২৮৮. আছরের চার রাকয়াত সালাতের উপকারিতা কী?

উত্তর : আছরের পূর্বে চার রাকাত সালাত আদায়কারীকে আল্লাহ্ তায়ালা দয়া করেন।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَحِمَ اللّٰهُ اَمْرَءً صَلّٰى قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعًا .

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আছরের পূর্বে চার রাকাত সালাত আদায় করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে দয়া করবে। [সহীহ্ সুনানে তিরমিজি : প্রথম খণ্ড, হা: নং-৩৫৪]

প্রশ্ন-২৮৯. কোন ৪ রাকয়াত সালাত আদায়কারীর দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই নেন?

উত্তর : চাশতের চার রাকাত সালাত আদায়কারীর সারা দিনের সকল দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা নিজেই নিয়ে নেন।

প্রশ্ন-২৯০. তারাবীহ্ সালাতের গুরুত্ব কী?

উত্তর : তারাবীর সালাত অতীতের যাবতীয় সগীরা গুনাহ্ ক্ষমা হওয়ার কারণ হয়। [মুসলিম, মিশকাত হাদীস নং ১২৯৬, ২০৩৯]

প্রশ্ন-২৯১. দুই রাকাত নফল সালাতের গুরুত্ব কী?

উত্তর : রাতের যে কোন সময়ে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দুই রাকাত সালাত আদায়কারী স্বামী-স্ত্রীকে আল্লাহ তায়ালা বেশী বেশী তাঁকে স্মরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ وَاَيْقَظَ اِمْرَاتَهٗ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذَّاكِرَاتِ ـ

আবু হুরায়রা (রা) রাসূল করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন কোন ব্যক্তি রাতের বেলা জাগ্রত হয় এবং নিজের স্ত্রীকেও জাগায় আর উভয়ে দুই রাকাত সালাত আদায় করে, তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাদের নাম আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী মহিলা-পুরুষের মধ্যে লেখেন।

[সহীহ্ সুনানে ইবনে মাজাহ : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-১০৯৮]

প্রশ্ন-২৯২. সেজদার গুরুত্ব কী?

উত্তর : একটি সিজদা আদায় করলে আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের আমলনামায় একটি সওয়াব বাড়িয়ে দেন, একটি গুনাহ্ ক্ষমা করেন এবং একটি মর্যাদা বুলন্দ করেন।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضى) اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ عَبْدٍ يَّسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً اِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَّمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَّرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً فَاسْتَكْثِرُوْا مِنَ السُّجُوْدِ .

উবাদা ইবনে ছামেত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যে বান্দা আল্লাহর উদ্দেশে একটি সিজদা করবে আল্লাহ্ তায়ালা তার জন্য একটি নেকী লেখেন, একটি গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন এবং একটি মর্যাদা বুলন্দ করেন, সুতরাং বেশী বেশী সিজদা কর। [সহীহ্ ইবনে মাজাহ : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-১১৭১]

প্রশ্ন-২৯৩. সালাতের বিশেষ গুরুত্ব কী?

উত্তর : শেষ বিচার দিবসে ফরজ সালাতের ঘাটতি নফল এবং সুন্নাতসমূহ দ্বারা পূর্ণ করা হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ فَاِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ وَاِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَاِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شَيْئٌ قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : اُنْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكْمِلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلٰى ذٰلِكَ .

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, শেষ বিচার দিবসে বান্দার কাছ থেকে সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেয়া হবে। যদি সালাত বিশুদ্ধ হয় তাহলে সে সফলকাম। আর যদি সালাত অশুদ্ধ হয়, তাহলে সে অসফলকাম। যদি বান্দার ফরজ ইবাদতে কোন প্রকরের ঘাটতি থাকে তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন : আমার বান্দার আমলনামায় কোন নফল ইবাদত আছে কীনা দেখ। যদি থাকে তাহলে নফল দিয়ে ফরজের ঘাটতি পূর্ণ করে দেয়া হবে। তারপর অবশিষ্ট আমলসমূহের হিসাবও এভাবে করা হবে।

[সহীহ্ সুনানে তিরমিজি : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৩৩৭]

اَحْكَامُ السُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ

২৪. সুন্নাত এবং নফল সালাতের বিধি বিধান

প্রশ্ন-২৯৪. সুন্নাতে মুয়াক্কাদা কী?

উত্তর : যে সকল নফল সালাত রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়মিত আদায় করেছেন তা উম্মতের জন্য সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

প্রশ্ন-২৯৫. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে সুন্নাত সর্বমোট কত রাকাত?

উত্তর : জোহরের পূর্বে চার রাকাত এবং পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পরে দুই রাকাত, এশার পরে দুই রাকাত এবং ফজরের পূর্বে দুই রাকাত সর্বমোট বার রাকাত সুন্নাত।

প্রশ্ন-২৯৬. সুন্নাত ও নফল সালাতগুলো কোথায় পড়া উত্তম?

উত্তর : সুন্নাত এবং নফল সালাতগুলো ঘরে পড়া উত্তম ।

প্রশ্ন-২৯৭. নফল সালাত কি বসে পড়া যায়?

উত্তর : নফল সালাত দাঁড়িয়ে বা বসে উভয় নিয়মে আদায় করা যায়।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ (رضى) قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ (رضى) عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ تَطَوُّعِهِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّىْ فِىْ بَيْتِىْ قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّىْ بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ وَيَدْخُلُ بَيْتِىْ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيْهِنَّ

الْوِتْرَ وَكَانَ يُصَلِّىْ لَيْلاً طَوِيْلاً قَائِمًا وَلَيْلاً طَوِيْلاً قَاعِدًا وَكَانَ اِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَكَانَ اِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ -

আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা) থেকে রাসূল করীম ﷺ-এর নফল সালাত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আয়েশা (রা) বললেন, রাসূল করীম ﷺ জোহরের পূর্বে চার রাকাত আমার ঘরে পড়তেন, তারপর মসজিদে গিয়ে ফরজ আদায় করতেন। অতঃপর ঘরে চলে আসতেন এবং জোহরের পর দুই রাকাত পড়তেন। মাগরিবের সালাত শেষ করেও ঘরে চলে আসতেন এবং দুই রাকাত পড়তেন। এশার সালাতের পরও ঘরে চলে আসতেন এবং দুই রাকাত পড়তেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাজ্জুদের সালাত বেতরসহ নয় রাকাত আদায় করতেন। তাহাজ্জুদের সালাত কখনো দাঁড়িয়ে আর কখনো বসে বসে আদায় করতেন। দাড়িয়ে কেরাত পাঠ করলে রুকু সেজদাও দাঁড়িয়ে করতেন। আর বসে কেরাত পড়লে রুকু সেজদাও বসে আদায় করতেন। ফজর হয়ে গেলে দুই রাকাত আদায় করতেন।

[মুসলিম শরীফ : ৩/৫৩, হাদীস নং-১৫৬৯]

ব্যাখ্যা : পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের রাকাতের মোট সংখ্যা নিম্নরূপ :

সালাত	ফরজ	ফরজের পূর্বে সুন্নাত	ফরজের পরে সুন্নাত
ফজর	২	২	-
জোহর	৪	২ বা ৪	২
আছর	৪	-	-
মাগরিব	৩	-	২
এশা	৪	-	২
মোট	১৭	৪/৬	৬

প্রশ্ন-২৯৮. জোহরের পূর্বে দু'রাকাত সালাত আদায় করা কি জায়েয?

উত্তর : জোহরের পূর্বে দু'রাকাত আদায় করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ الظُّهْرِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ سَجْدَتَيْنِ فَاَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ بَيْتِهِ .

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জোহরের পূর্বে দু'রাকাত, জোহরের পরে দু'রাকাত, মাগরিবের পর দু'রাকাত, এশার পর দু'রাকাত এবং জুমার পরে দু'রাকাত আদায় করেছি। মাগরিব, এশা এবং জুমার দু দু রাকাত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ঘরে আদায় করেছি। [মুখতাছারু মুসলিম-আলবানী, হাদীস নং-৩৭২, মেশকাত নং-১০৯২]

প্রশ্ন-২৯৯. সুন্নাত ও নফলসমূহ কয় রাকাত করে আদায় করা উত্তম?

উত্তর : সুন্নাত এবং নফলসমূহ দু' দু' রাকাত করে আদায় করা উত্তম।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنٰى مَثْنٰى .

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, দিন রাতের নফলসমূহ দু' দু' রাকাত করে। [সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১১৫১]

প্রশ্ন-৩০০. এক সালামে চার রাকাত সুন্নাত বা নফল পড়া কি জায়েয?

উত্তর : এক সালামে চার রাকাত সুন্নাত/ নফল পড়া জায়েয।

عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيْهِنَّ تَسْلِيْمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ اَبْوَابُ السَّمَاءِ .

আবু আইয়ুব আনছারী (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, জোহরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নাত, যাতে সালাম নেই (মধ্যখানে) যে পড়বে তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়।

[সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১১৩১]

প্রশ্ন-৩০১. ফজরের সুন্নাতের পর বিশ্রাম নেয়া কি জায়েয?

উত্তর : ফজরের সুন্নাতের পর ডান কাত হয়ে কিছু সময় বিশ্রাম করা সুন্নাত।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلٰى يَمِيْنِهِ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ ফজরের দু'রাকাত সুন্নাত আদায় করবে তখন ডান কাত হয়ে কিছু সময় বিশ্রাম করা উত্তম। [সহীহ্ সুনানে তিরমিজি : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৩৪৪]

প্রশ্ন-৩০২. জুমার সালাতের পর কয় রাকাত সালাত সুন্নাত?

উত্তর : জুমার সালাতের পর চার রাকাত অথবা দু'রাকাত সালাত সুন্নাত।

প্রশ্ন-৩০৩. জোহরের চার রাকাত সুন্নাত ফরজের পর কি আদায় করা যাবে?

উত্তর : জোহরের পূর্বের চার রাকাত পূর্বে আদায় করতে না পারলে ফরজের পরে আদায় করা যাবে।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا لَمْ يُصَلِّ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، صَلاَّهُنَّ بَعْدَهَا.

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, যখন নবী করীম ﷺ জোহর এর প্রথম চার রাকাত সুন্নাত ফরজের পূর্বে আদায় করতে পারতেন না, তখন ফরজের পরে তা আদায় করতেন। [সহীহ্ সুনানে তিরমিজি : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৩৫০]

প্রশ্ন-৩০৪. আছরের চার রাকাত সুন্নাত কি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা?

উত্তর : আছরের পূর্বের চার রাকাত সুন্নাত মুয়াক্কাদা নয়।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِمَ اللّٰهُ امْرَاً صَلّٰى قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعًا.

আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আছরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নাত আদায় করবে, আল্লাহ্ তায়ালা তার উপর রহমত নাজিল করবে। [সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হা: নং-১১৩২]

প্রশ্ন-৩০৫. এশার সালাতের পর দু'রাকয়াত সুন্নাত কি?

উত্তর : এশার সালাতের পর দু'রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

জোহরের সালাতের পূর্বে চার রাকাত আর পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পর দুই রাকাত, এশার পর দুই রাকাত এবং ফজরের পূর্বে দুই রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ সালাত আদায়কারীর জন্য বেহেশতে ঘর নির্মাণ করা হবে।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ ثَابَرَ عَلٰى ثِنْتَىْ عَشَرَةَ رَكْعَةً مِّنَ السُّنَّةِ بَنَى اللّٰهُ لَهٗ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ .

আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিয়মিত বার রাকাত সুন্নাত সালাত আদায় করবে আল্লাহ্ পাক তার জন্য বেহেশতে ঘর নির্মাণ করবেন। জোহরের সালাতের পূর্বে চার রাকাত আর পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পর দুই রাকাত, এশার পর দুই রাকাত এবং ফজরের পূর্বে দুই রাকাত। [সহীহ্ সুনানে তিরমিজি : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৩৩৮]

প্রশ্ন-৩০৬. মাগরিবের সালাতের পূর্বের দু'রাকাত কি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা?

উত্তর : মাগরিবের সালাতের পূর্বের দু'রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নয়।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ صَلُّوْا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً .

আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ তিনবার বলেছেন, মাগরিবের পূর্বে দু'রাকাত' সালাত আদায় কর। তৃতীয়বারে বলেছেন, যার ইচ্ছা হয়। তৃতীয়বারে একথাটি এজন্যই বলেছেন যেন কেউ তাকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ধারণা না করে। [মুসলিম শরীফ : ৩/১৮৪, হাদীস নং-১৮১০]

প্রশ্ন-৩০৭. জুমআর সালাতের পূর্বে কত রাকাত নফল আদায় করতে হয়?

উত্তর : জুমার পূর্বে নফল সালাতের নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই যা ইচ্ছা আদায় করতে পারবে। তবে 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' হিসেবে দু'রাকাত অবশ্যই পড়বে।

প্রশ্ন-৩০৮. জুমআর সালাতের পূর্বে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আদায় করা কি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?

উত্তর : জুমার সালাতের পূর্বে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আদায় করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ (رضی) عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ مَنْ اِغْتَسَلَ ثُمَّ اَتَی الْجُمُعَةَ فَصَلّٰی مَا قُدِّرَ لَهٗ ثُمَّ اَنْصَتَ حَتّٰی یَفْرُغَ الْاِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهٖ ثُمَّ یُصَلِّیْ مَعَهٗ غُفِرَ لَهٗ مَابَیْنَهٗ وَبَیْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰی وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ اَیَّامٍ ـ

আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করেছে তারপর মসজিদে এসে যথাসম্ভব সালাত আদায় করে ইমামের খুতবা শেষ হওয়া পর্যন্ত নীরবে বসে থাকবে। পরে ইমামের সাথে ফরজ আদায় করবে তার এক জুমা থেকে আর এক জুমা পর্যন্ত এবং আরো অতিরিক্ত তিন দিনের গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়।

[মুসলিম শরীফ : ৩/২০৯, হাদীস নং-১৮৫৭]

প্রশ্ন-৩০৯. বেতরের সালাতের পর বসে বসে দু'রাকাত নফল আদায় করা কী?

উত্তর : বেতরের সালাতের পর বসে বসে দু'রাকাত নফল আদায় করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে।

عَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ (رضی) اَنَّ النَّبِیَّ ﷺ كَانَ یُصَلِّیْهِمَا بَعْدَ الْوِتْرِ وَهُوَ جَالِسٌ یَقْرَاُ فِیْهِمَا اِذَا زُلْزِلَتْ وَقُلْ یَا اَیُّهَا الْكَافِرُوْنَ ـ

আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বেতরের সালাতের পর দুই রাকাত নফল বসে বসে আদায় করতেন এবং এই দুই রাকাতে সূরা 'ঝিলঝাল' ও সূরা 'কাফিরূন' তিলাওয়াত করতেন।

[মেশকাত শরীফ : ৩/১৬৬, হাদীস নং-১১৮০ (তাহকীক, শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী)

প্রশ্ন-৩১০. সাওয়ীর পিঠে কয় সালাত আদায় করা জায়েয?

উত্তর : সুন্নাত এবং নফলসমূহ সাওয়ারীর পিঠে আদায় করা যায়।

প্রশ্ন-৩১১. সাওয়ারীর পিঠে সালাত আদায় করার নিয়ম কি?

উত্তর : সালাত আরম্ভ করার পূর্বে সাওয়ারীর দিক কেবলামুখী করে নিবে। পরে যেদিকেই হোক তাতে কোন অসুবিধে হবে না।

প্রশ্ন-৩১২. যদি সাওয়াবীর মুখ কেবলামুখী না হয় তাহলে সালাত কীভাবে আদায় করতে হবে?

উত্তর : যদি সাওয়ারীর মুখ কেবলার দিকে না হয় তাহলেও যেদিকেই হোক সালাত আদায় করতে পারবে।

প্রশ্ন-৩১৩. সালাতের মধ্যে কি কোরআন দেখে দেখে পড়া জায়েয?

উত্তর : সুন্নাত এবং নফল সালাতসমূহে কুরআন মাজীদ দে˜ ˈ তিলাওয়াত করতে পারবে।

كَانَتْ عَائِشَةُ (رضى) يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنَ الْمُصْحَفِ -

আয়েশা (রা)-এর গোলাম যকওয়ান কুরআন কারীম দেখে দেখে সলাত পড়াতেন। [সহীহ আল বুখারী : ১/৩১৩]

প্রশ্ন-৩১৪. সালাতের কিছু অংশ বসে কিছু অংশ দাঁড়িয়ে আদায় করা কি জায়েয?

উত্তর : ওজরবশত: নফল সালাতের কিছু অংশ বসে পড়া আর কিছু দাঁড়িয়ে পড়া জায়েয।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِىْ شَىْءٍ مِّنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتّٰى اِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِسًا حَتّٰى اِذَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنَ السُّوْرَةِ ثَلاَثُوْنَ اَوْ اَرْبَعُوْنَ اٰيَةً قَامَ فَقَرَأَ هُنَّ ثُمَّ رَكَعَ -

আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাত্রের সালাত বসে পড়তে দেখিনি। তবে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তখন কেরাত পাঠ করার সময় বসে বসে পড়তেন। আর ত্রিশ চল্লিশ আয়াত বাকী থাকতেই দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তা পড়ে রুকু করতেন।

[মুসলিম শরীফ : ৩/৫৬, হাদীস নং-১৫৭৪]

প্রশ্ন-৩১৫. বসে সালাত আদায় করার অপকারিতা কী?

উত্তর : বিনা কারণে বসে সালাত আদায় করলে নেকী অর্ধেক হয়ে যায়।

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضى) قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَقَاعِدٌ قَالَ : مَنْ صَلّٰى قَائِمًا فَهُوَ اَفْضَلُ وَمَنْ صَلّٰى قَاعِدًا فَلَهٗ نِصْفُ اَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلّٰى نَائِمًا فَلَهٗ نِصْفُ اَجْرِ الْقَاعِدِ .

ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বসে সালাত আদায়কারী প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা উত্তম, বসে পড়লে নেকী অর্ধেক হয় আর শুয়ে শুয়ে পড়লে এক চতুর্থাংশ নেকী হবে। [সহীহ্ সুনানে তিরমিজি : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৩০৫]

প্রশ্ন-৩১৬. নফল সালাতে কি্বয়াম কতটুকু করা উচিত?

উত্তর : নফল সালাতসমূহে 'কি্বয়াম' কে দীর্ঘ করা উত্তম।

عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الصَّلَاةِ اَفْضَلُ. قَالَ طُوْلُ الْقُنُوْتِ .

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন সালাত সবচেয়ে বেশী উত্তম? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে সালাতের কিয়াম দীর্ঘ হয়। [মুসলিম শরীফ : ৩/৮৫, হাদীস নং-১৬৩৯]

عَنْ زِيَادٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ (رضى) يَقُوْلُ : اِنْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لَيَقُوْمُ لِيُصَلِّىَ حَتّٰى تَرِمَ قَدَمَاهُ اَوْ سَاقَاهُ فَيُقَالُ لَهٗ فَيَقُوْلُ اَفَلَا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا .

যিয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি মুগীরা ইবনে শু'বা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের জন্য দাঁড়াতেন, অনেক সময় তাঁর পা-পিন্ডলি ফুলে যেত। এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন, আমি কি আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দা হব না? [সহীহ্ আল বুখারী : ১/৪৬৪, হাদীস নং-১০৫৯]

প্রশ্ন-৩১৭. কোন আমল উত্তম?

উত্তর : নফল ইবাদত কম হলেও সব সময় করা উত্তম।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ اَىُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى قَالَ : اَدْوَمُهٗ وَاِنْ قَلَّ ـ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হল, কোন আমল আল্লাহ্র নিকট অধিক পছন্দনীয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে আমল সদা সর্বদা করা হয় যদিও তা মাত্রায় কম হোক। [মুসলিম শরীফ : ৩/১১৯, হাদীস নং-১৬৯৮]

প্রশ্ন-৩১৮. সুন্নাত এবং নফল সালাত কোথায় আদায় করা উত্তম?

উত্তর : সুন্নাত এবং নফল সালাত ঘরে আদায় করা উত্তম।

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (رضى) إَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ صَلُّوْا اَيُّهَا النَّاسُ فِىْ بُيُوْتِكُمْ فَاِنَّ اَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهٖ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ ـ

যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, হে লোক সকল! তোমরা নিজ নিজ ঘরে সালাত আদায় কর কেননা ফরজ ব্যতীত অন্য সব সালাত ঘরে আদায় করা উত্তম। [মুসলিম শরীফ : ৩/১১৭, হাদীস নং-১৬৯৫]

প্রশ্ন-৩১৯. কোন কোন সময়ে নফল সালাত আদায় করা জায়েয নয়?

উত্তর : ফজরের সালাতের পর সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত আর আছর সালাতের পরে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত কোন নফল সালাত আদায় করা উচিত নয়।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ আছর সালাতের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত এবং ফজরের সালাতের পর সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত নফল সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। [মুসলিম শরীফ : ৩/১৭১, হাদীস নং-১৭৯০]

প্রশ্ন-৩২০. সফরের সময় সুন্নাত এবং নফল আদায় করা কি বাধ্যতামূলক?

উত্তর : সফরের সময় সুন্নাত এবং নফলসমূহ মাফ হয়ে যায়।

مَسَائِلُ سَجْدَةِ السَّهْوِ

২৫. সিজদা সহু সম্পর্কিত মাসায়েল

প্রশ্ন-৩২১. রাকাতের সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ হলে কী করা উচিত?

উত্তর : রাকাতের সংখ্যায় সন্দেহ হয়ে গেলে কমের ওপর বিশ্বাস করে সালাত পূর্ণ করবে এবং সালাম ফিরার পূর্বে সিজদা সহু করবে।

প্রশ্ন-৩২২. সালাম ফিরানোর পর সিজদায়ে সহু সম্পর্কে কথা বলা যাবে?

উত্তর : সালামের পর সহুরে প্রসঙ্গে কথাবার্তা বলা সালাতকে রহিত করে না।

প্রশ্ন-৩২৩. ইমামের ভুলে সিজদা সাহু করতে হয় কিন্তু মুক্তাদির ভুলে কি করতে হবে?

উত্তর : ইমামের ভুল হলে সিজদা সহু করতে হয়। মুক্তাদির ভুলে সিজদা সহু নেই।

প্রশ্ন-৩২৪. সিজদায়ে সাহু কখন করতে হয়?

উত্তর : সিজদা সহু সালাম ফিরানোর পূর্বে বা পরে উভয় নিয়মে জায়েয।

নোট : তাশাহহুদ শেষে কেবল ডাইনে একটি সালাম দিয়ে দুটি সিজদায়ে সাহু করে পুনরায় তাশাহহুদ ও দরুদ পড়ে দুদিকে সালাম ফিরানোর প্রচলিত প্রথার কোন ভিত্তি নেই। [মিরআতুল আকাতীহ ২/৩২-৩৩পৃ.]

প্রশ্ন-৩২৫. সিজদায়ে সাহুর জন্য দ্বিতীয়বার তাশহহুদ পড়া কী হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?

উত্তর : সালাম ফিরানোর পর সিজদা সহুর জন্য দ্বিতীয়বার তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ ؕ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلّٰى ثَلاَثًا اَمْ اَرْبَعًا

فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلٰى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُّسَلِّمَ فَاِنْ كَانَ صَلّٰى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَاِنْ كَانَ صَلّٰى اِتْمَامًا لِاَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيْمًا لِّلشَّيْطَانِ ـ

আবু ছাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন কোন ব্যক্তির সালাতের রাকাতসমূহে সন্দেহ হয়ে যাবে আর একথা নিশ্চিত জানা থাকবে না যে, তিন রাকাত আদায় করেছে না চার রাকাত, তখন প্রথমে সে সন্দেহ দূর করে মনকে স্থির করবে এবং এর ওপর ভিত্তি করে বাকী সালাত আদায় করে নিবে, আর সালামের পূর্বে দু'টি সিজদা করবে। যদি বাস্তবে সে পাঁচ রাকাত আদায় করে থাকে তাহলে এই দুই সিজদা মিলে ছয় রাকাত হয়ে যাবে। যদি সে চার রাকাত পড়ে থাকে তাহলে এই দুই সিজদা শয়তানের জন্য অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। [মুসলিম : ২/৩৪৫, হাদীস নং-১১৫২]

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيْلَ لَهُ : اَزِيْدَ فِى الصَّلَاةِ ؟ قَالَ لَا وَمَا ذَاكَ ؟ فَقَالُوْا : صَلَّيْتَ خَمْسًا. فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ ـ

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ জোহরের সালাত পাঁচ রাকাত আদায় করে ফেললেন। জিজ্ঞাসা করা হল, সালাতে কী বেশি হয়েছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বৃদ্ধি কীভাবে? লোকজন আরজ করল, আপনি পাঁচ রাকাত আদায় করেছেন। তখন সালাম ফিরানোর পর দুই সিজদা আদায় করলেন। [মুসলিম শরীফ : ২/৩৪৮, হাদীস নং-১১৫৮]

প্রশ্ন-৩২৬. তাশাহহুদ না পড়ে ভুলে দাঁড়িয়ে গেলে তখন কি করা উচিত?

উত্তর : প্রথম তাশাহহুদ ভুলে কিয়ামের জন্য সোজা দাঁড়িয়ে গেলে তখন তাশাহহুদের জন্য ফিরবে না বরং সালাম ফিরানোর পূর্বে সিজদা সহু করে নিবে।

প্রশ্ন-৩২৭. যদি দাড়ানোর পূর্বে তাশাহহুদের কথা মনে পড়ে তখন কি করা উচিত?

উত্তর : যদি সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পূর্বে তাশাহহুদের কথা স্মরণ হয় তখন বসে যাবে এমতাবস্থায় সিজদা সহু করতে হয় না।

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمْ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَاِنْ اِسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلاَ يَجْلِسْ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ـ

মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন কোন ব্যক্তি দু'রাকাতের পর (তাশাহহুদে বসা ব্যতীত) দাঁড়িয়ে যেতে চায় তখন যদি পুরোপুরি না দাঁড়ায় তাহলে বসে পড়বে। আর যদি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে বসবে না। তবে দু'টি সিজদা সহু আদায় করবে।

[সহীহ্ সুনানে ইবনে মাজা : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৯৯৪]

প্রশ্ন-৩২৮. সালাতের মধ্যে যদি কোন চিন্তা-ভাবনা আসে তাহলে কি সাহু সিজদা করতে হবে?

উত্তর : সালাতে কোন চিন্তা-ভাবনা আসলে এর জন্য সিজদা সহু করতে হয় না।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ (رضى) قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيْعًا وَدَخَلَ عَلٰى بَعْضِ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأٰى مَافِىْ وُجُوْهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجُّبِهِمْ لِسُرْعَتِهِ فَقَالَ : ذَكَرْتُ وَاَنَا فِى الصَّلاَةِ تِبْرًا عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ اَنْ يُّمْسِىْ اَوْ يُبَيَّتُ عِنْدَنَا فَاَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ ـ

উকবা ইবনে হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আসরের সালাত আদায় করেছি। সালাম ফেরানোর পর তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং কোন একজন স্ত্রীর নিকট গমণ করে পুনরায় বেরিয়ে এলেন। এসে দেখলেন তাঁর পেরেশানী দেখে লোকদের চোখে মুখে বিস্ময় জেগেছে। তিনি বললেন, আমি সালাতরত থাকাবস্থায় আমার কাছে রাখা এক খণ্ড স্বর্ণপিণ্ডের কথা স্মরণ হলে তা আমার কাছে রেখে সন্ধ্যা ও রাত যাপন করা পছন্দ করলাম না। সুতরাং তা বন্টন করে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে এলাম।

[সহীহ আল বুখারী : ১/৪৯৭, হাদীস নং-১১৪১]

مَسَائِلُ صَلَاةِ الْقَضَاءِ

২৬. কাজা সালাত সম্পর্কিত মাসায়েল

প্রশ্ন-৩২৯. কোন কারণে ওয়াক্ত মত সালাত আদায় করতে না পারলে কী করতে হবে?

উত্তর : কোন কারণে ওয়াক্ত মত সালাত আদায় করতে না পারলে সুযোগ পাওয়ার সাথে সাথেই আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন-৩৩০. কাজা সালাত কি জামাতের সাথে পড়া যায়?

উত্তর : কাজা সালাত জামাতের সাথে আদায় করা জায়েয।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (رضى) جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا كِدْتُ اُصَلِّى الْعَصْرَ حَتّٰى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبَ ـ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ : واللّٰهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَقُمْنَا اِلَى بَطْحَانَ فَتَوَضَّاَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ ـ

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, খন্দক যুদ্ধে সূর্যাস্তের পর উমর (রা) কুরাইশের কাফেরদের বিশোদাগার করতে করতে এসে নবী করীম ﷺ-এর দরবারে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত আছরের সালাত আদায় করতে পারিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর কসম, আমিও আছরের সালাত আদায় করিনি। অতঃপর আমরা সবাই 'বতহান' নামক স্থানে আসলাম এবং ওযু করে প্রথমে আছরের সালাত, তারপর মাগরিবের সালাত আদায় করলাম। [সহীহ আল বুখারী : ১/২৭০, হাদীস নং-৫৬১]

প্রশ্ন-৩৩১. ঘুমের কারণে সালাত আদায় করতে না পারলে কখন কাজা করতে হবে?

উত্তর : ভুলে বা ঘুমের কারণে সালাত কাজা হলে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে বা জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে আদায় করতে হবে।

عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَسِىَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ اِذَا ذَكَرَهَا. لاَ كَفَّارَةَ لَهَا اِلاَّ ذٰلِكَ.

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সালাত আদায় করা ভুলে গেছে অথবা সালাতের সময় ঘুমিয়ে পড়েছে, তার জন্য স্মরণ হওয়া বা জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে আদায় করবে কাফ্ফারা স্বরূপ। [সহীহ্ আল বুখারী : ১/২৭০, হাদীস নং-৫৬২]

প্রশ্ন-৩৩২. ফজরের দু'রাকাত সুন্নাত কাজা হলে তা কখন আদায় করা উচিত?

উত্তর : ফজরের দু'রাকাত সুন্নাত ফরজের পূর্বে আদায় করতে না পারলে তখন ফরজের পরে অথবা সূর্য উদয়ের পরে আদায় করতে পারবে।

عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) قَالَ رَاَى النَّبِىُّ ﷺ رَجُلاً يُصَلِّىْ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : صَلاَةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ فَقَالَ الرَّجُلُ : اِنِّىْ لَمْ اَكُنْ صَلَّيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْاٰنَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ.

কাইস ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তিকে ফজরের পর দুই রাকাত সালাত আদায় করতে দেখলেন, অতঃপর বললেন, ফজরের সালাত তো দুই রাকাত? লোকটি উত্তর দিল, আমি ফরজের পূর্বের দুই রাকাত সুন্নাত প্রথমে আদায় করতে পারিনি তাই এখন পড়তেছি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব হয়ে গেলেন।

[সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১১২৮]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের সুন্নাত প্রথমে আদায় করবে না সে যেন সূর্যোদয়ের পরে তা আদায় করে নেয়। [সহীহ সুনানে তিরমিজি : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৩৪৭]

প্রশ্ন-৩৩৩. রাতে বেতর আদায় করতে না পারলে কখন আদায় করতে হবে?

উত্তর : রাতের বেলা বিতর আদায় করতে না পারলে সকালে পড়ে নিতে পারবে।

যে ব্যক্তি শেষ রাত্রে বেতর সালাত আদায়ের নিয়তে শয়ন করেছে কিন্তু শেষ রাতে জাগ্রত হতে পারেনি তখন যে ফজরের সালাতের পর অথবা সূর্য উঠে গেলে আদায় করতে পারবে।

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ : مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهٖ فَلْيُصَلِّ اِذَا اَصْبَحَ ـ

যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বেতর সালাত আদায়ের জন্য জাগ্রত হতে পারেনি সে সকালে আদায় করবে। [সহীহ সুনানে তিরমিজি : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৩৮৭]

প্রশ্ন-৩৩৪. হায়েয চলাকালীন সালাতের ক্বাজা কি পড়তে হয়?

উত্তর : হায়েজা মহিলাকে হায়েজ চলাকালীন সালাতের কাজা পড়তে হবে না।

عَنْ مُعَاذَةَ اَنَّ امْرَاَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ (رضى) اَتَجْزِىْ اِحْدَانَا صَلٰوتَهَا اِذَا طَهُرَتْ فَقَالَتْ اَحَرُوْرِيَّةٌ اَنْتِ كُنَّا نَحِيْضُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَلَايَاْمُرُنَا بِهٖ اَوْ قَالَتْ فَلَا نَفْعَلُهُ ـ

মুআযা থেকে বর্ণিত যে, একটি মহিলা আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেসা করল, মহিলারা হায়েজ থেকে পবিত্র হলে তাদের জন্য কী সালাতের কাজা আদায় করে দেয়া আবশ্যক? আয়েশা (রা) বললেন, তুমি কী খারেজী মহিলা? আমরাতো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জীবন কাটিয়েছি, আমাদেরও ঋতুস্রাব হত অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সালাত কাজা করার জন্য কখনো বলেননি তাই আমরা কোন দিন কাজা আদায় করতাম না। [সহীহ আল বুখারী : ১/১৬৬, হাদীস নং-৩১০]

প্রশ্ন-৩৩৫. ওমরি কাজা কি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ?

উত্তর : ওমরি কাজা আদায় করা সুন্নাতে রাসূল ﷺ বা ছাহাবাদের আমল দ্বারা প্রমাণিত নয়।

مَسَائِلُ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ

২৭. জুমার সালাত সম্পর্কিত মাসায়েল

প্রশ্ন-৩৩৬. জুমআর সালাতের ফযীলত কী?

উত্তর : জুমার সালাত গোটা সপ্তাহে সংঘটিত সগীরা গুনাহের ক্ষমার কারণ।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ اِلٰى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ اِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ۔

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক সালাত পরের সালাত পর্যন্ত, জুমা সপ্তাহের জন্য এবং রমজান গোটা বছরের জন্য গুনাহের কাফ্‌ফারা। তবে শর্ত হলো কবীরা গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। [মুসলিম শরীফ : ২/১১, হাদীস নং-৪৪৩]

প্রশ্ন-৩৩৭. বিনা কারণে জুমআ ত্যাগকারীর প্রতি রাসূল ﷺ-এর কি হুমকি ছিল?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ ﷺ বিনা কারণে জুমা ত্যাগকারীর ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجُمُعَةِ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ رَجُلاً يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ ثُمَّ اُحْرِقَ عَلٰى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوْتَهُمْ۔

ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, বিনা প্রয়োজন জুমা ত্যাগকারী প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার মন চায় যে, কাউকে সালাত পড়াতে (ইমামতি করতে) বলি অতঃপর জুমা ত্যাগকারীদের ঘরসহ জ্বালিয়ে দিই।

[মুসলিম শরীফ : ২/৪৪১, হাদীস নং-১৩৫৮]

প্রশ্ন-৩৩৮. কার অন্তরে পথ ভ্রষ্টতার মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়?

উত্তর : শরয়ী ওজর ছাড়া তিন জুমা ত্যাগ করলে আল্লাহ্ তায়ালা তাদের অন্তরে পথভ্রষ্টতার মোহর লাগিয়ে দেন।

عَنْ اَبِى الْجَعْدِ الضَّمَرِىْ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ ثَلٰثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِهِ -

আবুল জাদ যমরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অলসতার কারণে তিন জুমা ত্যাগ করে, আল্লাহ্ তায়ালা তার অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেন। [সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৯২৮]

প্রশ্ন-৩৩৯. কাদের উপর জুমআ ফরয?

উত্তর : দাস, মহিলা, ছোট ছেলে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তি এবং মুসাফির ব্যতীত সকলের ওপর জুম'আ ফরজ।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ -

আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, মুসাফিরের ওপর জুম'আ নেই। [সহীহুল জামিউস সাগীর : ৫ম খণ্ড, হা: নং-৫২৮১]

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِىْ جَمَاعَةٍ اِلاَّ عَلٰى اَرْبَعَةٍ عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ اَوْ اِمْرَاَةٌ اَوْ صَبِىٌّ اَوْ مَرِيْضٌ -

তারেক ইবনে শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, দাস, মহিলা, শিশু এবং অসুস্থ ব্যক্তি ছাড়া সকল মুসলমানের ওপর জুমা ফরজ। [সহীহ্ সুনানি আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৯৪২]

প্রশ্ন-৩৪০. জুমআর দিন কী কী করা সুন্নাত?

উত্তর : জুমার দিন গোসল করা, ভাল কাপড় পরিধান করা এবং খোশবু বা সুগন্ধি মাখা সুন্নাত।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَلْبَسُ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهٖ وَاِنْ كَانَ لَهٗ طِيْبٌ مَسَّ مِنْهُ ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক মুসলমানকে জুমার দিন গোসল করা, ভাল পোশাক পরিধান করা এবং সুগন্ধি মাখা চাই।

[সহীহু সুনানে আল নাসায়ী : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১৩১০]

প্রশ্ন-৩৪১. রাসূল ﷺ জুমআর দিন বেশী বেশী কি করতে আদেশ করেছেন?

উত্তর : জুমার দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর বেশী বেশী সালাত ও সালাম পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন।

عَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْثِرُوْا عَلَىَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيْهِ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَىَّ ـ

আউস ইবনে আউস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, জুমার দিন আমার প্রতি অধিক পরিমাণে সালাত ও সালাম পড়তে থাক তোমাদের সালাত ও সালাম আমার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া হয়।

[সহীহুল জামিউস সাগীর : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১২১৯]

প্রশ্ন-৩৪২. জুমআর দিন ক'টি খুতবা দিতে হয়?

উত্তর : জুমার সালাতে দু'টি খুতবা পবিবেশন করতে হয়। দুটিই দাঁড়িয়ে দিতে হয়।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رضى) قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ فَكَانَتْ صَلَاتُهٗ قَصْدًا وَخُطْبَتُهٗ قَصْدًا ـ

জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ দু'টি খুতবা পরিবেশন করতেন এবং উভয় খুতবার মধ্যখানে বসতেন। খুতবায় কুরআন তিলাওয়াত করে লোকদের উপদেশ দিতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খুতবা এবং সালাত উভয় মধ্যম হত। [মুসলিম শরীফ : ৩/২১২, হাদীস নং-১৮৬৫]

প্রশ্ন-৩৪৩. মিম্বারে উঠে ইমামকে সর্ব প্রথম কী করা উচিত?

উত্তর : ইমামকে মিম্বরে উঠে সর্বপ্রথম মুসল্লীদের উদ্দেশ্য করে সালাম দেয়া আবশ্যক।

عَنْ جَابِرٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ যখন মিম্বরে উঠতেন তখন সালাম বলতেন। [সহীহ্ সুনানে ইবনে মাজাহ: ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৯১০]

প্রশ্ন-৩৪৪. জুমআর সালাত ও জুমআর খুতবা কেমন হওয়া উচিত?

উত্তর : জুমার খুতবা সাধারণ খুতবার চেয়ে সংক্ষেপে আর জুমার সলাত সাধারণ সালাতের চেয়ে দীর্ঘ করে পড়া আবশ্যক।

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ طُوْلَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقَصْرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِّنْ فِقْهِهِ فَاَطِيْلُوا الصَّلاَةَ وَاَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ .

আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, জুমার খুতবাকে সংক্ষেপ করা এবং সালাতকে দীর্ঘ করা ইমামের হুঁশিয়ার হওয়ার প্রমাণ। সুতরাং খুতবাকে সংক্ষিপ্ত কর এবং সালাতকে দীর্ঘ কর। [মুসলিম শরীফ : ৩/২২০, হাদীস নং-১৮৭৯]

নোট : আমাদের সমাজে এ হাদীসটির বিপরিত আমল পরিলক্ষিত হয়। খুতবা ও আলোচনা করা হয় অনেক সময় নিয়ে, আর সালাত পড়া হয় সংক্ষেপে।

প্রশ্ন-৩৪৫. জুমআর সালাত কখন কখন পড়া জায়েয?

উত্তর : জুমার দিন সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলান পূর্বে, সূর্য ঢলার সময়, সূর্য ঢলার পর সবসময় সালাত পড়া জায়েয।

عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الْجُمُعَةَ حِيْنَ تَمِيْلُ الشَّمْسُ .

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার সালাত সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে গেলে পড়াতেন। [সুনানে তিরমিজি : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৪১৫]

প্রশ্ন-৩৪৬. খুতবা আরম্ভ হওয়ার পর কেউ মসজিদে আসলে তার করণীয় কী?

উত্তর : জুমার খুতবা আরম্ভ হলে তখন যে ব্যক্তি মসজিদে আসবে তাকে সংক্ষিপ্তাকারে দু'রাকাত সালাত পড়ে বসে যেতে হবে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطْفَانِىْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهٗ : يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتُجَوَّزْ فِيْهِمَا ثُمَّ قَالَ : اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا .

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুমার দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন এমন সময় সুলাইক গাত্‌ফানী নামক এক সাহাবী আসলেন এবং বসে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে সুলাইক! সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকাত পড়ে নাও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যখন তোমাদের কেউ জুমার দিন ইমাম খুতবা দেওয়ার সময় আসবে তখন দু'রাকাত সংক্ষিপ্তাকারে অবশ্যই আদায় করবে। [মুসলিম শরীফ : ৩/২২৫, হাদীস নং-১৮৯৪]

প্রশ্ন-৩৪৭. জুমআর সালাতের পূর্বে কত রাকয়াত নফল পড়া উচিত?

উত্তর : জুমার সালাতের পূর্বে নফলের সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। তবে তাহিয়্যাতুল মসজিদের দু'রাকাত খুতবা চললেও পড়বে।

প্রশ্ন-৩৪৮. জুমআর সালাতের পূর্বে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আদায় করা কী হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?

উত্তর : জুমার সালাতের পূর্বে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আদায় করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلّٰى مَا قُدِّرَ لَهٗ ثُمَّ اَنْصَتَ حَتّٰى يَفْرُغَ الْاِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهٖ ثُمَّ يُصَلِّىْ مَعَهٗ غُفِرَ لَهٗ مَابَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ.

আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করেছে তারপর মসজিদে এসে যথাসম্ভব সালাত আদায় করে ইমামের খুতবা শেষ হওয়া পর্যন্ত নীরবে বসে থাকবে, পরে ইমামের সাথে ফরজ আদায় করবে তার এক জুমা থেকে আর এক জুমা পর্যন্ত এবং আরো অতিরিক্ত তিন দিনের গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়।

[মুসলিম শরীফ : ৩/২০৯, হাদীস নং-১৮৫৭]

প্রশ্ন-৩৪৯. খুতবা চলাকালীন যদি কারো ঘুম আসে তাহলে কী করা উচিত?

উত্তর : খুতবা চলাকালীন কারো ঘুম আসলে তখন তাকে স্থান পরিবর্তন করে নিতে হবে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهٖ ذٰلِكَ.

আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, খুতবা পাঠের সময় কথা বলা অথবা খুতবার দিকে গুরুত্ব না দেওয়া নিন্দনীয় কাজ। [সহীহ্ সুনানে তিরমিজি : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৪৩৬]

প্রশ্ন-৩৫০. খুতবা পাঠের সময় কথা বলা কি জায়েয?

উত্তর : খুতবা পাঠের সময় কথা বলা অথবা খুতবার দিকে গুরুত্ব না দেওয়া নিন্দনীয় কাজ।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَنْصِتْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন খুতবা পাঠের সময় সাথীকে বলবে 'চুপ কর' সেও মন্দ কাজ করল। [মুসলিম শরীফ : ৩/২০০, হাদীস নং-১৮৩৫]

প্রশ্ন-৩৫১. খুতবার সময় হাটু মেরে বসা কি জায়েয?

উত্তর : জুমার খুতবা পাঠের সময় হাঁটু মেরে বসা নিষেধ।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ الْجُهَنِىْ (رضى) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحَبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ.

মুআয ইবনে আনস জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবা পাঠের সময় হাঁটু মেরে বসা থেকে নিষেধ করেছেন।

[সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৯৮২]

ব্যাখ্যা : হাঁটু মেরে বসা অর্থাৎ হাঁটু খাঁড়া রেখে রানকে পেটের সাথে লাগিয়ে দু'হাত বেঁধে বসা।

প্রশ্ন-৩৫২. জুমআর সালাতের পর সুন্নাত আদায়ের নিয়ম কী?

উত্তর : জুমার সালাতের পর যদি মসজিদে সুন্নাত আদায় করে তাহলে চার রাকাত আর ঘরে আদায় করলে দু'রাকাত আদায় করবে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِىْ بَيْتِهِ -

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার পর গৃহে দু'রাকাত সালাত আদায় করতেন। [মুখতাছারু সহীহি মুসলিম : হাদীস নং-৪২৪]

প্রশ্ন-৩৫৩. গ্রামে কি জুমআর সালাত আদায় করা জায়েয?

উত্তর : গ্রাম জুমার সালাত আদায় করা জায়েয।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ اِنَّ اَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِىْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثَىْ مِنَ الْبَحْرَيْنِ -

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মসজিদে নববীর পর সর্বপ্রথম জুম'আ বাহরাইনের 'জোয়াসা' নামক গ্রামের আবদুল কায়েস মসজিদে আদায় করা হয়েছিল। [সহীহ্ আল বুখারী : ১/৩৭৮, হাদীস নং-৮৪১]

প্রশ্ন-৩৫৪. যদি জুমআর দিন ঈদ হয় তাহলে জুমআর সালাতের বিধান কী?

উত্তর : যদি জুমার দিন ঈদ হয়ে যায় তাহলে দু'টি পড়া ভাল। কিন্তু ঈদের পর জুম'আর স্থানে জোহরের সালাত আদায় করলে তাও চলবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ : قَدْ اجْتَمَعَ فِىْ يَوْمِكُمْ هٰذَا عِيْدَانِ فَمَنْ شَاءَ اَجْزَاهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَاِنَّا مُجْمِعُوْنَ -

আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের জন্য আজকের দিনে দু'টি ঈদ জমা হয়ে গেছে। যে চায় তার জন্য জুমার পরিবর্তে ঈদের সালাতই যথেষ্ট কিন্তু আমরা জুমা এবং ঈদ দু'টিই আদায় করি। [সহীহু সুনানি আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৯৪৮]

প্রশ্ন-৩৫৫. জুমআর সালাতের পর সতর্কতামূলক জোহরের সালাত আদায় করা কি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?

উত্তর : জুমার সালাতের পর সতর্কতামূলক জোহরের সালাত আদায় করা কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

প্রশ্ন-৩৫৬. জুমআর সালাতের পর সকলে মিলে উচ্চ আওয়াজে সালাত ও সালাম এবং মুনাজাত করা কি জায়েয?

উত্তর : জুমার সালাতের পর দাঁড়িয়ে সকলে মিলে উচ্চ আওয়াজে সালাত ও সালাম পড়া এবং জুমার সালাতের পর একত্রিত হয়ে মুনাজাত করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

مَسَائِلُ صَلاَةِ الْوِتْرِ

২৮. বেতরের সালাত সম্পর্কিত মাসায়েল

প্রশ্ন-৩৫৭. বেতরের সালাত কী?

উত্তর : বেতরের সালাত ফযীলতপূর্ণ একটি সালাত।

প্রশ্ন-৩৫৮. বেতরের সালাতের ওয়াক্ত কখন?

উত্তর : বেতরের সালাতের ওয়াক্ত এশা এবং ফজরের মধ্যবর্তী সময়।

عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ اَمَدَّكُمْ بِصَلاَةٍ هِىَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِّنْ حُمْرِ النَّعَمِ قُلْنَا وَمَا هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْوِتْرُمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ اِلٰى طُلُوْعِ الْفَجْرِ.

খারেজা ইবনে হুযাফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা ফরজ সালাত ছাড়া আর একটি সালাত তোমাদেরকে দিয়েছেন যা তোমাদের জন্য লাল উটের চেয়েও অনেক উত্তম। আমরা জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর রাসূল, সে সালাত কোনটি? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, সেটি হল বেতরের সালাত যার ওয়াক্ত এশার সালাত এবং ফজরের মধ্যবর্তী সময়।

[সহীহ সুনানে তিরমিজি : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৩৭৩]

প্রশ্ন-৩৫৯. বেতরের সালাত কি এশার সালাতের অংশ?

উত্তর : বেতর সালাত এশার সালাতের অংশ নয়। বরং রাতের সালাত অর্থাৎ তাহাজ্জুদের অংশ। রাসূলুল্লাহ (রা) উম্মতের সুবিধার্থে এশার সালাতের সাথে আদায় করে নেয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

প্রশ্ন-৩৬০. বেতরের সালাত কখন পড়া উত্তম?

উত্তর : বেতর রাত্রের শেষভাগে পড়া উত্তম।

عَنْ جَابِرٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَيُّكُمْ خَافَ اَنْ لاَّ يَقُوْمَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ ثُمَّ لِيَرْقُدْ وَمَنْ وَثَقَ بِقِيَامٍ مِّنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ اٰخِرِهِ فَاِنَّ قِرَاءَةَ اٰخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُوْرَةٌ وَّذٰلِكَ اَفْضَلُ -

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি শেষ রাতে না জাগার আশঙ্কা করবে সে বেতর আদায় করে ঘুমাবে। আর যে ব্যক্তি জাগার ব্যাপারে নিশ্চিত সে রাতের শেষভাগে আদায় করবে। [মুসলিম শরীফ : ৩/৮৪, হাদীস নং-১৬৩৭]

প্রশ্ন-৩৬১. বেতরের সালাত কি ফরজ?

উত্তর : বেতর সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

عَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ : اَلْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوْبَةِ وَلٰكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বেতর ফরজের মত আবশ্যক নয়, কিন্তু তা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার আদেশ দিয়েছেন।

[সুনানে আল নাসাঈ, ১ম খণ্ড, হা: নং-১৫৮২]

নোট : হাদীসের পরিভাষায় মুয়াক্কাদা আর ফিকহের পরিভাষায় ওয়াজিব।

প্রশ্ন-৩৬২. সওয়ারীর উপর কোন ধরনের সালাত পড়া জায়েয?

উত্তর : সুন্নাত এবং নফলসমূহ সওয়ারীর উপর পড়া জায়েয।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ فِى السَّفَرِ عَلٰى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُوْمِئُ اِيْمَاءً صَلاَةَ اللَّيْلِ اِلاَّ الْفَرَائِضَ يُوْتِرُ عَلٰى رَاحِلَتِهِ -

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সফরে সওয়ারীর উপর ইশারা করে রাতের সালাত আদায় করতেন সওয়ারীর মুখ

যেদিকেই হোক। বেতর সালাতও আদায় করতেন কিন্তু ফরজ সালাত আদায় করতেন না। [সহীহ্ আল বুখারী : ১/৪৫২, হাদীস নং-১০২৯]

প্রশ্ন-৩৬৩. বেতরের সালাত কত রাকাত?

উত্তর : বেতরের রাকাতের সংখ্যা এক, তিন এবং পাঁচ, সাত এবং নয় এর মধ্যে যার যা ইচ্ছা আদায় করতে পারে।

عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلْوِتْرُ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّوتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ -

আবু আইয়ুব আনছারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, বেতরের সালাত পড়া প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব, তবে যার ইচ্ছা পাঁচ রাকাত আর যার ইচ্ছা তিন রাকাত আর যার ইচ্ছা এক রাকাত আদায় করতে পারবে। [সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১২৬০]

প্রশ্ন-৩৬৪. তিন রাকয়াত বেতর আদায়ের নিয়ম কী?

উত্তর : তিন রাকাত বেতর আদায় করার জন্য দু'রাকাত আদায় করে সালাম ফিরানো তারপর আর এক রাকাত পড়ার নিয়ম উত্তম। তবে এক নিয়্যাতের সাথে একসাথে তিন রাকাত আদায় করাও জায়েয।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِيْمَا بَيْنَ اَنْ يَّفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ اِلَى الْفَجْرِ اِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً يُّسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ -

আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এশার সালাতের পর ফজরের পূর্বে এগার রাকাত সালাত আদায় করতেন। প্রত্যেক দুরাকাতের পর সালাম ফিরাতেন শেষে এক রাকাত আদায় করে বেতর বানাতেন। [মুসলিম শরীফ : ৩/৬১, হাদীস নং-১৫৮৮]

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِسَبْعٍ اَوْ بِخَمْسٍ لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيْمٍ -

উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সাত বা পাঁচ রাকাত বেতর আদায় করতেন তখন মধ্যখানে সালাম ফিরাতেন না, এক সালামে পড়তেন। [সহীহ্ সুনানে আন নাসাঈ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১৬১৮]

প্রশ্ন-৩৬৫. মাগরিবের সালাতের ন্যায় বেতর আদায় করা কি জায়েয?

উত্তর : মাগরিবের সালাতের মত দুই তাশাহ্হুদ এবং এক সালামে বেতর আদায় করা ঠিক নয়।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لاَتُوْتِرُوْا بِثَلاَثٍ اَوْتِرُوْا بِخَمْسٍ اَوْ بِسَبْعٍ وَلاَ تَشْبَهُوْا بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ -

আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তিন রাকাত বেতর পড়োনা বরং পাঁচ অথবা সাত রাকাত আদায় কর। মাগরিবের সাথে সাদৃশ্য করোও না। [আততা'লীকুল মুগনী : ২য় খণ্ড, পৃ.-২৫]

প্রশ্ন-৩৬৬. বেতরের সালাতে দোয়া কুনুত রুকুর পূর্বে নাকি পরে পড়া জায়েয?

উত্তর : বেতরের সালাতে দোয়া কুনুত রুকুর পূর্বে ও পরে উভয় নিয়মে পড়া জায়েয।

عَنْ اُبَيِّ اِبْنِ كَعْبٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ -

উবাই ইবনে কাআব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতরের সালাতে দোয়া কুনুত রুকুর পূর্বে আদায় করতেন।

[সহীহ্ সুনানে ইবনে মাজাহ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৯৭০]

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوْعِ -

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকুর পরে দোয়া কুনুত পাঠ করেছেন। [সহীহ্ সুনানি ইবনে মাজা : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৯৭২]

প্রশ্ন-৩৬৭. বেতরের সালাত ব্যতিত অন্য কোন সালাতে দোয়া কুনুত পড়া কি জায়েয?

উত্তর : প্রয়োজনবশত: সকল সালাত অথবা কিছু সালাতের শেষের রাকাতে দোয়া কুনুত পড়া যায়।

প্রশ্ন-৩৬৮. দোয়া কুনুত পড়া কি ওয়াজিব?

উত্তর : দোয়া কুনুত পড়া ওয়াজিব।

প্রশ্ন-৩৬৯. দোয়া কুনুতের পর অন্য কোন দোয়া পড়া কি জায়েয?

উত্তর : দোয়া কুনুতের পর অন্য দোয়াও পড়া যেতে পারে।

প্রশ্ন-৩৭০. দোয়া কুনুত অন্য সময়ও কি পড়া যায়?

উত্তর : প্রয়োজনবশত: অনির্দিষ্টকালের জন্য দোয়া কুনুত পড়া যেতে পারে।

প্রশ্ন-৩৭১. ইমাম যদি উচ্চস্বরে দোয়া কুনুত পড়ে তাহলে **মুক্তাদির কী করণীয়?**

উত্তর : যদি ইমাম উচ্চ আওয়াজে কুনুত পাঠ করে তখন মুক্তাদিদের বড় আওয়াজে আমীন বলা উচিত।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ مِنَ الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ يَدْعُوْا عَلٰى اَحْيَاءٍ مِنْ بَنِىْ سُلَيْمٍ عَلٰى رَعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مِنْ خَلْفِهٖ -

আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একমাস পর্যন্ত একাধারে জোহর, আছর, মাগরিব, এশা এবং ফজরের শেষ রাকাতে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলার পর বনী সুলাইম, রাসেল, জকওয়ান ও উছাইয়্যা প্রভৃতি গোত্রের জন্য বদদোয়া করেছিলেন। আর মুক্তাদিরা আমীন বলতেন। [সহীহু সুনানে আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১২৮০]

عَنْ اَنَسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهٗ -

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ একমাস পর্যন্ত দোয়া কুনুত পড়েছিলেন। পরবর্তীতে তা ত্যাগ করেছেন।

[সহীহু সুনানে আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১২৮২]

প্রশ্ন-৩৭২. ইবনে আলীকে রাসূল ﷺ কোন দোয়া কুনূতটি শিখিয়েছিলেন?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবনে আলী (রা)-কে যে দোয়া কুনূত শিক্ষা দিয়েছিলেন তা এই :

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلِمَاتٍ اَقُوْلُهُنَّ فِىْ قُنُوْتِ الْوِتْرِ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَلاَ يُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهٗ لاَيَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلاَيَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ -

হাসান ইবনে আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বেতর সালাতে পাঠ করার জন্য এ দোয়া কুনূত শিক্ষা দিয়েছিলেন। হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে হেদায়েত করেছো, আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো, তুমি যাদেরকে নিরাপদে রেখেছো আমাকে তাদের দলভুক্ত করো, তুমি যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছো আমাকে তাদের দলভূক্ত করো, তুমি আমাকে যা দান করেছ তাতে বরকত দাও, তুমি যে অকল্যাণ নির্দিষ্ট করেছো তা থেকে আমাকে রক্ষা করো। কারণ তুমিইতো ভাগ্য নির্ধারণ করো, তুমি ছাড়া কেহ ভাগ্য নির্ধারণ করার নাই, তুমি যা অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছো সে কোন দিন অপমাণিত হবে না এবং তুমি যার সাথে শত্রুতা করেছো সে কোন দিন সম্মানিত হতে পারবে না। হে আমাদের রব তুমি বরকত পূর্ণ ও সুমহান। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর আল্লাহর রহমত হোক। [সহীহু সুনানে নাসাঈ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১৬৪৭]

প্রশ্ন-৩৭৩. আমরা যে দোয়া কুনূত পড়ি তা ছাড়া অন্য কোন দোয়া **আছে কি?**

উত্তর : বেতরের সালাতের অন্য একটি মাসনূন দোয়া।

عَنْ عَلِيِّ ابْنِ اَبِىْ طَالِبٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ اٰخِرِ وِتْرِهٖ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ

مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لاَ اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ ـ

আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বেতরের সালাতে এই দোয়া পাঠ করতেন– আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা বিরিযাকা মিন সাখাতিকা ওয়া বিমাআফাতিকা মিন উকুবাতিকা ওয়া আউযু বিকা মিনকা লা উহ্ছী ছানা আন আলাইকা আনতা কামা আছনাইতা আলা নাফ্সিকা। [সহীহ্ সুনানে আল নাসাঈ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১৬৪৮]

প্রশ্ন-৩৭৪. বেতরের সালাত কোন কোন সূরা দিয়ে পড়া সুন্নাত?

উত্তর : বেতরের প্রথম রাকাতে সূরা আলা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা 'আল কাফিরূন' এবং তৃতীয় রাকাতে সূরা 'ইখলাছ' তিলাওয়াত করা সুন্নাত।

عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَفِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَلاَ يُسَلِّمُ اِلاَّ فِىْ اٰخِرِهِنَّ ـ

উবাই ইবনে কাআব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বেতরের প্রথম রাকাতে সূরা 'আলা' দ্বিতীয় রাকাতে সূরা 'আল কাফিরূন' আর তৃতীয় রাকাতে সূরা 'ইখলাছ' তেলাওয়াত করতেন। আর শেষ রাকাতেই সালাম ফিরাতেন।

[সহীহ্ সুনানে আন নাসাঈ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১৬০৬]

প্রশ্ন-৩৭৫. বেতরের সালাতের পর কী পড়া সুন্নাত?

উত্তর : বেতরের সালাতের পর তিনবার سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ বলা সুন্নাত।

عَنْ اُبَىِّ ابْنِ كَعْبٍ (رضى) كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا سَلَّمَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يُطِيْلُ فِىْ اٰخِرِهِنَّ ـ

উবাই ইবনে কাআব থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতরের সালাতে সালাম ফিরানোর পর তিন বার বলতেন سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ আর তৃতীয়বার উচ্চ আওয়াজে বলতেন। [সহীহ্ সুনানে আল নাসাঈ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১৬০৪]

প্রশ্ন-৩৭৬. বেতরের সালাত আদায় করার নিয়তে ঘুমানোর পর যদি কেউ ঘুম থেকে উঠতে না পারে তাহলে কী করতে হবে?

উত্তর : যে ব্যক্তি শেষ রাত্রে বেতর সালাত আদায়ের নিয়তে শয়ন করেছে কিন্তু শেষ রাতে জাগ্রত হতে পারেনি তখন যে ফজরের সালাতের পর অথবা সূর্য উঠে গেলে আদায় করতে পারবে।

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ : مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ فَلْيُصَلِّ اِذَا اَصْبَحَ ـ

যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বেতর সালাত আদায়ের জন্য জাগ্রত হতে পারেনি সে সকালে আদায় করবে। [সহীহ সুনানে তিরমিজি : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৩৮৭]

প্রশ্ন-৩৭৭. একরাত্রে দুইবার বেতর পড়া যায় কি?

উত্তর : একরাত্রে দুইবার বেতর পড়বে না।

প্রশ্ন-৩৭৮. এশার সালাতের পর বেতর আদায় করে পুনরায় তাহাজ্জুদের সময় আদায় করা কী জায়েয?

উত্তর : এশার সালাতের পর বেতর আদায় করে ফেললে তাহাজ্জুদের পর পুনরায় বেতর আদায় করা ঠিক নয়।

عَنْ طَلَقِ بْنِ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : لاَ وِتْرَانِ فِىْ لَيْلَةٍ ـ

তালাক ইবনে আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি, এক রাতে দু'বেতর নেই। [সহীহ্ সুনানে তিরমিজি : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৩৯১]

প্রশ্ন-৩৭৯. বেতরের পর দু'রাকাত নফল বসে আদায় করা কী হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?

উত্তর : বেতরের পর দু'রাকাত নফল বসে আদায় করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

مَسَائِلُ صَلَاةِ اللَّيْلِ

২৯. তাহাজ্জুদের সালাত সম্পর্কিত মাসায়েল

প্রশ্ন-৩৮০. ফরজ সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত কোনটি?

উত্তর : ফরজ সালাতগুলোর পর সর্বোত্তম সালাত হচ্ছে তাহাজ্জুদের সালাত।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ وَاَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, রমজানের পর সবচেয়ে উত্তম রোযা হলো মুহাররম মাসের রোযা। আর ফরজ সালাতের পর সবচেয়ে উত্তম সালাত হলো তাহাজ্জুদের সলাত।

[মুখতাছারু মুসলিম–আলবানী, হাদীস নং-৬১০, মেশকাত নং-১১৬৭]

প্রশ্ন-৩৮১. তাহাজ্জুদের সালাত কত রাকাত?

উত্তর : তাহাজ্জুদ সালাতের রাকাতের মাসনূন সংখ্যা বিতরসহ কমে ৫ এবং বেশীতে ১৩।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَيْسٍ (رضى) قَالَ سَالْتُ عَائِشَةَ بِكَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يُوْتِرُ؟ قَالَتْ كَانَ يُوْتِرُ بِاَرْبَعٍ وَّثَلاَثٍ وَسِتٍّ وَّثَلاَثٍ وَّثَمَانٍ وَّثَلاَثٍ وَّعَشْرٍ وَّثَلاَثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوْتِرُ بِاَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَّلاَ بِاَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَ عَشَرَةَ ـ

আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাইস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রের সালাত কয় রাকাত আদায় করতেন? আয়েশা (রা) জবাবে বললেন, কোন কোন সময় চার রাকাত নফল

এবং তিন রাকাত বেতর, আর কখনো ছয় রাকাত নফল এবং তিন রাকাত বেতর আর কখনো আট রাকাত নফল এবং তিন রাকাত বেতর, আর কখনো দশ রাকাত নফল এবং তিন রাকাত বেতর আদায় করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাত্রের সালাত সাত রাকাতের কম এবং তের রাকাতের অধিক হত না।

[সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১২১৪]

প্রশ্ন-৩৮২. তাহাজ্জুদের সালাতে রাসূল ﷺ-এর আমল কি ছিল?

উত্তর : তাহাজ্জুদের সালাতে প্রায়শ: আট রাকাত নফল এবং তিন রাকাত বেতর পড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমল ছিল।

প্রশ্ন-৩৮৩. তাহাজ্জুদের সালাত কত রাকয়াত করে আদায় করা উত্তম?

উত্তর : তাহাজ্জুদের সালাতে দু দু'রাকাত বা চার চার রাকাত করে আদায় করতে পারেন। তবে দু দু'রাকাত করে আদায় করা উত্তম।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ مَابَيْنَ اَنْ يَّفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ اِلَى الْفَجْرِ اِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً يُّسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ -

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করীম ﷺ এশা এবং ফজরের সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে ১১ রাকাত আদায় করতেন। প্রত্যেক দু'রাকাতের পর সালাম ফিরাতেন এবং সর্বশেষে এক রাকাত আদায় করে বেতর বানাতেন।

[মুসলিম শরীফ : ৩/৬১৪, হাদীস নং-১৫৮৮]

عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ (رضى) اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ (رضى) كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلاَ فِىْ غَيْرِهِ عَلٰى اِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّىْ اَرْبَعًا فَلاَتَسْاَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ اَرْبَعًا فَلاَتَسْاَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ ثَلاَثًا.

আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, রমজান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাত্রের সালাত কেমন হত? জবাবে আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমজান এবং রমজান ছাড়া রাত্রের সালাত ১১ রাকাতের চেয়ে অধিক আদায় করতেন না। প্রথম অতি

সুন্দরভাবে দেরী করে চার রাকাত আদায় করতেন। অতঃপর অতি সুন্দরভাবে দেরী করে আরো চার রাকাত আদায় করেতেন, তারপর তিন রাকাত আদায় করতেন। [বুখারী শরীফ : ১/৪৭০, হাদীস নং-১০৭৬]।

প্রশ্ন-৩৮৪. সালাতে এক আয়াত একাধিকবার পড়া কি জায়েয?

উত্তর : নফল সালাতে এক আয়াতকে একাধিকবার পড়া জায়েয।

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضى) قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَصْبَحَ بِاٰيَةٍ وَالْاٰيَةُ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

আবু যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একরাত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজর পর্যন্ত সালাত আদায় করেছেন এবং একটি আয়াতকেই বার বার আদায় করেছিলেন তা হচ্ছে, "যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। [সহীহ্ সুনানে ইবনে মাজাহ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১১১০; মেশকাত নং-১১৩৭]

প্রশ্ন-৩৮৫. তাহাজ্জুদের সালাত রাসূল ﷺ কীভাবে শুরু করতেন?

উত্তর : তাহাজ্জুদের সালাত রাসূলুল্লাহ ﷺ নিম্নের দোয়া দিয়ে আরম্ভ করতেন।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ اِفْتَتَحَ صَلَاتَهُ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اِهْدِنِىْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন তাহাজ্জুদের সালাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন শুরুতে এই দোয়া পাঠ করতেন, হে আল্লাহ! জিব্রাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা অদৃশ্য এবং দৃশ্য সব বিষয়েই তুমি সুবিদিত। তোমার বান্দাগণ যে সব বিষয়ে পারস্পরিক মতভেদ করেছে তন্মধ্যে তুমি তোমার অনুমতিক্রমে আমাকে যা সত্য সেই দিকে পথ দেখাও, নিশ্চয়ই তুমি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ প্রদর্শন করে থাকো।

[মুসলিম শরীফ : ৩/১০৯, হাদীস নং-১৬৮১]

مَسَائِلُ صَلاَةِ التَّرَاوِيْحِ

৩০. তারাবীর সালাত সম্পর্কিত মাসায়েল

প্রশ্ন-৩৮৬. তারাবী সালাতের বিশেষ ফযীলত কী?

উত্তর : তারাবীর সালাত অতীতের যাবতীয় ছগীরা গুনাহ্ ক্ষমা হওয়ার কারণ।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং নেকী লাভের আশায় রমজান মাসে কিয়াম (তারাবীর সালাত) করে, তার অতীতের যাবতীয় গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

[মুখতাছারুল বুখারী-যুবায়দী : হাদীস-৩৫]

প্রশ্ন-৩৮৭. তারাবীর অন্য নাম আছে কী?

উত্তর : কিয়ামে রমজান বা তারাবীর সালাত অন্যান্য মাসে তাহাজ্জুদ বা কিয়ামুল্লাইলের দ্বিতীয় নাম।

প্রশ্ন-৩৮৮. তারাবীর সালাত কত রাকাত?

উত্তর : তারাবীর সালাতের মাসনূন রাকাতের সংখ্যা আট। বাকী বেশীর কোন বিশেষ সংখ্যা নেই। যার যত ইচ্ছা আদায় করতে পারবে। তবে নবী করীম ﷺ নিজেই কখনো ১৩ রাকাতের বেশি আদায় করেননি। [বুখারী, হাদীস নং ১১২৭]

عَنْ اَبِىْ سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ (رضى) اَنَّهٗ سَاَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلاَ فِىْ غَيْرِهٖ عَلٰى اِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً. يُصَلِّىْ اَرْبَعًا

فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ اَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ ثَلاَثًا ـ

আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রা) আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, নবী করীম ﷺ রমজান মাসে রাত্রের সালাত কি রকম আদায় করতেন? জবাবে আয়েশা (রা) উত্তরে বললেন, রমজান মাস এবং রমজান ছাড়া উভয় সময়ে ﷺ রাত্রের সালাত এগার রাকাতের চেয়ে বেশী আদায় করতেন না। প্রথমে অত্যন্ত সুন্দরভাবে দেরী করে চার রাকাত আদায় করতেন। পরে সেভাবেই আরো চার রাকাত পড়তেন। অতঃপর তিন রাকাত আদায় করতেন।

[বুখারী শরীফ : ১/৪৭০; হাদীস নং-১০৭৬]

প্রশ্ন-৩৮৯. তারাবী সালাতের সময়সীমা কী?

উত্তর : তারাবীর সালাতের সময় এশার সালাতের পর থেকে ফজর হওয়া পর্যন্ত।

প্রশ্ন-৩৯০. বেতরের এক রাকয়াত পৃথকভাবে পড়া কী?

উত্তর : বেতরের এক রাকাত পৃথকভাবে পড়া সুন্নাত।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ فِيْمَا بَيْنَ اَنْ يَّفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ اِلَى الْفَجْرِ اِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ ـ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এশা এবং ফজরের সালাতের মধ্যকার সময়ে এগার রাকাত সালাত আদায় করতেন প্রত্যেক দু'রাকাতের পর সালাম ফিরাতেন অতঃপর সব সালাতকে বেতর বানাতেন পৃথক এক রাকাত পড়ে। [মুসলিম শরীফ : ৩/৬১, হাদীস নং-১৫৮৮]

প্রশ্ন-৩৯১. রাসূল ﷺ সাহাবীদেরকে নিয়ে মোট কতদিন জামায়াতের সাথে তারাবী আদায় করেছেন?

উত্তর : ছাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু তিনদিন জামায়াতের সাথে তারাবীর সালাত আদায় করেছেন। এতে আট রাকাত ব্যতীত বেতরের তিন রাকাতও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রশ্ন-৩৯২. তিন দিনে রাসূল ﷺ পৃথক পৃথকভাবে কত রাকাত সালাত আদায় করেছেন?

উত্তর : তিন দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ পৃথকভাবে তাহাজ্জুদও পড়েননি এবং বেতরও পড়েননি। জামায়াতের সাথে যা আদায় করেছেন তাই তাঁর জন্য সবকিছু ছিল।

প্রশ্ন-৩৯৩. মহিলারা কি মসজিদে গিয়ে তারাবী আদায় করতে পারবে?

উত্তর : মহিলারা তারাবীর সালাতের জন্য মসজিদে গমণ করতে পারবে।

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضى) قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتّٰى بَقِىَ سَبْعٌ مِّنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِى السَّادِسَةِ وَقَامَ بِنَا فِى الْخَامِسَةِ حَتّٰى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ نَفَلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هٰذِهِ ؟ فَقَالَ اِنَّهٗ مَنْ قَامَ مَعَ الْاِمَامِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهٗ قِيَامُ لَيْلَةٍ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا حَتّٰى بَقِىَ ثَلَاثٌ مِّنَ الشَّهْرِ فَصَلّٰى بِنَا فِى الثَّالِثَةِ وَدَعَا اَهْلَهٗ وَنِسَاءَهٗ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى تَخَوَّفْنَا الْفَلَاحَ قُلْتُ لَهٗ وَمَا الْفَلَاحُ ؟ قَالَ السُّحُوْرُ .

আবু যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রোজা রেখেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তারাবীর সালাত পড়িয়েছেন। যখন রমজানের সাত দিন অবশিষ্ট ছিল অর্থাৎ তেইশ তারিখ রাতের তৃতীয়াংশ যখন চলে গেল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তারাবী পড়িয়েছেন। চব্বিশ তারিখে আর পড়াননি পঁচিশ তারিখের রাত যখন অর্ধেক হয় তখন তারাবী পড়িয়েছেন। আমরা বললাম হে আল্লাহর রাসূল! কতই না ভাল হত যদি আপনি আমাদেরকে নিয়ে সারা রাত নফল সালাত আদায় করতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি ইমাম মসজিদ থেকে বের হওয়া পর্যন্ত ইমামের সাথে জামায়াতে সালাত আদায় করেছে সে সারারাত ইবাদত করার নেকী পাবে। এরপর যখন সাতাশ তারিখ আসল তখন আবার সালাত পড়িয়েছেন এবার পরিবারবর্গ মহিলা সবাইকে সালাতের জন্য ডেকেছিলেন। আর সুবহে সাদেক পর্যন্ত সালাত আদায় করেছিলেন। [সহীহ্ সুনানে তিরমিজি : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৬৪৬]

প্রশ্ন-৩৯৪. সালাতে কুরআন দেখে দেখে পড়া কি জায়েয?

উত্তর : ফরজ ছাড়া অন্য সালাতে দেখে দেখে কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয।

كَانَتْ عَائِشَةُ (رضى) يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنَ الْمُصْحَفِ -

আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর গোলাম যাকওয়ান কুরআন কারীম দেখে দেখে সালাত পড়াতেন। [সহীহ্ আল বুখারী : ১/৩০৬]

এ হাদীসের উপর ভিত্তি করে বর্তমানে বায়তুল্লাহ ও মসজিদে নববীতে ফরজ সালাত ব্যতীত অন্য সালাতে কুরআন দেখে পড়া হয়।

প্রশ্ন-৩৯৫. এক রাতে কি কুরআন খতম করা ঠিক?

উত্তর : এক রাতে কুরআন মজীদ খতম করা সুন্নাতের খেলাফ।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ لاَ اَعْلَمُ نَبِىَّ اللّٰهِ قَرَءَ الْقُرْاٰنَ كُلَّهُ حَتّٰى الصَّبَاحِ -

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একরাতে কুরআন খতম করেছেন বলে আমার জানা নেই।[সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১২৪২]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ فِىْ اَقَلِّ مِنْ ثَلٰثِ لَيَالٍ -

আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তিন রাতের কম সময়ে কুরআন খতম করেছে সে কুরআন বুঝেনি।

[সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১২৪২]

প্রশ্ন-৩৯৬. তারাবীর সালাতে তাসবীহ্ পড়ার জন্য বিরতি দেয়া কি জায়েয?

উত্তর : প্রত্যেক দুই অথবা চার তারাবীর পর তাসবীহ্ পড়ার জন্য বিরতি দেয়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

প্রশ্ন-৩৯৭. তারাবীর পর উচ্চস্বরে সালাত ও সালাম পড়া কি জায়েয?

উত্তর : তারাবীর সালাতের পর উচ্চাওয়াজে সালাত ও সালাত পাঠ করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

مَسَائِلُ صَلاَةِ السَّفَرِ

৩১. সফরের ছালাত সম্পর্কিত মাসায়েল

প্রশ্ন-৩৯৮. সফর অথবা ভীতির সময়ে কি সালাতে কছর করা উচিত?

উত্তর : সফরে (ভ্রমণে) সালাত কছর (অর্থাৎ চার রাকাতকে দুই রাকাত) করে আদায় করতে হবে।

عَنْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ (رضى) قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلاَةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِىْ كَفَرُوْا فَقَدْ اَمِنَ النَّاسُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ (رضى) عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتُ مِنْهُ فَاسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاَقْبِلُوْا صَدَقَتَهُ ـ

ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাবের নিকট আরজ করলাম, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যদি তোমরা কাফেরদের পক্ষ থেকে কোন রকম ফিতনার আশংকা কর তাহলে সালাত কসর করাতে কোন দোষ নেই।" এখন তো নিরাপত্তার যুগ (সুতরাং কসর না করা প্রয়োজন)। উমর (রা) বললেন, তুমি যে কথায় অবাক হয়েছ আমিও সে বিষয়ে আশ্চর্য বোধ করেছিলাম এবং রাসূলে আকরাম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে জবাবে তিনি বললেন, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য একটি ছদকা। তোমরা আল্লাহর ছদকা গ্রহণ কর। [মুসলিম শরীফ : ৩/২; হাদীস নং-১৪৪৩]

প্রশ্ন-৩৯৯. লম্বা সফরে কসরের বিধান কী?

উত্তর : লম্বা সফর সামনে থাকলে শহর থেকে বের হওয়ার পর কসর করা যেতে পারে।

عَنْ اَنَسٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ـ

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা শরীফে জোহরের সালাত চার রাকাত আদায় করেছেন এবং জুলহুলাইফা গিয়ে আছরের সালাত দু'রাকাত আদায় করেছেন। [মুসলিম শরীফ : ৩/৬; হাদীস নং-১৪৫২]

বি: দ্র: 'জুলহুলাইফা' মদীনা শরীফ থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরে অবস্থিত।

প্রশ্ন-৪০০. কসরের জন্য কতটুকু দূরত্ব হওয়া উচিত?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ ﷺ কসরের জন্য দূরত্বের নির্দিষ্ট সীমা বর্ণনা করেননি। ছাহাবায়ে কেরাম (রা) থেকে ৯, ৩৬, ৩৮, ৪০, ৪৫ ও ৪৮ মাইল এর বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে।

প্রশ্ন-৪০১. এ সকল বর্ণনার মধ্যে কোনটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ?

উত্তর : এ সকল বর্ণনার মধ্যে ৯ মাইলের বিবরণটি অধিক বিশুদ্ধ মনে হয়।

عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيْدَ الْهُنَائِىْ (رضى) قَالَ سَاَلْتُ اَنَسًا عَنْ قَصْرِ الصَّلاَةِ فَقَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَرَجَ مَسِيْرَةَ ثَلاَثَةِ اَمْيَالٍ اَوْ ثَلاَثَةَ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ شُعْبَةُ الشَّاكُّ ـ

শুবা ইয়াহ্‌য়া ইবনে হয়াযীদ হুনায়ী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, ইয়াহ্‌ইয়া বলেছেন, আমি আনাস বিন মালেক (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছি কসরের সালাত প্রসঙ্গে, জবাবে আনাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তিন মাইল অথবা তিন ফরসখ (নয় মাইল) সফর করতেন তখন সালাতকে কসর করতেন। মাইল নাকি ফরসখ এ বিষয়ে ইয়াহ্‌ইয়ার ছাত্র শু'বার সন্দেহ আছে।

[মুসলিম শরীফ : ৩/৭; হাদীস নং-১৪৫৩]

عَنْ وَهَبٍ (رضى) قَالَ : صَلّٰى بِنَا النَّبِىُّ ﷺ آمِنَ مَا كَانَ بِمِنٰى رَكْعَتَيْنِ.

ওয়াহাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় নিরাপত্তার সময়কালে আমাদেরকে কসরের সাথে সালাত পড়িয়েছেন।

[বুখারী শরীফ : ১/৪৪৯; হাদীস নং-১০১৭]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) كَانَا يُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ وَيُفْطِرَانِ فِىْ اَرْبَعَةِ بُرُدٍ.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) চার 'বুরদ' অর্থাৎ ৪৮ মাইল সফর করলে কসর করতেন এবং ইফতার করতেন।

প্রশ্ন-৪০২. সফরে কতদিন থাকলে কসর করতে হয়?

উত্তর : কসরের জন্য নির্দিষ্ট সময়ও রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্ধারণ করে যাননি। ছাহাবায়ে কেরাম (রা) থেকে ৪, ১৫ এবং ১৯ এর বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। এর মধ্যে ১৯ দিনের বর্ণনাটি অধিক সত্য মনে হচ্ছে আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

প্রশ্ন-৪০৩. সফরে সর্বোচ্চ কতদিন থাকলে কসর করা ঠিক নয়?

উত্তর : ১৯ দিনের চেয়ে বেশী কোথাও অবস্থান করার দৃঢ় ইচ্ছা থাকলে তখন সালাত পূর্ণ পড়া চাই।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : اَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ، فَنَحْنُ اِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا وَاِنْ زِدْنَا اَتْمَمْنَا.

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে এক স্থানে ১৯ দিন অবস্থান করেছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতকে কসর অর্থাৎ দু দু'রাকাত আদায় করেছেন। তাই আমরাও কোথাও এসে ১৯ দিন অবস্থান করলে সালাত কসর করতাম। তবে ১৯ দিনের চেয়ে অধিক অবস্থান করলে তখন সালাত পূর্ণ আদায় করে নিতাম। [ফতহুল বারী : ২/৫৬৫]

প্রশ্ন-৪০৪. সফরকালে কোন কোন সালাত একত্রে আদায় করা জায়েয?

উত্তর : সফরকালে জোহর-আছর এবং মাগরিব এশা একত্রে আদায় করা জায়েয।

প্রশ্ন-৪০৫. জোহরের পূর্বে বা পরে সফর আরম্ভ করলে তখন কসরের বিধান কি?

উত্তর : জোহরের সময় সফর আরম্ভ করলে জোহর এবং আছরের সালাত এক সাথে আদায় করতে পারবে। আর যদি জোহরের পূর্বে সফর আরম্ভ করে তখন জোহরের সালাত দেরী করে আছরের সময় উভয় সালাত এক সাথে পড়া জায়েয হবে। এরূপভাবে মাগরিব ও এশার সালাত এক সাথে আদায় করতে পারবে।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضى) قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكٍ اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَاِنْ اِرْتَحَلَ تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الظُّهْرَ حَتّٰى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ وَفِى الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذٰلِكَ اِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَاِنِ ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتّٰى يُنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ـ

মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'তাবুক' যুদ্ধের সময় যখন সফর আরম্ভ করার পূর্বে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যেত তখন নবী করীম ﷺ জোহর-আছর একত্রে আদায় করে নিতেন। আর যদি সূর্য ঢলার পূর্বে সফরের ইচ্ছা করতেন তখন জোহরের সালাতকে দেরী করে আছরের সময় উভয় সালাত একসাথে আদায় করেতেন। এমনিভাবে যদি সফর আরম্ভ করার পূর্বে সূর্য ডুবে যেত তখন মাগরিব-এশা একত্রে পড়ে নিতেন। আর যদি সূর্য ডুবে যাওয়ার পূর্বে সফর আরম্ভ করতেন তখন মাগরিবের সালাত দেরী করতেন এবং এশার সময় উভয় সলাত আদায় করে নিতেন। [সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১০৬৭]

প্রশ্ন-৪০৬. জামায়াতে দু'সালাত এক সাথে আদায় করা কি জায়েয?

উত্তর : জামায়াতের সাথে দু' সালাত এক সাথে আদায় করার সুন্নাত পন্থা নিম্নরূপ।

عَنْ جَابِرٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ اَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِاَذَانٍ وَّاحِدٍ وَّاِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا مُخْتَصِرًا ـ

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ যখন 'মুযদালিফায়' আসলেন তখন মাগরিব-এশা এক আযান ও দু'ইক্বামত দিয়ে আদায় করেছিলেন। উভয় সালাতের মধ্যে কোন সুন্নাত পড়েননি।

[মুসলিম শরীফ : ৪/২৪৮, হাদীস নং-২৮১৭]

প্রশ্ন-৪০৭. কসরে কোন ওয়াক্ত সালাত কত রাকয়াত পড়তে হয়?

উত্তর : কছরে ফজর, জোহর, আছর এবং এশার সালাত দু'দুরাকাত। আর মাগরিবের সালাত তিন রাকাত।

প্রশ্ন-৪০৮. মুসাফির কি ইমামতি করতে পারবে?

উত্তর : মুসাফির মুকীমের ইমাম হতে পারবে।

প্রশ্ন-৪০৯. মুসাফির ইমাম হলে মুকীমের সালাতের বিধান কী?

উত্তর : মুসাফির ইমাম সালাত কসর করবে কিন্তু মুকীম মুক্তাদিগণ পরে সালাত পূর্ণ করে দিবে।

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضى) قَالَ : مَا سَفَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى يَرْجِعَ وَاَنَّهُ اَقَامَ بِمَكَّةَ زَمَنَ الْفَتْحِ ثَمَانَ عَشَرَةَ لَيْلَةً يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ اِلاَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَقُوْلُ : يَا اَهْلَ مَكَّةَ قُوْمُوْا فَصَلُّوْا رَكْعَتَيْنِ اُخْرَتَيْنِ فَاِنَّا قَوْمٌ سَفَرٍ ـ

ইমরান ইবনে হুছাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক সফরে ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত সালাতকে কসর করতেন। মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলে আকরাম ﷺ আঠার দিন মক্কা শরীফে ছিলেন। সেখানে মাগরিব ছাড়া সব সালাত দু'দু রাকাত পড়াতেন। সালাম ফিরার পর বলতেন, হে মক্কাবাসী! তোমরা নিজ নিজ সালাত পূর্ণ কর, আমরা মুসাফির। [আহমাদ : ৪/৪৩১]

প্রশ্ন-৪১০. সফরে বেতরের সালাত পড়া কি বাধ্যতামূলক?

উত্তর : সফরে বেতর পড়া আবশ্যক।

عَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ : اَلْوِتْرُلَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ وَلٰكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বেতর ফরজের মত আবশ্যক নয়, কিন্তু তা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার আদেশ দিয়েছেন।

[সহীহ্ সুনান আল নাসাঈ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১৫৮২]

সফরকালে ফরজ সালাতগুলোর রাকাতের সংখ্যা

সালাত	ফরজ	সুন্নাত
ফজর	২	২
জোহর	২	–
আছর	২	–
মাগরিব	৩	–
এশা	২	৩/১ বেতর
জুমা	২	–
মোট	১৩	৩/২

বি: দ্র: সফরকারে মুসাফিরকে জুমার সালাতের পরিবর্তে জোহরের সালাতের কসর আদায় করা আবশ্যক। তবে মুসাফির যদি জামে মসজিদে সালাত আদায় করে তখন অন্যান্যদের সাথে সেও জুমআই আদায় করবে।

প্রশ্ন-৪১১. যানবাহনে কি সালাত আদায় করা জায়েয?

উত্তর : জলপথ, আকাশপথ ও স্থলপথের যে কোন যানবাহনে ফরজ সালাত আদায় করা যাবে।

প্রশ্ন-৪১২. সাওয়ারীর উপর কি দাঁড়িয়ে সালাত পড়া বাধ্যতামূলক?

উত্তর : কোন ভয় না থাকলে সওয়ারীর উপর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা চাই। অন্যথায় বসে আদায় করতে পারবে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ كَيْفَ أُصَلِّىْ فِى السَّفِيْنَةِ قَالَ : صَلِّ فِيْهَا قَائِمًا الاَّ اَنْ تَخَافَ الْغَرْقَ ـ

আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কিস্তিতে (নৌকায়) সালাত আদায় প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, যদি ডুবে যাওয়ার ভয় না থাকে তাহলে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর।

[সহীহুল জামিউস সাগীর : ৩য় খণ্ড, হাদীস নং-৩৬৭১]

প্রশ্ন-৪১৩. সাওয়ারীর উপর কি বসে সালাত পড়া জায়েয?

উত্তর : সুন্নাত এবং নফলসমূহ সওয়ারীর উপর বসে আদায় করা যায়।

প্রশ্ন-৪১৪. সালাত আরম্ভ করার পূর্বে সওয়ারীর মুখ কোন মুখী হওয়া উচিত?

উত্তর : সালাত আরম্ভ করার পূর্বে সওয়ারীর মুখ কেবলার দিকে করে নেওয়া চাই। পরে যেদিকেই হোক তাতে কোন অসুবিধে হবে না।

প্রশ্ন-৪১৫. যদি সাওয়ারীর মুখ কেবলামুখী করা না যায় তাহলে বিধান কী?

উত্তর : যদি সওয়ারীর মুখ কেবলার দিকে করা অসম্ভব হয় তাহলে যেদিকে আছে সেদিক হয়ে সালাত আদায় করতে পারবে।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُصَلِّىَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا اِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ خَلّٰى عَنْ رَاحِلَتِهِ فَصَلّٰى حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ ـ

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সওয়ারীর উপর সালাত আদায়ের ইচ্ছা করতেন তখন তাকে কেবলামুখী করে নিতেন। নিয়ত বাঁধার পর সওয়ারী যেদিকে যেতে চাইত যেতে দিতেন এবং নিজে সালাত আদায় করে নিতেন। [সহীহ সুনানে আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১০৮৪]

প্রশ্ন-৪১৬. সফরে কি আযান দিয়ে সালাত আদায় করা আবশ্যক এবং সফরে সুন্নাত সালাতের গুরুত্ব কী?

উত্তর : সফরে দু'ব্যক্তি হলে তাদেরকেও আযান দিয়ে জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করতে হবে।

عَنْ مَالِكِ بْنِ حُوَيْرِثٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَاَذِّنَا وَاَقِيْمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا.

মালেক ইবনে হুয়াইরিছ (রা) থেকে বর্ণিত যে, দু'ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন নবী ﷺ তাদেরকে বললেন, যখন সালাতের সময় হবে তখন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বড় সে সালাত পড়াবে। [বুখারী শরীফ : ২/২৯৯; হাদীস নং-৬১৮]

সফরে সুন্নাতসমূহ নফলের সমান হয়ে যায়।

كَانَ ابْنُ عُمَرَ (رضى) صَلَّى بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَأْتِىْ فِرَاشَهُ فَقَالَ حَفْصٌ اَىْ عَمٌّ لَوْصَلَّيْتَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ قَالَ لَوْ فَعَلْتَ لاَتْمَمْتَ الصَّلاَةَ مُخْتَصِرًا

আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) মিনায় সালাত কছর করে নিজের বিছানায় চলে আসতেন। হাফ্স বললেন, চাচাজান! যদি কসর করার পর দু'রাকাত সুন্নাত আদায় করতেন তাহলে কত ভাল হত। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর বলেন, যদি সুন্নাত আদায় করার প্রয়োজন হত তাহলে আমি ফরজকে পূর্ণ আদায় করে নিতাম।

[মুসলিম শরীফ : ৩/১১, হাদীস নং-১৪৬৪]

প্রশ্ন-৪১৭. মুসাফিরকে কখন সালাত পূর্ণ আদায় করতে হয়?

উত্তর : মুসাফির মুক্তাদিকে মুকীম ইমামের পিছনে সালাত পূর্ণ আদায় করতে হবে।

عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ (رضى) اَقَامَ بِمَكَّةَ عَشَرَ لَيَالٍ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ اِلاَّ اَنْ يُصَلِّيْهَا مَعَ الاِمَامِ فَيُصَلِّيْهَا بِصَلَوَاتِهِ .

নাফে (রা) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) মক্কা শরীফে দশ রাত অবস্থান করেছিলেন তখন সালাত কসর করতেন। কিন্তু যখন ইমামের পিছে আদায় করতেন তখন সম্পূর্ণ আদায় করতেন। [মুয়াত্তা মালিক : পৃ-১০৫]

مَسَائِلُ جَمْعِ الصَّلاَةِ

৩২. সালাত জমা করার মাসায়েল

প্রশ্ন-৪১৮. দুই সালাত একত্রে আদায় করা কি জায়েয?

উত্তর : ঝড়, বৃষ্টির কারণে দুই সালাত জমা অর্থাৎ একত্রে আদায় করা যায়।

عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ (رضى) كَانَ اِذَا جَمَعَ الْاُمَرَاءُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِى الْمَطَرِ جَمَعَ مَعَهُمْ.

নাফে (রা) হতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) শাসকবর্গের সাথে বৃষ্টির সময় মাগরিব এবং এশার সালাত একত্রে আদায় করতেন।

[মুয়াত্তা ইমাম মালিক সালাত অধ্যায়, সফর ও অসফরে দুই নামাজ একত্রে পড়া]

প্রশ্ন-৪১৯. কাজা সালাত একত্রিত করে আদায় করা কি জায়েয?

উত্তর : অতীতের কাজা সালাতগুলোকে উপস্থিত সালাতের সাথে একত্রিত করে আদায় করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

প্রশ্ন-৪২০. সফরে দুই সালাত একত্রে আদায় করা কি জায়েয?

উত্তর : সফরের সময় দুই সালাত একত্রে আদায় করা জায়েয।

জোহ্রের সময় সফর আরম্ভ করলে জোহর এবং আছরের সালাত এক সাথে আদায় করতে পারবে। আর যদি জোহ্রের পূর্বে সফর আরম্ভ করে তখন জোহ্রের সালাত দেরী করে আছরের সময় উভয় সালাত এক সাথে পড়া জায়েয হবে। এরূপভাবে মাগরিব ও এশার সালাত এক সাথে আদায় করতে পারবে।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضى) قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكِ اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ

وَالْعَصْرِ وَاِنْ ارْتَحَلَ تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الظُّهْرَ حَتّٰى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ وَفِى الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذٰلِكَ اِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَاِنِ ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتّٰى يُنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ـ

মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'তাবুক' যুদ্ধের সময় যখন সফর আরম্ভ করার পূর্বে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যেত তখন নবী করীম ﷺ জোহর-আছর একত্রে আদায় করে নিতেন। আর যদি সূর্য ঢলার পূর্বে সফরের ইচ্ছা করতেন তখন জোহরের সালাতকে দেরী করে আছরের সময় উভয় সালাত একসাথে আদায় করেতেন। এমনিভাবে যদি সফর আরম্ভ করার পূর্বে সূর্য ডুবে যেত তখন মাগরিব-এশা একত্রে পড়ে নিতেন। আর যদি সূর্য ডুবে যাওয়ার পূর্বে সফর আরম্ভ করতেন তখন মাগরিবের সালাত দেরী করতেন এবং এশার সময় উভয় সলাত আদায় করে নিতেন। [সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১০৬৭]

প্রশ্ন-৪২১. দুই সালাতকে একত্রে আদায় করার জন্য আযান ও ইক্বামতের বিধান কী?

উত্তর : দুই সালাতকে একত্রে আদায়ের জন্য আযান একবার দিবে কিন্তু ইকামত পৃথক পৃথক দুইবার দিতে হবে।

প্রশ্ন-৪২২. সফরাবস্থায়ও সালাত জমা (একত্র) করা যায়?

উত্তর : সফরাবস্থায় কসর করে জমা করতে হবে।

জামায়াতের সাথে দু' সালাত এক সাথে আদায় করার সুন্নাত পন্থা নিম্নরূপ–

عَنْ جَابِرٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ اَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلّٰى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِاَذَانٍ وَّاحِدٍ وَّاِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا مُخْتَصِرًا ـ

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ যখন 'মুযদালিফায়' আসলেন তখন মাগরিব-এশা এক আযান ও দু'ইক্বামত দিয়ে আদায় করেছিলেন। উভয় সালাতের মধ্যে কোন সুন্নাত পড়েননি।

[মুসলিম শরীফ : ৪/২৪৮, হাদীস নং-২৮১৭

প্রশ্ন-৪২৩. মুকীম অবস্থায় সালাত একত্র হলে তার হুকুম কী?

উত্তর : মুকীম অবস্থায় সালাত জমা করলে পূর্ণ আদায় করতে হবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ثَمَانِيًا جَمِيْعًا وَسَبْعًا جَمِيْعًا .

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে (যোহর এবং আছরের) আট রাকাত এবং (মাগরিব ও এশার) সাত রাকাত একসাথে আদায় করেছি। [আললু'লুউ ওয়াল মারজানা : প্রথম খণ্ড, হা: নং-৪১১]

مَسَائِلُ صَلاَةِ الْجَنَازَةِ

৩৩. জানাযার সালাত সম্পর্কিত মাসায়েল

প্রশ্ন-৪২৪. জানাযার সালাতের ফজীলত কী?

উত্তর : জানাযার সালাতের ফজীলত।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتّٰى يُصَلِّىَ فَلَهٗ قِيْرَاطٌ وَّمَنْ شَهِدَ حَتّٰى تُدْفَنَ كَانَ لَهٗ قِيْرَاطَانِ . قَالَ وَمَا الْقِيْرَاطَانِ ؟ قَالَ : مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ .

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জানাযায় অংশ নিবে এবং সালাত আদায় করবে সে এক কীরাত নেকী অর্জন করবে। আর যে ব্যক্তি দাফন করা পর্যন্ত হাযির থাকবে সে দুই কীরাত নেকী পাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ দুই কীরাত অর্থ কি? জবাবে তিনি বললেন, দুই কীরাত তথা বড় বড় দুই পাহাড়ের সমান নেকী পাবে। [সহীহ্ আল বুখারী : ১/৫৪০, হাদীস নং-১২৩৮]

প্রশ্ন-৪২৫. জানাযার সালাতে কি রুকু সেজদা করতে হয়?

উত্তর : জানাযার সালাতে শুধু কিয়াম ও চারটি তাকবীর আছে, রুকু সেজদা নেই।

প্রশ্ন-৪২৬. গায়েবী জানাযা আদায় করা কি জায়েয?

উত্তর : গায়েবী জানাযার সালাত আদায় করা জায়েয।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَعَى النَّجَاشِىَّ فِى الْيَوْمِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ خَرَجَ اِلَى الْمُصَلّٰى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ اَرْبَعًا .

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ লোকজনকে নাজ্জাশীর মৃত্যুর সংবাদ সেদিনই দিয়েছিলেন যেদিন সে মৃত্যুবরণ করেছেন। তারপর ছাহাবীদেরকে নিয়ে ঈদগাহে গেলেন। অতঃপর তাঁদেরকে কাতারবন্দি করলেন এবং চারটি তাকবীর বলে জানাযার সালাত পড়ালেন। [সহীহ আল বুখারী : ১/৫৪২, হাদীস নং-১২৪৫]

প্রশ্ন-৪২৭. জানাযায় কাতার বাধার নিয়ম কী?

উত্তর : লোকজনের সংখ্যা দেখে কম-বেশী কাতার বাধতে হবে। ইমামের পিছনে কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলিয়ে কাতার দিবে।

[মুত্তাফাক্ব আলাইহি, মিশকাত হাদীস নং ১৬৫, ৫৭]

প্রশ্ন-৪২৮. জানাযার সালাতে কত কাতার হওয়া উচিত?

উত্তর : জানাযার সালাতের জন্য কাতারের সংখ্যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। ইমামের পিছনে তিনটি কাতার দেওয়া মুস্তহাব।

[আবু দাউদ হা: নং ৩১৬৬, মিশকাত হা: নং ১৬৭]

عَنْ جَابِرٍ (رضى) يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ قَدْ تُوُفِّىَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِّنَ الْحَبْشِ فَهَلُمَّ فَصَلُّوْا عَلَيْهِ. قَالَ فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّبِىُّ ﷺ وَنَحْنُ صُفُوْفٌ.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আজ আবিসিনিয়ার একজন নেককার ব্যক্তি ইন্তেকাল করেছেন, চল তার জন্য জানাযার সালাত পড়ি। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, আমরা কাতারবন্দী হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত পড়ালেন, আমরা কয়েক কাতার ছিলাম। [সহীহ আল বুখারী : ১/৫৩৯, হাদীস নং-১২৩৪]

প্রশ্ন-৪২৯. জানাযার সালাতে প্রথম তাকবীরের পর কী পাঠ করতে হয়?

উত্তর : প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতেহা পাঠ করা সুন্নাত।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ জানাযার সালাতে সূরা ফাতেহা তিলাওয়াত করেছেন।

[সহীহ্ সুনানে ইবনে মাজাহ: ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১২১৫]

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ (رضى) قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلٰى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَقَالَ لِتَعْلَمُوْا اَنَّهَا سُنَّةٌ ـ

তালহা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আওফ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর পিছনে জানাযার সালাত আদায় করেছি। তাতে তিনি সূরা ফাতেহা তিলাওয়াত করলেন তারপর বললেন, স্মরণ রাখ, এটি সুন্নাত। [সহীহ আল বুখারী : ১/৫৪৩, হাদীস নং-১২৪৭]

প্রশ্ন-৪৩০. জানাযার সালাতের নিয়ম কী?

উত্তর : জানাযার সালাতে চার তাকবীর দিবে প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতেহা, দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরুদ শরীফ, তৃতীয় তাকবীরের পর দোয়া এবং চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম ফিরানো সুন্নাত।

প্রশ্ন-৪৩১. জানাযার সালাতে কেরাত পাঠের বিধান কী?

উত্তর : জানাযার সালাতে আস্তে বা জোরে উভয় নিয়মে কেরাত পাঠ করা জায়েয।

প্রশ্ন-৪৩২. জানাযার সালাতে সূরা ফাতেহার সাথে অন্য সূরা পড়া কি জায়েয?

উত্তর : সূরা ফাতেহার পর কুরআন মজীদের কোন সূরা সাথে মিলানোও জায়েয।

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) عَلٰى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً وَجَهَرَ حَتّٰى سَمِعْنَا فَلَمَّا فَرَغَ اَخَذْتُ بِيَدِهٖ فَسَاَلْتُهُ قَالَ اِنَّمَا جَهَرْتُ لِتَعْلَمُوْا اَنَّهَا سُنَّةٌ ـ

তালহা ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের পিছনে জানাযার সালাত আদায় করেছি তিনি সূরা ফাতেহার পর অন্য একটি সূরা উচ্চ আওয়াজে তিলাওয়াত করেছেন যা আমরাও শুনেছি। যখন সালাত শেষ করলেন, তখন আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের হাত ধরে কেরাত প্রসঙ্গে জানতে চাইলাম। জবাবে তিনি বললেন, আমি উচ্চ আওয়াজে এজন্যই কেরাত তিলাওয়াত করেছি যেন তোমরা জানতে পার যে এটি সুন্নাত।

[আহকামুল জানায়েয-শায়খ আলবানী : পৃ-১১৯]

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ (رضى) اَنَّهُ اَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ السُّنَّةَ فِى الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ اَنْ يُّكَبِّرَ الْاِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى سِرًّا فِىْ نَفْسِهِ ثُمَّ يُصَلِّىْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ فِى التَّكْبِيْرَاتِ وَلاَ يَقْرَأُ فِىْ شَىْءٍ مِّنْهُنَّ ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِىْ نَفْسِهِ ـ

আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এক ছাহাবী থেকে বর্ণনা করছেন, জানাযার সালাতে ইমামের জন্য প্রথম তাকবীরের পর নীরবে সূরা ফাতেহা তিলাওয়াত করা, দ্বিতীয় তাকবীরের পর নবী করীম ﷺ-এর উপর সালাত ও সালাম পড়া, তৃতীয় তাকবীরের পর এখলাছের সাথে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা, উচ্চ আওয়াজে কিছু না পড়া এবং চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম ফিরানো সুন্নাত।

[মুসনাদুশ শাফেঈ : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৫৮১]

প্রশ্ন-৪৩৩. তৃতীয় তাকবীরে কী পড়তে হয়?

উত্তর : সালাত ও সালামের পর তৃতীয় তাকবীরে নিম্নে বর্ণিত যে কোন একটি দোয়া পাঠ করা প্রয়োজন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلاَمِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ لاَتَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাযার সালাতে এই দোয়া তিলাওয়াত করেছেন। 'হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত, ছোট ও বড়, নর ও নারীদেরকে মাফ করো, হে আল্লাহ! আমাদের মাঝে যাদের তুমি জীবিত রেখেছো তাদেরকে ইসলামের ওপর জীবিত রাখো, আর যাদেরকে মৃত্যু দান করো তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করো। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তার সওয়াব থেকে বঞ্চিত করোনা এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করো না। [সহীহ সুনানে ইবনে মাজা : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১২১৭, মেশকাত নং-১৫৮৫]

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نُقِيَتِ الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِ لْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَاَهْلاً خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ـ قَالَ حَتّٰى تَمَنَّيْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا ذٰلِكَ الْمَيِّتُ ـ

আউফ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এক জানাযার সালাত পড়িয়েছিলেন, তাতে যে দোয়াটি পাঠ করেছেন তা আমি মুখস্থ করে ফেলেছি। দোয়াটি হল এই 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে মাফ করো, তার ওপর রহম করো, তাকে পূর্ণ নিরাপত্তায় রাখো, তাকে ক্ষমা করো, মর্যাদার সাথে তার আতিথেয়তা করো। তার বাসস্থানটা প্রশস্ত করে দাও, তুমি তাকে ধৌত করে দাও, পানি বরফ ও শিশির দিয়ে, তুমি তাকে পাপরাশি থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করো যেমন সাদা কাপড় ধৌত করে ময়লা বিমুক্ত করা হয়। তার এই (দুনিয়ার) ঘরের পরিবর্তে উত্তম ঘর প্রদান করো, তার এই পরিবার থেকে উত্তম পরিবার দান করো, তার এই জোড়া উত্তম থেকে জোড়া প্রদান করো এবং তুমি তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাও, আর তাকে কবরের আযাব এবং দোযখের আযাব থেকে বাঁচাও। আউফ বলেন, এই দোয়া শ্রবণ করে আমার আকাংখা হয়েছিল যে, যদি আমিই হতাম সে মৃত ব্যক্তি। [মুসলিম শরীফ : ৩/৩৪৫, হাদীস নং-২১০২]

প্রশ্ন-৪৩৪. নাবালেগ শিশুর জানাযায় কোন দোয়া পাঠ করা সুন্নাত?

উত্তর : নাবালেগ শিশুর জানাযার সালাতে নিম্নের দোয়া পাঠ করা সুন্নাত।

قَالَ الْحَسَنُ (رضى) يَقْرَاُ عَلَى الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا وَذُخْرًا وَاَجْرًا ـ

হাসান (রা) এক নাবালেগ শিশুর জানাযার সালাত পড়িয়েছেন তথায় সূরা ফাতেহার পর এই দোয়া পাঠ করছেন, "হে আল্লাহ! তাকে আমাদের জন্য অগ্রবর্তী নেকী এবং সওয়াবের ওসীলা বানাও।" [সহীহ আল বুখারী : ১/৫৪৩]

প্রশ্ন-৪৩৫. জানাযার সময় ইমাম কোথায় দাড়াবে?

উত্তর : জানাযার সালাত পড়ানোর জন্য ইমামকে পুরুষের মাথা বরাবর এবং মহিলাদের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়ানো আবশ্যক।

عَنْ اَبِىْ غَالِبٍ قَالَ رَاَيْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ (رضى) صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ حَيَالٌ رَاْسَهُ فَجِيْئَ بِجَنَازَةِ اُخْرٰى بِامْرَاَةٍ ـ فَقَالُوْا : يَا اَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا فَقَامَ حَيَالٌ وَسَطَ السَّرِيْرِ ـ فَقَالَ لَهُ الْعَلاَءُ بْنُ زِيَادٍ : يَا اَبَا حَمْزَةَ هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَامَ مِنَ الْجَنَازَةِ مَقَامَكَ مِنَ الرَّجُلِ وَقَامَ مِنَ الْمَرْاَةِ مَقَامَكَ مِنَ الْمَرْاَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ـ

আবু গালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের সামনে একদা আনাস (রা) এক পুরুষের জানাযার সালাত পড়ালেন এবং তিনি লাশের মাথার পার্শ্বে দাঁড়ালেন তারপর আর একটি মহিলার জানাযার সালাত পড়ালেন এবং তাতে লাশের মধ্যখানে দাঁড়ালেন। আমাদের সাথে তখন আলা ইবনে যিয়াদও হাযির ছিলেন। তিনি পুরুষ-মহিলার মধ্যে ইমামের স্থান পরিবর্তনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু হামযা! রাসূল করীম ﷺ ও কি পুরুষ এবং মহিলার জানাযায় এভাবে দাঁড়াতেন? জবাবে আনাস (রা) বলেন, হ্যাঁ, এভাবেই দাঁড়াতেন।

[সহীহ ইবনে মাজাহ : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-১২১৪]

প্রশ্ন-৪৩৬. জানাযার সালাতে প্রত্যেক তাকবীরের সময় হাত তোলা কী উচিত?

উত্তর : জানাযার সালাতের প্রত্যেক তাকবীরে হাত তোলা চাই।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ جَمِيْعِ تَكْبِيْرَاتِ الْجَنَازَةِ ـ

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) জানাযার সালাতের সকল তাকবীরে হাত তুলতেন।

[সহীহ আল বুখারী : ১/৫৩৯]

বি: দ্র : আমাদের সমাজে জানাযার নামাযে তাকবীরের সময় হাত না তোলা যে প্রচলন আছে তা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

প্রশ্ন-৪৩৭. হাত কোথায় বাঁধা সুন্নাত?

উত্তর : জানাযার সালাতে উভয় হাত বক্ষে বাঁধা সুন্নাত।

عَنْ طَاؤُوْسٍ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرٰى ثُمَّ يَشُدُّ بِهِمَا عَلٰى صَدْرِهِ وَهُوَ فِى الصَّلاَةِ .

তাউস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে শক্তভাবে বুকে বাঁধতেন।

[সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৬৮৭]

প্রশ্ন-৪৩৮. কয় সালামে জানাযার সালাত শেষ করতে হয়?

উত্তর : এক সালামে জানাযার সালাত শেষ করাও জায়েয।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا اَرْبَعًا وَسَلَّمَ تَسْلِيْمَةً وَّاحِدَةً .

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ চার তাকবীর এবং এক সালামে জানাযার সলাত পড়ালেন। [আহকামুল জানায়েয-শায়খ আলবানী : পৃ-১২৮]

প্রশ্ন-৪৩৯. মসজিদে কি জানাযার সালাত আদায় করা জায়েয?

উত্তর : মসজিদে জানাযার সালাত আদায় করা জায়েয।

প্রশ্ন-৪৪০. নারীরা কি মসজিদে জানাযার সালাত পড়তে পারে?

উত্তর : নারীরা মসজিদে জানাযার সালাত পড়তে পারে।

عَنْ اَبِىْ سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ (رضى) لَمَّا تُوُفِّىَ سَعْدُبْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ فَقَالَتْ : اَدْخِلُوْا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتّٰى اُصَلِّىَ عَلَيْهِ فَاَنْكَرَ ذٰلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ : وَاللّٰهِ لَقَدْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَى ابْنَىْ بَيْضَاءَ فِى الْمَسْجِدِ سُهَيْلٍ وَاَخِيْهِ .

আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, যখন সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) ইন্তেকাল করলেন, তখন আয়েশা (রা) বললেন, জানাযা মসজিদে নিয়ে আস আমিও যেন আদায় করতে পারি। লোকজন মন খারাপ করলেন, তখন আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ 'বায়যা' এর দুই ছেলে সুহাইল ও তার ভাইয়ের জানাযা মসজিদে আদায় করেছেন। [মুসলিম শরীফ : ৩/৩৫৩, হাদীস নং-২১২২]

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يُّصَلِّىَ عَلَى الْجَنَائِزِ بَيْنَ الْقُبُوْرِ ـ

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ আমাদেরকে কবরস্থানে জানাযার সালাত আদায় করা থেকে নিষেধ করেছেন।

[আহকামুল জানায়েয-শায়খ আলবানী : পৃ.-১০৮]

প্রশ্ন-৪৪১. কবরস্থানে কি জানাযা আদায় করা জায়েয?

উত্তর : কবরস্থান থেকে পৃথক কবরের উপর জানাযা আদায় করা জায়েয।

প্রশ্ন-৪৪২. লাশ দাফন করার পর জানাযা পড়া কি জায়েয?

উত্তর : লাশ দাফন করার পর কবরের উপর জানাযা আদায় করা জায়েয।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ انْتَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى قَبْرٍ رَطْبٍ فَصَلّٰى عَلَيْهِ وَصَفُّوْا خَلْفَهٗ وَكَبَّرَ اَرْبَعًا ـ

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক নতুন কবর দিয়ে গমন করলেন এবং সে কবরের উপর সালাত (জানাযা) পড়লেন, ছাহাবায়ে কেরামগণ (রা) ও তাঁর পিছনে কাতার বেঁধে সালাত পড়লেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সে জানাযার সালাতে চার তাকবীর বললেন।

[মুসলিম শরীফ : ৩/৩৩৪, হাদীস নং-২০৭৮]

প্রশ্ন-৪৪৩. একাধিক লাশের উপর একবার সালাত আদায় করা কি জায়েয?

উত্তর : একাধিক লাশের উপর একবার সালাত আদায় করাও জায়েয। একাধিক লাশের মধ্যে নারী পুরুষ উভয় থাকলে তখন পুরুষের লাশ ইমামের নিকটবর্তী এবং মহিলার লাশ কেবলার দিকে করা চাই।

عَنْ مَالِكٍ (رضى) اَنَّهٗ بَلَغَهٗ اَنَّ عُثْمَانَ ابْنَ عَفَّانَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَاَبَاهُرَيْرَةَ (رضى) كَانُوْا يُصَلُّوْنَ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمَدِيْنَةِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَيَجْعَلُوْنَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِى الْاِمَامَ وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِى الْقِبْلَةَ ـ

ইমাম মালেক (রা) থেকে বর্ণিত. উসমান ইবনে আফফান, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ও আবু হুরায়রা (রা) নারী - পুরুষদের ওপর একসাথে জানাযার নামাজ আদায় করতেন। পুরুষদেরকে ইমামের নিকটবর্তী এবং মহিলাদেরকে কেবলার দিকে করে রাখতেন। [মুয়াত্তা ইমাম মালেক, পৃ-১৫৩]

مَسَائِلُ صَلاَةِ الْعِيْدَيْنِ

৩৪. দুই ঈদের সালাত সম্পর্কিত মাসায়েল

প্রশ্ন-৪৪৪. ঈদুল ফিতরের সালাতের পূর্বে সুন্নাত কাজ কী?

উত্তর : ঈদুল ফিতরের সালাতের জন্য ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে কোন মিষ্টি দ্রব্য খাওয়া সুন্নাত।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَغْدُوْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَاْكُلَ تَمَرَاتٍ وَّيَاْكُلُهُنَّ وِتْرًا -

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের দিন খেজুর না খেয়ে ঈদগাহে রওয়ানা করতেন না। আর তিনি বেজোড় সংখ্যক খেজুর খেতেন। [সহীহ আল বুখারী : ১/৪০২, হাদীস নং-৮৯৯]

প্রশ্ন-৪৪৫. ঈদের সালাতের জন্য কীভাবে আসা-যাওয়া করা সুন্নাত?

উত্তর : ঈদের সালাতের জন্য পায়ে হেঁটে আসা-যাওয়া সুন্নাত।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَخْرُجُ اِلَى الْعِيْدِ مَاشِيًا وَيَرْجِعُ مَاشِيًا -

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ পায়ে হেঁটে ঈদগাহে আসা যাওয়া করতেন। [সহীহ্ সুনানে ইবনে মাজা : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১০৭১]

প্রশ্ন-৪৪৬. ঈদগাহে আসা যাওয়ার রাস্তা পরিবর্তন করা কি আবশ্যক?

উত্তর : ঈদগাহে আসা এবং যাওয়ার রাস্তা পরিবর্তন করা সুন্নাত।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدٍ خَالَفَ الطَّرِيْقَ ـ

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ঈদগাহে আসা এবং যাওয়ার রাস্তা পরিবর্তন করে নিতেন।

[সহীহ্ আল বুখারী : ১/৪১৪, হাদীস নং-৯২৯]

প্রশ্ন-৪৪৭. ঈদের সালাত কোথায় আদায় করা উচিত?

উত্তর : ঈদের সালাত বসতির বাইরে খোলা ময়দানে আদায় করা সুন্নাত।

প্রশ্ন-৪৪৮. মহিলাদের জন্য ঈদগাহে যাওয়া কি জায়েয?

উত্তর : ঈদের সালাতের জন্য মহিলাদেরকে ঈদগাহে যাওয়া চাই।

عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ (رضى) قَالَتْ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ اَنْ نُّخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيْدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَدَعْوَتَهُمْ وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلاَّهُنَّ ـ

উম্মে আতিয়্যা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আদেশ দেন যেন আমরা দু'ঈদে ঋতুবতী এবং পর্দার আড়ালের মহিলাদের ঈদগাহে নিয়ে আসি। ফলে তারা যেন মুসলমানদের সাথে সালাত এবং দোয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারেন, তবে ঋতুবতীরা সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকবে।

[মুসলিম শরীফ : ৩/২৪৪, হাদীস নং-১৯২৬]

প্রশ্ন-৪৪৯. ঈদের সালাতের জন্য আযান ও ইক্বামতের বিধান কী?

উত্তর : ঈদের সালাতের জন্য আযানও নেই ইক্বামতও নেই।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رضى) قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْعِيْدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَّلاَاِقَامَةٍ ـ

জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে আযান-ইক্বামত ছাড়া অনেকবার ঈদের সালাত আদায় করেছি।

[মুসলিম শরীফ : ৩/২৪১, হাদীস নং-১৯২১]

প্রশ্ন-৪৫০. ঈদের সালাতে তাকবীরের সংখ্যা কত?

উত্তর : দু'ঈদের সালাতে বারটি তাকবীর বলতে হয়। প্রথম রাকাতে কেরাতের পূর্বে সাত, আর দ্বিতীয় রাকাতে কেরাতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর বলা সুন্নাত।

عَنْ نَافِعٍ مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّهٗ قَالَ شَهِدْتُ الْاَضْحٰى وَالْفِطْرَ مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى سَبْعَ تَكْبِيْرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِى الْاٰخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيْرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ـ

নাফে (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-এর সাথে ঈদুল ফিতর এবং কোরবানীর ঈদের সলাত আদায় করেছি। প্রথম রাকাতে তিনি কেরাতের পূর্বে সাত তাকবীর বললেন, আর শেষ রাকাতে কেরাতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর বললেন। [মুয়াত্তা ইমাম মালেক : সালাত অধ্যায়, ঈদের নামাজে কিরাত অনুচ্ছেদ]

বি: দ্র : আমাদের সমাজে ছয় তাকবীরে যে ঈদের সালাত প্রচলিত আছে তা সহীহ হাদীসে পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন-৪৫১. ঈদের সালাতে কখন খুতবা দিতে হয়?

উত্তর : উভয় ঈদের সালাতে প্রথমে সালাত অতঃপর খুতবা দেয়া সুন্নাত।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ (رضى) يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর ও উমর উভয় ঈদের সালাত খুতবা দেওয়ার পূর্বে আদায় করতেন।

[বুখারী শরীফ : ১/৪০৪, হাদীস নং-৯০২]

প্রশ্ন-৪৫২. ঈদের সালাতের পূর্বে বা পরে কোন সালাত পড়া কি জায়েয?

উত্তর : ঈদের সালাতের পূর্বে ও পরে কোন সালাত নেই।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ عِيْدٍ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا ـ

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের দিন সালাতের জন্য আগমন করেন এবং দু'রাকাত সালাত পড়ালেন এর পূর্বেও কোন সালাত আদায় করেন নি এবং পরেও কোন সালাত আদায় করেন নি।
[মুসলিম শরীফ : ৩/২৪৪, হাদীস নং-১৯২৭]

প্রশ্ন-৪৫৩. ঈদের সালাতের পর ঘরে ফিরে সালাত পড়া কি জায়েয?

উত্তর : ঈদের সালাতের পর ঘরে ফিরে দুই রাকাত সালাত আদায় করা মুস্তাহাব।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ (رضى) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايُصَلِّىْ قَبْلَ الْعِيْدِ شَيْئًا فَاِذَا رَجَعَ اِلٰى مَنْزِلِهٖ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের পূর্বে কোন সালাত আদায় করতেন না, যখন ঈদের সালাত আদায় করে ঘরে ফিরতেন তখন দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন। [সুনানে ইবনে মাজাহ : ১ম খণ্ড, হা: নং-১০৬৯]

প্রশ্ন-৪৫৪. যদি জুমার দিন ঈদ হয় তাহলে জুমআ ও ঈদের সালাতের বিধান কী?

উত্তর : যদি জুমার দিন ঈদ চলে আসে তখন উভয় সালাত আদায় করাই ভাল। কিন্তু ঈদের পর যদি জুমআর স্থানে জোহরের সালাত আদায় করা হয় তাও জায়েয আছে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ : قَدِ اجْتَمَعَ فِىْ يَوْمِكُمْ هٰذَا عِيْدَانِ فَمَنْ شَاءَ اَجْزَاهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَاِنَّا مُجْمِعُوْنَ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করীম ﷺ বলেন, তোমাদের আজকের দিনে দু'ঈদ একত্রিত হয়ে গেছে (এক ঈদ, দ্বিতীয় জুমআ) কেউ চাইলে তার জন্য জুমআর স্থানে ঈদের সালাত যথেষ্ট হবে। কিন্তু আমরা ঈদ ও জুমা উভয় আদায় করব। [সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১০৮৩]

প্রশ্ন-৪৫৫. মেঘের কারণে শাওয়ালের চাঁদ দেখা না গেলে কী করণীয়?

উত্তর : মেঘের কারণে শাওয়ালের চাঁদ দেখা না গেলে পরে রোজা রাখার পর চাঁদ দেখা যাওয়ার সংবাদ পাওয়া গেলে তখন রোজা ভেঙ্গে দেয়া আবশ্যক।

যদি সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলার পূর্বে চাঁদের খবর পাওয়া যায় তখন সেদিনেই ঈদের সালাত পড়ে নিবে। আর যদি সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলার পর সংবাদ পাওয়া যায় তখন দ্বিতীয় দিন সালাত আদায় করে নিবে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

عَنْ اَبِىْ عُمَيْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عُمُوْمَةٍ لَهٗ مِنَ الْاَنْصَارِ (رضى) قَالُوْا : غُمَّ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ فَاَصْبَحْنَا صِيَامًا فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ اٰخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوْا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُمْ رَاَوا الْهِلَالَ بِالْاَمْسِ فَاَمَرَ النَّاسَ اَنْ يُّفْطِرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمْ وَاَنْ يَّخْرُجُوْا لِعِيْدِهِمْ مِنَ الْغَدِ .

আবু উমাইর ইবনে আনাস (রা) আপন এক আনসারী চাচা থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা বললেন, মেঘের কারণে আমরা শাওয়ালের চাঁদ দেখিনি তাই আমরা রোযা রেখেছি। পরে দিনের শেষভাগে এক কাফেলা আগমন করল। তারা নবী করীম ﷺ-এর কাছে রাত্রে চাঁদ দেখেছে বলে সাক্ষী দিল। নবী করীম ﷺ লোকজনকে সে দিনের রোজা ভেঙ্গে ফেলার আদেশ দিলেন এবং তার পরের দিন সকালে ঈদের সালাতে আসার জন্য বললেন।

[সহীহ্ সুনানে আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১০৬২]

প্রশ্ন-৪৫৬. তাকবীর বলা কী?

উত্তর : ঈদগাহে আসা-যাওয়ার সময় তাকবীর বলা সুন্নাত।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهٗ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ يَوْمَ عِيْدِ الْفِطْرِ اَوْ اَضْحٰى فَاَنْكَرَ اِبْطَاءَ الْاِمَامِ وَقَالَ اِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هٰذِهٖ وَذٰلِكَ حِيْنُ التَّسْبِيْحِ .

আব্দুল্লাহ ইবনে বুছর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি ঈদের দিন সকাল সকাল সূর্য উদয়ের সাথে সাথে ঈদগাহে তাশরীফ আনতেন এবং ঈদগাহ পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করতে করতে যেতেন এবং ঈদগাহে পৌঁছার পরও তাকবীর বলতেন। যখন ইমাম বসে যেতেন তখন তাকবীর পাঠ বন্ধ করতেন। [নায়লুল আওতার : ৩/৩৫১]

মাসনূন তাকবীর–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ .

[ইবনু আবিশায়বা : ২/২/২, শায়খ আলবানী ইবনে মাসউদ (রা)-এর এই আছারকে বিশুদ্ধ বলেছেন, ইরওয়াউল গালীল : ৩/১২৫]

প্রশ্ন-৪৫৭. যদি কেউ ঈদগাহে যেতে না পারে তাহলে তার কি করা উচিত?

উত্তর : যদি কেউ ঈদের সালাত না পায় অথবা অসুস্থতার কারণে ঈদগাহে গমণ করতে না পারে তখন একা একা দু'রাকাত সালাত পড়ে নিবে।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) مَوْلَاهُ ابْنَ اَبِىْ عُتْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ فَجَمَعَ اَهْلَهُ وَبَنِيْهِ وَصَلّٰى كَصَلَاةِ اَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيْرِهِمْ . وَقَالَ عِكْرَمَةُ اَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُوْنَ فِى الْعِيْدِ يُصَلُّوْنَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعُ الْاِمَامُ وَقَالَ عَطَاءٌ اِذَا فَاتَهُ الْعِيْدُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ .

আনাস ইবনে মালেক (রা) আপন দাস ইবনে আবী উত্বাকে 'যাবিয়া' গ্রামে সালাত আদায়ের আদেশ দিলেন। তিনি গ্রামবাসীদের একত্রিত করলেন। সকলে মিলে শহরবাসীদের ন্যায় সালাত আদায় করলেন এবং তাকবীর বললেন। ইকরামা (রা) বলেন, গ্রামবাসীরা ঈদের দিন একত্রিত হবে এবং ইমামের ন্যায় দু'রাকাত সালাত আদায় করবে। আতা (রা) বলেন, যখন কোন ব্যক্তির ঈদের সালাত ছুটে যাবে তখন সে দু'রাকাত আদায় করে নিবে।

[বুখারী শরীফ : ১/৪১৪ (অনুচ্ছেদ)]

مَسَائِلُ صَلَاةِ الْاِسْتِسْقَاءِ

৩৫. এস্তেস্কার (বৃষ্টি চাওয়ার) সালাত সম্পর্কিত মাসায়েল

প্রশ্ন-৪৫৮. এস্তেস্কার সালাতের জন্য কী করা উচিত?

উত্তর : এস্তেস্কা (অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে বৃষ্টি প্রার্থনা করা) এর সালাতের জন্য নিতান্ত বিনয়তা, নম্রতা এবং লাঞ্ছনা অবস্থায় বের হওয়া চাই।

প্রশ্ন-৪৫৯. এস্তেস্কার সালাত কোথায় এবং কীভাবে পড়া উচিত?

উত্তর : এস্তেস্কার সালাত বসতির বাইরে খোলা মাঠে জামায়াতে আদায় করা চাই।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ مُتَبَذِّلاً مُّتَوَاضِعًا مُّتَضَرِّعًا حَتّٰى اَتَى الْمُصَلّٰى -

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এস্তেস্কার সালাতের জন্য অতি বিনয়তা, নম্রতা এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় বের হলেন এবং সেই অবস্থায় সালাতের স্থানে পৌঁছলেন।

[সহীহ সুনানে আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১০৩২]

প্রশ্ন-৪৬০. এস্তেস্কার সালাতে আযান ও ইক্বামতের হুকুম কী?

উত্তর : এস্তেস্কার সালাতে আযান ও ইক্বামত নেই।

প্রশ্ন-৪৬১. এস্তেস্কার সালাত কত রাকাত?

উত্তর : এস্তেস্কার সালাত দুই রাকাত।

প্রশ্ন-৪৬২. এস্তেস্কার সালাতে কেরাত পাঠের নিয়ম কী?

উত্তর : এস্তেস্কার সালাতে উচ্চ আওয়াজে কেরাত পাঠ করতে হয়।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ (رضى) قَالَ : فَحَوَّلَ اِلَى النَّاسِ ظَهْرَهٗ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُوْ ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهٗ ثُمَّ صَلّٰى لَنَا رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ -

আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের দিকে পিঠ দিয়ে কেবলামুখী হয়ে দোয়া করলেন। তারপর চাদর উল্টালেন। অতঃপর দুই রাকাত সালাত পড়ালেন, তাতে উচ্চ আওয়াজে কেরাত পাঠ করলেন। [সহীহ আল বুখারী : ১/৪২৭, হাদীস নং-৯৬৩]

প্রশ্ন-৪৬৩. বৃষ্টির জন্য দোয়া করার সময় হাত উঠানো কি বাধ্যতামূলক?

উত্তর : বৃষ্টির জন্য দোয়া করার সময় হাত উঠান চাই।

প্রশ্ন-৪৬৪. হাত উঠানোর নিয়ম কী?

উত্তর : এস্তেস্কার সালাতের পর দোয়ায় হাত এতটুকু উঠাবে যেন হাতের পিঠ আসমানের দিকে হয়।

عَنْ اَنَسٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِسْتَسْقٰى فَاَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ اِلَى السَّمَاءِ -

আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ এস্তেস্কার সালাতে হাতের পিঠ আসমানের দিকে করতেন। [মুসলিম শরীফ : ৩/২৫৫, হাদীস নং-১৯৪৫]

প্রশ্ন-৪৬৫. বৃষ্টি প্রার্থনা করার দোয়া কী?

উত্তর : বৃষ্টি প্রার্থনা করার মাসনূন দোয়াসমূহ−

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اِسْتَسْقٰى قَالَ : اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ -

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বৃষ্টির দোয়ায় বলতেন : হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দাগণকে এবং চতুষ্পদ জন্তুগুলিকে পানি পান করাও, তোমার রহমত পরিচালনা কর আর তোমার মৃত শহরকে সজীব করো। [সহীহু সুনানে আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১০৪৩]

عَنْ اَنَسٍ (رضى) اَنَّهُ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا.

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উভয় হাত উপরে উঠিয়ে তিনবার বললেন, "আল্লাহুম্মা আগিছনা, আমাদের সাহায্য করুন, আমাদের সাহায্য করুন, আমাদের সাহায্য করুন।"

[আল বুখারী : ১/৪২২, হা: নং-৯৫৩]

প্রশ্ন-৪৬৬. বৃষ্টির সময় কোন দোয়া পড়তে হয়?

উত্তর : বৃষ্টি বর্ষণের সময় দোয়া নিম্নরূপ–

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِذَا رَاَى الْمَطَرَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا .

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন বৃষ্টি হতে দেখতেন তখন বলতেন, হে আল্লাহ্! মুষলধারায় উপকারী বৃষ্টি বর্ষাও।

[সহীহ্ আল বুখারী : ১/৪২৮, হাদীস নং-৯৬৯]

প্রশ্ন-৪৬৭. অধিক বৃষ্টির ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবার দোয়া কী?

উত্তর : অধিক বৃষ্টির ক্ষতি থেকে বাঁচার দোয়া–

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) رَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ : اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرَةِ .

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (রা) বৃষ্টি বন্ধের জন্য হাত তুলে দোয়া করে বলতেন, হে আল্লাহ্! আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বর্ষণ করো, আমাদের উপর নয়। হে আল্লাহ্! উঁচু ভূমিতে ও পাহাড় পর্বতে, উপত্যকা অঞ্চলে এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ করো। [মুসলিম শরীফ : ৩/২৫৬, হাদীস নং-১৯৪৮]

مَسَائِلُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

৩৬. ভয়কালীন সালাত সম্পর্কিত মাসায়েল

প্রশ্ন-৪৬৮. ভয়ের সালাতের জন্য কি সফর শর্ত?

উত্তর : ভয়ের সালাতের জন্য সফর শর্ত নয়।

প্রশ্ন-৪৬৯. ভয়ের সালাত প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ কি বলেছেন?

উত্তর : ভয়ের সালাত প্রসঙ্গে রাসূল করীম ﷺ থেকে কয়েকটি নিয়ম প্রমাণিত আছে। যুদ্ধের পরিস্থিতি সাপেক্ষে যেভাবে সুযোগ হয় সেভাবে আদায় করবে।

প্রশ্ন-৪৭০. সফরে ভয়কালীন সালাতের নিয়ম কী?

উত্তর : যদি সফরকালীন ভয় হয় তাহলে চার রাকাত বিশিষ্ট সালাত (জোহর, আছর এবং এশা) কে দুই রাকাত আদায় করবে। অর্ধেক সৈন্য ইমামের পিছনে এক রাকাত আদায় করে যুদ্ধের ময়দানে চলে যাবে এবং তথায় আর এক রাকাত আদায় করে নিবে। এসময়ে বাকী সৈন্যরা ইমামের পিছনে আসবে এবং এক রাকাত আদায় করে রণক্ষেত্রে চলে যাবে এবং অবশিষ্ট সালাত তথায় আদায় করবে।

প্রশ্ন-৪৭১. সফরবিহীন ভয়কালীন সালাতের নিয়ম কী?

উত্তর : যদি ভয় অসফর অবস্থায় হয় তাহলে চার রাকাত বিশিষ্ট সালাত পূর্ণ আদায় করবে। অর্ধেক সৈন্য ইমামের পিছনে দুই রাকাত আদায় করে অবশিষ্ট দুই রাকাত যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে আদায় করবে। ততক্ষণে বাকী সৈন্যরা এসে ইমামের পিছনে দুই রাকাত আদায় করবে আর দুই রাকাত যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে আদায় করবে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِاِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَّالطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى مُوَاجِهَةَ الْعَدُوِّ ثُمَّ

انْصَرَفُوْا وَقَامُوْا فِيْ مَقَامِ اَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِيْنَ عَلَى الْعَدُوِّ وَجَاءَ اُولٰئِكَ ثُمَّ صَلّٰى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَضٰى هٰؤُلاَءِ رَكْعَةً وَّهٰؤُلاَءِ رَكْعَةً -

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধের সময় সেনাদলের একভাগকে নিয়ে এক রাকাত সালাত পড়ালেন তখন অবশিষ্ট সৈন্যরা শত্রুর সাথে মোকাবেলা করতেছিল। অতঃপর এক রাকাত আদায়কারী সেনারা শত্রুর সামনে এল এবং অন্য সেনারা এসে রাসূলুল্লাহর পিছনে এক রাকাত আদায় করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই রাকাতের পর সালাম ফিরালেন। তারপর সাহাবীগণ প্রত্যেকে আলাদা আলাদাভাবে এক রাকাত আদায় করলেন।

[মুসলিম শরীফ : ৩/১৮৫, হাদীস নং-১৮১২]

عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذَاتِ الرِّقَاعِ وَاُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلّٰى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَاَخَّرُوْا وَصَلّٰى بِالطَّائِفَةِ الْاُخْرٰى رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَرْبَعَ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ -

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রেকা যুদ্ধের সময় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। সালাতের ইক্বামত হলে রাসূল ﷺ সৈনিকদের অর্ধেক নিয়ে দুই রাকাত সালাত পড়ালেন তারপর তারা চলে গেলেন। অতঃপর অবশিষ্ট সৈন্যরা আসলে তাদেরকে নিয়ে আর দুই রাকাত পড়ালেন। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হলো চার রাকাত আর সাহাবীদের হলো দুই দুই রাকাত।

[মুনতাকাল আখবার, সালাতুল খাউফ অধ্যায়, হাদীস নং-১৭০৩]

প্রশ্ন-৪৭২. অত্যাধিক ভয়কালীন সালাতের বিধান কী?

উত্তর : বেশি ভয় হলে যেভাবে পারে সেভাবেই সালাত পড়বে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ صَلاَةِ الْخَوْفِ فَاِنْ كَانَ خَوْفٌ اَشَدَّ مِنْ ذٰلِكَ فَرِجَالاً اَوْ رُكْبَانًا -

আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ভয়ের সালাতের নিয়ম বর্ণনায় বলেছেন, যদি আশংকা বেশি হয় তাহলে পায়ে হেঁটে বা সাওয়ারী অবস্থায় যেভাবেই পারো সালাত আদায় করে নিবে।

[সহীহ্ সুনানে ইবনে মাজাহ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১০৪৭]

প্রশ্ন-৪৭৩. ভয়কালীন সালাত কাজা করা কি জায়েব?

উত্তর : যুদ্ধের পরিস্থিতি বুঝে সালাত কাজাও করতে পারা যায়।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ نَادٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الْاَحْزَابِ اَنْ لاَّ يُصَلِّيَنَّ اَحَدٌ اِلاَّ فِىْ بَنِىْ قُرَيْظَةَ فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ فَصَلُّوْا دُوْنَ بَنِىْ قُرَيْظَةَ وَقَالَ اٰخَرُوْنَ لاَ نُصَلِّىْ اِلاَّ حَيْثُ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ قَالَ فَمَا عَنَفَ وَاحِدًا مِّنَ الْفَرِيْقَيْنِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আহযাব যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন সেদিন ঘোষণা দিলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি বনু কুরায়যায় গিয়ে সালাত আদায় করবে। তখন কিছু লোক সালাত কাজা হওয়ার ভয়ে রাস্তাতেই সালাত আদায় করে নিল কিন্তু অন্যরা কিছু বলল : আমরা যেখানেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সেখানেই সালাত আদায় করব যদিও কাজা হয়ে যায়। নবী করীম ﷺ উভয় দলের কাউকে কিছু বললেন না।

[মুসলিম শরীফ : কিতাবুল জিহাদ, বাবুল মগাদারাতি বিল গায়রি]

مَسَائِلُ صَلاَةِ الْكُسُوْفِ وَالْخُسُوْفِ

৩৭. সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সালাত সম্পর্কিত মাসায়েল

প্রশ্ন-৪৭৪. সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ সালাতের আযান ও ইক্বামতের নিয়ম আছে কী?
উত্তর : কুসুফ (সূর্যগ্রহণ) অথবা খুসুফ (চন্দ্রগ্রহণ)-এর সালাতের জন্য আযানও নেই, ইকামতও নেই।

প্রশ্ন-৪৭৫. কুসুফ-খুসুফের সালাতের জন্য লোকজনকে একত্রিত করার জন্য কী বলা আবশ্যক?
উত্তর : সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সালাতের জন্য লোকজনকে একত্রিত করতে হলে 'আচ্ছালাতু জামেয়াতুন' বলা আবশ্যক।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : اِنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلٰى عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَعَثَ مُنَادِيًا اَلصَّلاَةُ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعُوْا وَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ وَصَلّٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فِىْ رَكْعَتَيْنِ وَاَرْبَعَ سَجْدَاتٍ ـ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন আহবানকারী প্রেরণ করলেন, সে 'আচ্ছালাতু জামেয়াতুন' বলে মানুষগণকে সালাতের দিকে ডাকলেন। যখন লোকজন একত্রিত হয়ে গেলো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ অগ্রসর হয়ে তাকবীর বললেন এবং দুই রাকাতে চার রুকু এবং চার সিজদা করলেন।

[মুসলিম শরীফ : ৩/২৬৬, হাদীস নং-১৯৬২]

প্রশ্ন-৪৭৬. সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণে কত রাকাত সালাত পড়বে?
উত্তর : যখন সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হবে তখন জামায়াতের সাথে দু'রাকাত সালাত আদায় করা উচিত।

প্রশ্ন-৪৭৭. সূর্য অথবা চন্দ্রগ্রহণের সালাত কত রাকাত?
উত্তর : সূর্য অথবা চন্দ্রগ্রহণের সালাত দু'রাকাত। প্রত্যেক রাকাতে গ্রহণ অপেক্ষা কম বা বেশী সময় পর্যন্ত এক, দুই বা তিন রুকু করতে পারা যায়।

عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ يَوْمٍ شَدِيْدِ الْحَرِّ فَصَلّٰى بِاَصْحَابِهِ فَاَطَالَ الْقِيَامَ حَتّٰى

جَعَلُوْا يَخِرُّوْنَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَاَطَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِّنْ ذٰلِكَ فَكَانَتْ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ وَّاَرْبَعَ سَجْدَاتٍ -

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে প্রখর রোদ্রের সময় সূর্যগ্রহণ হয়েছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (রা) ছাহাবীদের নিয়ে সালাত আদায় করেছিলেন, সে সালাতে তিনি দীর্ঘ কেয়াম করেছেন ছাহাবীরা দাঁড়াতে দাঁড়াতে পড়ে যাচ্ছিলেন, তারপর দীর্ঘসময় পর্যন্ত রুকু করলেন, তারপর মাথা তুলে দীর্ঘ সময় দাঁড়ালেন, তারপর পুনরায় দীর্ঘ সময় রুকু করলেন। অতঃপর দু'টি সেজদা করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাকাতও এভাবেই আদায় করলেন, ফলে দু'রাকাতে চার রুকু এবং চার সেজদা হল।

[মুসলিম শরীফ : ৩/২৭০, হাদীস নং-১৯৬৯]

প্রশ্ন-৪৭৮. কুসুফ অথবা খুসুফের সালাতে কেরাত কীভাবে পাঠ করা উচিত?

উত্তর : কুসুফ অথবা খুসুফের সালাতে উচ্চ আওয়াজে কেরাত পাঠ করা চাই।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى صَلاَةَ الْكُسُوْفِ وَجَهَرَ بِالْقِرَاةِ فِيْهَا -

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সূর্য গ্রহণের সালাত পড়ালেন, তাতে উচ্চাওয়াজে কেরাত পাঠ করলেন।

[সহীহ্ সুনানে তিরমিজি : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৪৬৩]

প্রশ্ন-৪৭৯. গ্রহণের সালাতের পর খুতবা দেয়া কি?

উত্তর : গ্রহণের সালাতের পরে খুতবা দেয়া সুন্নাত।

عَنْ اَسْمَاءَ (رضى) قَالَتْ فَانْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللّٰهَ بِمَا هُوْ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ : اَمَّا بَعْدُ .

আসমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ গ্রহণের সালাত থেকে যখন পৃথক হলেন তখন সূর্য পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবা দিলেন, আল্লাহর প্রশংসার পর 'আম্মাবাদ' বলে আরম্ভ করলেন।

[সহীহ আল বুখারী : ১/৪৪৩, হাদীস নং-৯৯৬]

مَسَائِلُ صَلاَةِ الْاِسْتِخَارَةِ

৩৮. এস্তেখারার (কল্যাণ কামনার) সালাত সম্পর্কিত মাসায়েল

প্রশ্ন-৪৮০. এস্তেখারা কখন করতে হয়?

উত্তর : দুই অথবা ততোধিক জায়েয কাজের মধ্য থেকে একটাকে নির্বাচন করতে হলে তখন এস্তেখারার দোয়া পাঠ করে আল্লাহর নিকট উত্তম কাজের প্রতি একাগ্রতা সৃষ্টি হওয়ার জন্য প্রার্থনা করা সুন্নাত।

প্রশ্ন-৪৮১. ইস্তেখারার সালাত কত রাকয়াত?

উত্তর : দুই রাকাত সালাত আদায় করে এই দোয়া পড়া চাই।

প্রশ্ন-৪৮২. মনকে স্থির করার জন্য কী করা উচিত?

উত্তর : যদি একবারে মনকে স্থির করার ব্যাপারে একাগ্রতা সৃষ্টি না হয় তাহলে এ কাজটি বারবার করবে।

عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ يَقُوْلُ اِذَا هَمَّ اَحَدُكُمْ بِالْاَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ . (اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ . اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌلِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ اَوْ

قَالَ فِيْ عَاجِلِ اَمْرِيْ وَاٰجِلِهٖ فَاَقْدِرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّلِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةَ اَمْرِيْ اَوْ قَالَ فِيْ عَاجِلِ اَمْرِيْ وَاٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِنِيْ وَيُسَمِّيْ حَاجَتَهٗ .

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সকল কাজের জন্য এস্তেখারার দোয়া এভাবেই শিখাতেন যেভাবে কুরআন মজীদের কোন সূরা শিখাতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, যখন কোন ব্যক্তি কোন কাজের ইচ্ছা করে তখন দুই রাকাত নফল আদায় করবে পরে এই দোয়া করবে। "হে আল্লাহ! আমি তোমার ইলমের মাধ্যমে তোমার নিকট কল্যাণ কামনা করছি। তোমার কুদরতের মাধ্যমে তোমার নিকট শক্তি কামনা করছি এবং তোমার মহান অনুগ্রহের প্রার্থনা করছি, কেননা, তুমি শক্তিধর, আমি শক্তিহীন। তুমি জ্ঞানবান, আমি জ্ঞানহীন এবং তুমি অদৃশ্য বিষয় প্রসঙ্গে পূর্ণ জ্ঞানী। হে আল্লাহ! এই কাজটি (এখানে উদ্দিষ্ট কাজ বা বিষয়টি শব্দযোগে অথবা মনে মনে উল্লেখ করবে) তোমার জ্ঞান অনুযায়ী যদি আমার দ্বীন, আমার জীবিকা এবং আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর হয় তবে উহা আমার জন্য নির্ধারিত কর এবং উহাকে আমার জন্য সহজলভ্য করে দাও, তারপর উহাতে আমার জন্য বরকত দাও। পক্ষান্তরে এ কাজটি তোমার জ্ঞান অনুযায়ী যদি আমার দ্বীন, আমার জীবিকা, আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য ক্ষতিকর হয় তবে তুমি উহা আমার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দাও এবং আমাকে উহা থেকে দূরে সরিয়ে রাখ এবং যেখানেই কল্যাণ থাকুক, আমার জন্য সে কল্যাণ নির্ধারিত করে দাও। অতঃপর তাতেই আমাকে সন্তুষ্ট রাখ।" [সহীহ আল বুখারী : ১/৪৭৫, হাদীস নং-১০৮৮]

مَسَائِلُ صَلاَةِ الضُّحٰى

৩৯. চাশতের সালাত সম্পর্কিত মাসায়েল

প্রশ্ন-৪৮৩. চাশতের সালাতের ফযীলত কী?

উত্তর : ফজরের সালাত আদায় করার পর সেই স্থানে বসে চাশতের সালাতের অপেক্ষা করা এবং দুই রাকাত সালাত আদায় করার নেকী এক হজ্ব এবং এক ওমরার সমান।

عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِىْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللّٰهَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهٗ كَاَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَامَّةً، تَامَّةً.

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামায়াতের সাথে আদায় করেছে অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত সে স্থানে বসে আল্লাহর যিকির করেছে এবং তারপর দুই রাকাত সালাত আদায় করেছে আল্লাহ তায়ালা তাকে সম্পূর্ণ এক হজ্ব ও উমরার নেকী দান করবেন। [সহীহ্ সুনানে তিরমিজি-শায়খ আলবানী, প্রথম খন্ড নং-৪৮০]

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ (رضى) اَنَّهٗ رَاٰى قَوْمًا يُّصَلُّوْنَ مِنَ الضُّحٰى فَقَالَ اَمَا لَقَدْ عَلِمُوْا اَنَّ الصَّلاَةَ فِىْ غَيْرِ هٰذِهِ السَّاعَةِ اَفْضَلُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : صَلاَةُ الْاَوَّابِيْنَ حِيْنَ تَرْمَضُ الْفِصَالَ.

যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) কতিপয় লোককে চাশতের সালাত আদায় করতে দেখে বললেন, লোকেরা কি জানে না যে সালাতের জন্য এ ওয়াক্তের চেয়ে অন্য ওয়াক্ত অধিক উত্তম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আওয়াবীন সালাতের সময় তখনই যখন উটের বাছুরের পা জ্বলে। [মুখতাছারু সহীহিমুসলিম-আলবানী : নং-৩৬৮]

প্রশ্ন-৪৮৪. চাশতের সালাত কত রাকয়াত?

উত্তর : চাশ্‌তের সালাত চার রাকাত আদায় করা উত্তম।

প্রশ্ন-৪৮৫. চাশতের সালাতের বিশেষ উপকারিতা কী?

উত্তর : চাশ্‌তের চার রাকাত সালাত আদায়কারীর সারা দিনের সকল দায়িত্ব আল্লাহ্ তায়ালা নিজেই নিয়ে নেন।

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ وَاَبِىْ ذَرٍّ (رضى) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَنَّهٗ قَالَ اِبْنَ اٰدَمَ اِرْكَعْ لِىْ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ مِّنْ اَوَّلِ النَّهَارِ اَكْفِكَ اٰخِرَهٗ .

আবুদ্দারদা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, হে আদম সন্তানগণ! দিনের শুরুতে আমার জন্য চার রাকাত সালাত আদায় কর, আমি তোমার সারাদিনের দায়িত্ব নিয়ে নিব। [সহীহ্ সুনানে তিরমিজি, প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৩৯৫]

ব্যাখ্যা : চাশ্‌তের সালাত কমে দুই রাকাত আর বেশীতে বার রাকাত আদায় করা যায়, কিন্তু চার রাকাত আদায় করা বেশী উত্তম।

مَسَائِلُ صَلَاةِ التَّوْبَةِ

৪০. তাওবার সালাত সম্পর্কিত মাসায়েল

প্রশ্ন-৪৮৬. তাওবার সালাতের উপকারিতা কী?

উত্তর : কোন বিশেষ অপরাধ অথবা সাধারণ গুনাহ্ থেকে তাওবা করার নিয়তে ওযূ করে দুই রাকাত সালাত আদায় করার পর আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ্ তায়ালা অবশ্যই ক্ষমা করে দেন।

عَنْ عَلِيٍّ إِنِّى كُنْتُ رَجُلاً إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثًا نَفَعَنِىَ اللّٰهُ مِنْهُ بِمَا شَآءَ أَنْ يَّنْفَعَنِىْ بِهِ وَإِذَا حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ اَسْتَحْلَفْتُهُ، فَإِذَا حَلَفَ صَدَّقْتَهُ، وَأَنَّهُ حَدَّثَنِىْ أَبُوْبَكْرٍ، وَصَدَقَ أَبُوْبَكْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُّذْنِبُ ذَنْبًا . ثُمْ يَقُوْمُ فَيَتَطَّهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّىْ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ، إِلاَّ غَفَرَ اللّٰهَ لَهُ، ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ ...... إِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ) .

আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোন হাদীস শ্রবণ করতাম তা থেকে আল্লাহ্ তায়ালা যতটুকু উপকার আমাকে পৌছাতে চাইতেন তা আমি পাইতাম। আর যখন কোন সাহাবী থেকে হাদীস শুনতাম তখন আমি তার থেকে শপথ গ্রহণ করতাম। সে শপথ করে বললে তা আমি বিশ্বাস করতাম। এ হাদীসটি আমাকে আবু বকর (রা) বলেছেন এবং উনি

সত্যই বলেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, যখন কোন ব্যক্তি অপরাধে লিপ্ত হয়ে যায় অতঃপর ওযূ করে দুই বা চার রাকাত সালাত পড়ে এবং আল্লাহর নিকট তাওবা ইস্তেগফার করে তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেন। তারপর এ আয়াতটি পাঠ করলেন যার অর্থ হলো 'তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দকাজে জড়িত হয়ে নিজের ওপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ব্যতীত আর কে পাপ মোচন করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শুনে তাই করতে থাকে না। [সহীহ সুনানে তিরমিজি : প্রথম খণ্ড, হাদীস নং-৩৩৩]

তওবার জন্য নিম্নের দো'আটি বিশেষভাবে সিজদায় ও শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বে পাঠ করা উচিত।

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاتُوْبُ إِلَيْهِ ـ

উচ্চারণ : আসতাগফিরুল্লাহাল লাযি লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল আল হাইয়ুম ওয়াতুবু ইলাইহি।

مَسَائِلُ تَحِيَّةِ الْوَضُوْءِ وَالْمَسْجِدِ

৪১. তাহিয়্যাতুল মসজিদ ও তাহিয়্যাতুল ওযুর মাসায়েল

প্রশ্ন-৪৮৭. ওযু করার পর সুন্নাত কাজ কী?

উত্তর : ওযু করার পর দুই রাকাত সালাত আদায় করা সুন্নাত।

ব্যাখ্যা : ওযু করার পর যে দুই রাকাত সালাত পড়া হয় তাকে তাহিয়্যাতুল ওযু বলা হয়। মসজিদে যেয়ে বসার পূর্বে যে দুই রাকাত সালাত আদায় করা হয় তাকে তাহিয়্যাতুল মসজিদ বলা হয়।

প্রশ্ন-৪৮৮. তাহিয়্যাতুল ওযুর ফজীলত কী?

উত্তর : তাহিয়্যাতুল ওযু জান্নাতে প্রবেশের কারণ।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِبِلاَلٍ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ يَابِلاَلُ حَدِّثْنِىْ بِاَرْجٰى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِى الْاِسْلاَمِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَىَّ فِى الْجَنَّةِ . قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً اَرْجٰى عِنْدِىْ اَنِّىْ لَمْ اَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِىْ سَاعَةٍ مِّنْ لَيْلٍ وَّلاَ نَهَارٍ اِلاَّ صَلَّيْتُ بِذٰلِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِىْ اَنْ اُصَلِّىَ .

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা ফজরের সালাতের পর বেলাল (রা) থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে বেলাল! ইসলাম গ্রহণ ছাড়া কোন নফল আমলের ওপর তোমার বড় আশা হয় যে, তোমায় ক্ষমা করে দেয়া হবে? কেননা আমি বেহেশতে আগে আগে তোমার চলার আওয়াজ শ্রবণ

করেছি। বেলাল (রা) বলেন, আমি এর চেয়ে বেশী আশান্বিত কোন আমল করিনি যে, দিবারাত্র যখনই ওযু করি তখন যা তৌফিক হয় সালাত আদায় করি।
[বুখারী শরীফ : ১/৪৭০, হাদীস নং-১০৭৮]

প্রশ্ন-৪৮৯. তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করা কী?

উত্তর : মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করা সুন্নাত।

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَّجْلِسَ.

কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে তখন বসার পূর্বে দু'রাকাত সালাত আদায় করবে।
[বুখারী শরীফ : ১/৪৭৫, হাদীস নং-১০৮৯]

مَسَائِلُ سَجْدَةِ الشُّكْرِ

৪২. সিজদায়ে শোকর সম্পর্কিত মাসায়েল

প্রশ্ন-৪৯০. সিজদায়ে শোকর কখন আদায় করতে হয়?

উত্তর : কোন নেয়ামত প্রাপ্ত হলে অথবা খুশীর শুভালগ্নে সিজদায়ে শোকর (কৃতজ্ঞতার সিজদা) আদায় করা সুন্নাত।

عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَتَاهُ اَمْرٌ يَسُرُّهُ اَوْ يَسُرَّبِهِ خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِّلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ـ

আবু বকরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর নিকট আনন্দদায়ক কোন সংবাদ আসলে তখন তিনি আল্লাহ্ তায়ালাকে শোকরিয়া জ্ঞাপনার্থে সিজদা করতেন। [সহীহ্ সুনানে ইবনে মাজাহ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১৪৪০]

প্রশ্ন-৪৯১. রাসূল ﷺ কি সিজদায়ে শোকর আদায় করেছেন?

উত্তর : সালাত ও সালামের প্রতিদান অবগত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ দীর্ঘক্ষণ সিজদায়ে শোকর আদায় করেছেন।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (رضى) قَالَ : خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى دَخَلَ نَخْلاً فَسَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ حَتّٰى خَشِيْتُ اَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ قَدْ تَوَفَّاهُ قَالَ : فَجِئْتُ اَنْظُرُ فَرَفَعَ رَاْسَهٗ فَقَالَ : مَالَكَ ؟ فَذَكَرْتُ لَهٗ ذٰلِكَ قَالَ : فَقَالَ : اِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

قَالَ لِىْ اَلاَ اُبَشِّرُكَ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ لَكَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْكَ صَلاَةً صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ ـ

আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা ঘর থেকে বের হলেন এবং খেজুর বাগানে প্রবেশ করলেন। সেখানে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সিজদাবস্থায় ছিলেন। আমার মনে মনে ভয় হল, আল্লাহ্ তায়ালা তাকে দুনিয়া থেকে নিয়ে গেছেন। আমি দেখতে আসলাম, তখন রাসূল করীম ﷺ মাথা উঠালেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কি হল? তখন তিনি বললেন, জিব্রাঈল (আ) এসে আমাকে বলেছে হে মুহাম্মদ! আমি কি আপনাকে একটি সুসংবাদ দিব না? আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, যে ব্যক্তি আপনার ওপর সালাত ও সালাম পাঠ করবে আমি তাঁকে দয়া করব যে ব্যক্তি আপনাকে সালাম বলবে আমি তার ওপর শান্তি নাযিল করব।

[ফাজলুসসালাতি আলান্নবী-আলবানী, হাদীস নং-৭]

اَلْمَسَائِلُ الْمُتَفَرِّقَةُ

৪৩. বিবিধ মাসায়েল

প্রশ্ন-৪৯২. রোগাগ্রস্ত ব্যক্তির সালাতের বিধান কী?

উত্তর : রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যেভাবেই পারে সালাত আদায় করবে।

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضى) كَانَتْ بِىْ بَوَاسِيْرَ فَسَأَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ : صَلِّ قَائِمًا فَانْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَانْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلٰى جَنْبٍ ـ

ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'বাওয়াসীর' (বিশেষ একটি রোগ) রোগী ছিলাম। সালাত প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, দাঁড়িয়ে আদায় করতে পারলে দাঁড়িয়ে আদায় কর, বসে আদায় করতে পারলে বসে আদায় কর অথবা শুয়ে আদায় করতে পারলে শুয়ে শুয়ে আদায় কর। [সহীহ্ আল বুখারী : ১/৪৫৭, হাদীস নং-১০৪৭]

প্রশ্ন-৪৯৩. ঘুমের ভাব থাকলে সালাত আদায়ের হুকুম কী?

উত্তর : : ঘুমের ভাব থাকলে প্রথমে নিদ্রা পূর্ণ করবে তারপর সালাত আদায় করবে।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلاَةِ فَلْيَرْقُدْ حَتّٰى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا صَلّٰى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهٗ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهٗ ـ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন কারো সালাতে ঘুম আসে তখন তাকে প্রথম ঘুম পূর্ণ করে নিতে হবে। কারণ ঘুমানোবস্থায় সালাত আদায় করলে হয়ত ক্ষমা প্রার্থনার স্থলে নিজেকে গালি দিয়ে বসবে। [মুসলিম শরীফ : ৩/১২৩, হাদীস নং-১৭০৫]

প্রশ্ন-৪৯৪. এশার পূর্বে ঘুমানো এবং পরে কথা বলা কি জায়েয?

উত্তর : এশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং পরে কথা বলা অপছন্দনীয়।

عَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا۔

আবু বারজা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এশার পূর্বে শয়ন করা এবং পরে কথাবার্তা বলাকে অপছন্দ করতেন। [সহীহ আল বুখারী : ১/২৬১, হাদীস নং-৫৩৫]

প্রশ্ন-৪৯৫. ফরজ সালাত দুই বার আদায় করা কি জায়েয?

উত্তর : এক ওয়াক্তের ফরজ সালাত ফরজ মনে করে দুইবার আদায় করা জায়েয নেই।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لاَ تُصَلُّوْا صَلاَةً فِىْ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ۔

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, একই দিনে একই ওয়াক্তের ফরজ সালাত দুইবার আদায় করিও না। [সহীহ সুনানি আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৫৪১]

প্রশ্ন-৪৯৬. ফরজ ও নফল সালাতের মধ্যে কীভাবে পার্থক্য করা উচিত?

উত্তর : ফরজ আদায়ের পর সুন্নাতের জন্য স্থান পরিবর্তন করা চাই যেন ফরজ-নফলের মধ্যে তফাৎ থাকে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ اَوْ عَنْ يَمِيْنِهٖ اَوْ عَنْ شِمَالِهٖ۔

আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা কি (ফরজ সালাতের পর) নিজের স্থান থেকে আগে, পিছে বা ডানে-বামে সরে দাঁড়াতে পার না [সুনানে আবু দাউদ : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৮৮৫]

প্রশ্ন-৪৯৭. ঘুমের কারণে সালাত আদায় করতে না পারলে পরে কখন তা আদায় করা যাবে?

উত্তর : ঘুমের ভাবের কারণে রাতের সালাত বা অন্য কোন আমল বাকী থাকলে তখন ফজর এবং জোহরের মধ্যখানে আদায় করা যেতে পারে।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضى) يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ اَوْ عَنْ شَىْءٍ مِّنْهُ فَقَرَأَهُ فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَاَنَّهُ قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ ـ

উমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রাতের নিয়মিত আমল ছেড়ে নিদ্রা যায় অতঃপর ফজর এবং জোহরের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে রাতের আমলের নেকী দান করবেন। [সহীহ্ সুনানে তিরমিজি : ১ম খণ্ড, হাদীস নং-১১৬৫]

প্রশ্ন-৪৯৮. আঙ্গুল দিয়ে তাসবীহ্ পাঠ করা কী জায়েয?

উত্তর : আঙ্গুল দিয়ে তাসবীহ্ পাঠ করাই সুন্নাত।

عَنْ يَسِيْرَةَ (رضى) وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتْ : قَالَ لَنَا : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّقْدِيْسِ وَاعْقِدْنَ بِالْاَنَامِلِ فَاِنَّهُنَّ مَسْئُوْلَاتٌ مُّسْتَنْطَقَاتٌ وَلَا تَغْفَلْنَ فَتَنْسِيْنَ الرَّحْمَةَ ـ

ইসাসিরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "তোমরা 'সুবহানাল্লাহি' 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এবং 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস' বলা নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও এবং আঙ্গুল দিয়ে তা গণনা কর। কেননা শেষ বিচার দিবসে আঙ্গুলসমূহ জিজ্ঞাসিত হবে এবং তাদের দ্বারা কথা বলানো হবে। সুতরাং তাসবীহ্ থেকে বিমুখ হয়ে গেলে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।" [সহীহ্ সুনানে তিরমিজি : ৩য় খণ্ড, হাদীস নং-২৮৩৫]

প্রশ্ন-৪৯৯. বনে জঙ্গলে একাকী সালাত আদায়ের ছাওয়াব কী?

উত্তর : বন-জঙ্গলে একাকী সালাত আদায় করার ছাওয়াব অনেক বেশি।

عَنْ سَلْمَانَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِاَرْضٍ فِىْ فَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَلْيَتَوَضَّأْ، فَاِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ، فَاِنْ اَقَامَ صَلّٰى مَعَهُ مَلَكَاهُ، وَاِنْ اَذَّنَ وَاَقَامَ صَلّٰى خَلْفَهُ مِنْ جُنُوْدِ اللّٰهِ مَا لاَيَرٰى طَرْفَاهُ۔

সালমান ফারেসী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি বন-জঙ্গলে অবস্থান করে আর সালাতের সময় হয়ে যায়, তখন সে ওযু করবে আর পানি না পেলে তায়াম্মুম করবে অতঃপর ইক্বামত দিয়ে সালাত আদায় করলে তার দুই ফেরেশতাও তার সাথে সালাত আদায় করে। আর যদি আযান-ইক্বামত উভয় দিয়ে সালাত আদায় করে তাহলে তার পিছনে এত বেশী আল্লাহর সৈনিকরা সালাত আদায় করেন যে, তাদের উভয় কিনারা দেখা যায় না।
[মুখতাছারুত তারগীব ওয়াততারহীব : হাদীস নং-১০৮]

প্রশ্ন-৫০০. শবে বরাত, শবে কদর ও শবে মেরাজের নির্দিষ্ট কোন সালাত আছে কি? আর থাকলে কি তা নির্দিষ্ট সূরা বা আয়াত দ্বারা পড়তে হবে?

উত্তর : শবে বরাত, শবে কদর ও শবে মেরাজের নির্দিষ্ট কোন সালাত নেই। আর তা হল নফল সালাত। নফল সালাত যে কোন সূরা বা আয়াত দ্বারা আদায় করা যায়। তার জন্য নির্দিষ্ট কোন সূরা যেমন– সূরা ইখলাছ, কাদর, রাহমান ও ইয়াসিন নির্ধারিত নয়। তাছাড়া এ নফল সালাতগুলোর কোন রাকাত সংখ্যাও নির্দিষ্ট নেই। সুতরাং তাকে আবশ্যিক হিসেবে বিশ্বাস করা, নির্দিষ্ট নিয়মে পালন করা ও নির্দিষ্ট রাকাআত সালাত মনে করা উচিত নয়। করলে তা হবে মনগড়া শরীয়াত যা সুস্পষ্ট গোমরাহী তথা বিদআত।

قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ۔ صَلُّوْا كَمَارَاَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

পিস পাবলিকেশনের বইসমূহ

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	THE GLORIOUS QURAN (আরবি, বাংলা, ইংরেজি)	১২০০
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN	২০০
৩.	বিষয়ভিত্তিক আল কুরআনের অভিধান	
৪.	শব্দার্থ আল কুরআনের অভিধান (লুগাতুল কুরআন)	৩০০
৫.	আল লুলু ওয়াল মারজান (মুত্তাফিকুন আলাইহি) বুখারী মুসলিম হাদীস সংকলন	১০০০
৬.	কিতাবুত তাওহীদ —মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব	১৫০
৭.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-১ কুরআন ও হাদীস সংকলন —মো: রফিকুল ইসলাম	৪০০
৮.	লা-তাহ্যান হতাশ হবেন না —আয়িদ আল কুরনী	৪০০
৯.	বুলুগুল মারাম —হাফিয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহ:)	৪০০
১০.	শব্দে শব্দে হিসনুল মুমিনীন (দোয়ার ভাণ্ডার) — সাঈদ ইবনে আলী আল-কাহতানী	৯০
১১.	রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাসি-কান্না ও যিকির —মো : নূরুল ইসলাম মণি	২১০
১২.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা —ইকবাল কিলানী	১৫০
১৩.	কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহীহ মুকসূদুল মুমিনীন	
১৪.	কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহীহ নেয়ামুল কুরআন	
১৫.	সহীহ আমলে নাজাত	২২৫
১৬.	রাসূল ﷺ এর প্র্যাকটিকাল নামায —মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী	২২৫
১৭.	রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন —মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	১৪০
১৮.	রিয়াযুস স্বা-লিহিন —যাকারিয়া ইয়াহইয়া	৬০০
১৯.	রাসূল ﷺ এর ২৪ ঘন্টা —মো : নূরুল ইসলাম মণি	৪০০
২০.	নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায় — আল্ বাহি আল্ খাওলি (মিসর)	২১০
২১.	জান্নাতী ২০ (বিশ) রমণী —মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২০০
২২.	জান্নাতী ২০ (বিশ) সাহাবী —মো : নূরুল ইসলাম মণি	২০০
২৩.	রাসূল ﷺ সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন —সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৪০
২৪.	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন —মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২২০
২৫.	রাসূল ﷺ-এর লেনদেন ও বিচার ফয়সালা —মো: নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
২৬.	রাসূল ﷺ জানাযার নামাজ পড়াতেন যেভাবে —ইকবাল কিলানী	১৩০
২৭.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা —ইকবাল কিলানী	২২৫
২৮.	মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে) —ইকবাল কিলানী	২২৫
২৯.	কবরের বর্ণনা (সাওয়াল জওয়াব) —ইকবাল কিলানী	১৫০
৩০.	বাছাইকৃত ১০০ হাদীসে কুদসী —সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৫০
৩১.	দোয়া কবুলের পূর্বশত —মো: মোজাম্মেল হক	১০০
৩২.	ড. বেলাল ফিলিপস সমগ্র	৩৫০
৩৩.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন — ড. ফযলে ইলাহী (মক্কী)	৭০
৩৪.	জাদু টোনা, জ্বীনের আছর, ঝাঁর-ফুঁক, তাবীজ কবজ	১৫০

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
৩৫.	আল্লাহর ভয়ে কাঁদা – শায়খ হুসাইন আল-আওয়াইশাহ	৯০
৩৬.	ইসলামী সাধারণ জ্ঞান	
৩৭.	কবিরা গুনাহ্	২২৫
৩৮.	দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলির ৫০টি সমাধান	১২০

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা	৪৫
২.	ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য	৫০
৩.	ইসলামের ওপর ৪০টি অভিযোগ	৬০
৪.	প্রশ্নোত্তরে ইসলামে নারীর অধিকার- আধুনিক নাকি সেকেলে?	৫০
৫.	আল কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান	৫০
৬.	কুরআন কি আল্লাহর বাণী?	৫০
৭.	ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের কিছু সাধারণ প্রশ্নের জবাব	৫০
৮.	মানব জীবনে আমিষ খাদ্য বৈধ না নিষিদ্ধ?	৪৫
৯.	ইসলামের কেন্দ্র বিন্দু	৫০
১০.	সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ	৫০
১১.	বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব	৫০
১২.	কেন ইসলাম গ্রহণ করছে পশ্চিমারা?	৫০
১৩.	সন্ত্রাসবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য?	৫০
১৪.	বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন	৫০
১৫.	সুদমুক্ত অর্থনীতি	৫০
১৬.	সালাত : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নামায	৬০
১৭.	ইসলাম ও খ্রিষ্ট ধর্মের সাদৃস্য	৫০
১৮.	ধর্মগ্রন্থসমূহের আলোকে হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম	৫০
১৯.	আল কুরআন বুঝে পড়া উচিত	৫০
২০.	চাঁদ ও কুরআন	৫০
২১.	মিডিয়া এন্ড ইসলাম	৫৫
২২.	সুন্নাত ও বিজ্ঞান	৫৫
২৩.	পোশাকের নিয়মাবলি	৪০
২৪.	ইসলাম কি মানবতার সমাধান?	৬০
২৫.	বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ ﷺ	৫০
২৬.	বাংলার তাসলিমা নাসরীন	৫০
২৭.	ইসলাম এবং সেকিউল্যারিজম	৫০
২৮.	যিশু কি সত্যই ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিল?	৫০
২৯.	সিয়াম : আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর রোযা	৫০
৩০.	আল্লাহ'র প্রতি আহ্বান তা না হলে ধ্বংস	৪৫
৩১.	মুসলিম উম্মাহর ঐক্য	৫০
৩২.	জ্ঞানার্জন : জাকির নায়েক স্কুল পরিচালনা করেন যেভাবে	৫০
৩৩.	ইশ্বরের স্বরূপ ধর্ম কী বলে?	৫০
৩৪.	মৌলবাদ বনাম মুক্তচিন্তা	৪৫
৩৫.	আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য	৫০

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-১	৪০০
২.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র- ২	৪০০
৩.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৩	৩৫০
৪.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৪	৩৫০
৫.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৫	৪০০
৬.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৬	২৫০
৭.	বাছাইকৃত জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র	৭৫০

অচিরেই বের হতে যাচ্ছে ......

ক. রাসূল ﷺ-এর অজিফা, খ. আল্লাহ কোথায়?, গ. পাঞ্জে সূরা, ঘ. চল্লিশ হাদীস, ঙ. বিয়ে ও তালাক, চ. খাছ পর্দা, ছ. ক্বাসাসুল আম্বিয়া, জ. যে গল্পে প্রেরণা যোগায় ঝ. তওবা ও ক্ষমা, ঞ. আল্লাহর ৯৯টি নামের ফজিলত, ট.আপনার শিশুদের লালন-পালন করবেন যেভাবে, ঠ. তোফাতুল আরোজ (বাসর ঘরের উপহার)।